চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 124 Thursday, 4 April, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১২৪ সংখ্যা ✱ ২১ চৈত্র, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

তৃণমূল সরকার নাকি তার উপর নজরদারি চালাচ্ছে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ফের বড়সড় ভাঙ্গন কংগ্রেস এবং আইএসএফে। মালদার সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের যদুপুর অঞ্চলে কংগ্রেস এবং আইএসএফ ছেড়ে যোগদান করল তৃণমূলে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বাচ্চারা খেলার ছলে তুলে ফেলছে নতুন রাস্তার পিচ! নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করার অভিযোগ উঠল জয়নগরে। ...বিস্তারিত পাতা ৭

এ বার প্যারিস অলিম্পিকে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে পারেন মেসি। খেলতে পারেন গত বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজও। ...বিস্তারিত পাতা ৮

চালসার চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী, দোকানে ঢুকে বানালেন চা

দিলেন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ৩ এপ্রিলঃ সম্প্রতি ১৫ মিনিটের ঝড়ে তছনছ হয়েছে উত্তরবঙ্গের একাংশ। বিপর্যয়ের দিন রাতেই জলপাইগুড়ি পৌঁছেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বর্তমানে উত্তরবঙ্গেই রয়েছেন। বুধবার চালসার চা বাগান পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। শোনেন তাঁদের অভাব অভিযোগও। আর সেই সূত্রেই নিরাপত্তা বেষ্টনী সরিয়ে ফের সময় একটি চা দোকানে ঢুকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্ত্রীকে দেখে রীতিমতো শশব্যস্ত হয়ে পড়েন চা দোকানের কর্মী। মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ার দেওয়ার জন্য দৌড়াদোড়ি শুরু হয়। ইশারায় সকলকে থামিয়ে একেবারে দোকানের উনুনশালে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। নিজে হাতে চা বানান। দিনের শেষে কী রকম রোজগার হয়, তার খোঁজখবরও নেন। এদিন ফের বঞ্চনার

জনতার মাঝে মিশে যেতে দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বুধবার চালসার চা বাগান পরিদর্শনে গিয়ে স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে নিজে হাতে চাও বানান। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে রাস্তা ও পানীয় জলের বিষয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানান গ্রামবাসীরা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, 'এখানে পঞ্চায়েতের কোনও অফিসার উপস্থিত রয়েছেন কিনা'। এরপরই সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে দ্রুত সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন তিনি। এরপরই ফেরার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। বলেন, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবাসের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রীর এও অভিযোগ, যাদের ঘর ভেঙে পড়েছে তাদের নাম ছিল তালিকায়। কিন্তু কেন্দ্র না বাড়ির টাকা দিচ্ছে, না রাস্তার। পাহাড়ের উন্নয়নেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কোনও ভূমিকা নেই বলে দাবি মমতার। তবে রাজ্য সরকার পাহাড়ের উন্নয়নে সদা তৎপর বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ভোটের সময়ে কোনও রাজনৈতিক দল অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করতেই পারে। তাদের যেন কেউ ক্ষমা না করে। মমতার পরামর্শ, কেউ কোনও উস্কানি বা প্ররোচনায় পা দেবেন না। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানালেন, এই এলাকায় প্রায় ১০ লাখ চা শ্রমিক রয়েছেন। যাঁরা প্রায় ৫ বিঘা জমি নিয়ে চা চাষ করেন। কোনও সংস্থার চা বাগান নয়, এখানে চা শ্রমিকরা নিজেরাই ছোট ছোট জায়গায় চা চাষ করেন।

এক একটি বড় চা বাগানের আয়তন যেখানে ২৫০-৫০০ একর পর্যন্ত হয়, সেখানে এদের চা চাষের জমি মাত্র ৫ বিঘা। চা শ্রমিকরা এখানে নিজেরাই চাষ করেন, তারপর চা পাতা প্রস্তুতকারক কারখানাগুলি তাঁদের থেকে সেগুলি কিনে নেয়। এভাবেই তাঁদের সংসার চলত। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় ২০১৫ সাল থেকে। হঠাৎ করে কার্যত বেকার হয়ে পড়েছিলেন এখানকার চা শ্রমিকরা। বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, "২০১৫ সালে একটি নির্দেশিকা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের টি বোর্ড। সেখানে বলা হয়েছিল, এখানে কিছু পোকামাকড় রয়েছে, যার জন্য এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। পরে আমরা খবর নিয়ে জানতে পারি, এদের কোনও সময় দেওয়া হয়নি। কী পোকা, সেটাও বিস্তারিত জানানো হয়নি।" আর এই বিষয়টি নিয়েই আপত্তি মমতার। মমতার যুক্তি, কারও ঘরে সাপ ঢুকতেই পারে। কিন্তু সেই সাপটি কেউটে, না গোখরো, না কালাচ, নাকি জলঢোঁড়া, সেটাও জানা দরকার। বললেন, "এদের জানতেই দেওয়া হয়নি, আসলে কী ঘটনা। এর ফলে ১০ লাখ চা শ্রমিকের সবটাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তাঁরা বেকার হয়ে গিয়েছে।" মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। তাঁদের অনুরোধ করেন, যাতে আপাতত কাজ চালিয়ে যান তাঁরা। একইসঙ্গে তাঁদের আশ্বাস দিলেন, "কেন এই সমস্যা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আমরা ভোটের পর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে রিসার্চ করে দেখব।"

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ডেডলাইন বেঁধে দিলেন বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিল আদালত। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে রাজ্যের মুখ্যসচিব যদি জবাব না দেয় তাহলে আদালত তাঁকে সশরীরে ডাকতে বাধ্য হবে জানালেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ডিভিশন বেঞ্চ। নিয়োগ মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ শিক্ষা দফতরের প্রাক্তন একাধিক পদস্থ কর্তা জেলে রয়েছেন। শিক্ষা দফতরের বেশ কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধেও বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে গত শুনানিতে অভিযুক্ত সরকারি কর্মীদের গ্রেফতারির বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তর ডিভিশন বেঞ্চ। সিবিআইয়ে অভিযোগ, এ ব্যাপারে রাজ্য কোনও সহযোগিতা করছে না। এতেই ক্ষুব্ধ বিচারপতি এদিন দুপুরে সরকারি আইনজীবীর কাছে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন। এও জানিয়েছিলেন, আইনজীবীর জবাবে সন্তুষ্ট না হলে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠাবেন। সরকারি আইনজীবী অনির্বাণ রায় আদালতকে জানান, মুখ্যসচিব ভোটের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার জন্য দেরি হচ্ছে। এরপরই বিচারপতি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। দেড় বছর হয়ে গেল, একটা অনুমতি দেওয়ার সময় পেলেন না? এখন নির্বাচনের অজুহাত দিচ্ছেন? এরপরই এ ব্যাপারে মঙ্গলবারের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট জমা না দেওয়া হলে মুখ্যসচিবকে সশরীরে এজলাসে হাজিরার হুঁশিয়ারিও দেন বিচারপতি। নিয়োগ মামলায় এর আগে সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করে দ্রুত শুনানির প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তের গতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি। এ ব্যাপারে সিবিআইয়ের তরফে আদালতে কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটি এফ আই আর করার অনুমতি দিয়েছিলেন। রাজ্যের আর এক বিধায়কের ক্ষেত্রেও একটি এফআইআরের অনুমতি দিলেও বাকিদের ক্ষেত্রে অনুমতি চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি দিলেও তার উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারেই রাজ্যের জবাব চেয়েছিলেন বিচারপতি।

৩৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ইতি

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিলঃ রাজ্যসভা থেকে অবসর নিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তিনি 'হিরো' হয়ে থাকবেন বলে উল্লেখ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এক্স মাধ্যমে কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, 'একটা যুগের অবসান হল।' খাড়গে বলেছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মধ্যবিত্ত মানুষ ও যুব সম্প্রদায়ের কাছে হিরো হয়ে থাকবেন। কংগ্রেস নেতা আরও লিখেছেন, 'রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও আশা করি ভবিষ্যতেও আপনি দেশের মানুষের সম্পর্কে কথা বলবেন।' আজ, বুধবার শেষ হয় মনমোহন সিং-এর রাজ্যসভার সাংসদ পদের মেয়াদ। এদিনই তাঁর ৩৩ বছরের রাজনৈতিক পথ চলা শেষ হয়। মনমোহন সিং-এর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে খাড়গে লিখেছেন, 'খুব কম নেতাই দেশ সেবার ক্ষেত্রে আপনার থেকে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন।' মনমোহন সিং-কে 'মধ্যবিত্তের হিরো' বলে উল্লেখ করে খাড়গে লিখেছেন, 'বহু মানুষ আপনার তৈরি আর্থিক নীতির হাত ধরে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন।'

পর্ষদের ভূমিকায় বিরক্ত বিচারপতি

'মামলার পর মামলা হচ্ছে, শুধু যোগ্যরা চাকরি পাচ্ছেন না',

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ একের পর এক মামলা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি হচ্ছে না। এমনটাই বললেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আর এই পরিস্থিতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকেই দায়ী করলেন বিচারপতি। কোন জেলায় প্রাথমিকের কত ফাঁকা পদ রয়েছে, সেই তালিকা আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে পর্ষদকে। পর্ষদের অসহযোগিতায় এদিন চরম বিরক্তি প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে হবে। একইসঙ্গে জানাতে হবে রাজ্যের বর্তমান শিক্ষকের সংখ্যা কত। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, এই তালিকায় কোনও সুপার নিউমেরারি পোস্টের উল্লেখ করা যাবে না। বোর্ডের ওই রিপোর্ট পাওয়ার পরই আদালত তার পরবর্তী নির্দেশ দেবে। আদালতের স্পষ্ট অবস্থান, মামলার জন্য যে সব যোগ্য প্রার্থীর নিয়োগ আটকে আছে, তাদের নিয়োগ আর কোনওভাবে আটকে রাখা যাবে না। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি মান্থা বলেন, "দিনের পর দিন মামলা চলছে, আর এই মামলার মধ্যে প্রকৃত যোগ্যরা নিয়োগ পাচ্ছেন না। তাঁদের নিয়োগ আটকে রাখা হচ্ছে।" তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে আরও বলেন, "চাকরিতে প্রকৃত যোগ্যরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন এবং এই মামলার গেরোয় তাঁদের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে।" ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষার উর্দুর প্রশ্নে ভুল ছিল বলে অভিযোগ। সেই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি করতে গিয়েই এমন মন্তব্য করেছেন বিচারপতি মান্থা। আদালত চায়, পর্ষদ এই নিয়োগ নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক। তাঁদের অসহযোগিতাতেই নতুন নিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে মনে করছে হাইকোর্ট।

নেতাদের কড়া নির্দেশ অভিষেকের

অনুব্রত জেলায় নেই, বীরভূমের ফলে যেন প্রভাব না পড়ে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ এপ্রিলঃ অনুব্রত না থাকলেও বীরভূমের দুটি আসনেই তৃণমূলের জয়ের মার্জিন বাড়বে বলে দাবি করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তারাপীঠের একটি বেসরকারি হোটেলে দলের বৈঠক করেন অভিষেক। তারপরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "এবার বীরভূম ও বোলপুর, দুটি আসনেই ভাল ফল করবে তৃণমূল। দুটি আসনেই বাড়বে জয়ের মার্জিন।" জানা গেছে দলের বৈঠকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক। পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকায় ফলে কোনও নেতিবাচক প্রভাব যাতে না পড়ে তার জন্য সতর্ক থাকতে বলেছেন দলের নেতাদের। ব্লক স্তরে ভোটের ফল খারাপ হলে, নেতাদের পদ ছাড়তে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। অনুব্রতহীন বীরভূমে এবার লড়াই তৃণমূলের। বীরভূম জেলায় তৃণমূল সভাপতি ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর এক হাঁকে চড়াম চড়াম ঢাক বাজত, গুড়-বাতাসায় ভোটের লুঠ হত। সব মিলিয়ে তাঁর উপস্থিতি যেন বাড়তি মনোবল দিত কর্মী সমর্থকদের। সেই তিনিই গরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে এখন তিহার জেলে। তবে তাঁর হম্বিতম্বি এখনও গল্প কথা হয়েই রয়ে গেছে গোটা বীরভূমে। অনুব্রতহীন বীরভূমে ভোটের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে বুধবার তারাপীঠের একটি বেসরকারি হোটেলে দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় , ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরের মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন প্রায় ১৯৩ জন কর্মীও। বৈঠক শেষে অভিষেক বলেন, "বিজেপিতে যেতে রাজি হননি বলেই জেলে যেতে হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে।" ২০১৩ ও ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় দাপিয়ে বেরিয়েছেন অনুব্রত। প্রায় একার দাপটেই বীরভূমে বিরোধীদের 'ক্লিন বোল্ড' করেছেন। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটেও কেষ্টবিহীন বীরভূমে তৃণমূল ম্যাজিক বজায় ছিল। বীরভূম জেলা পরিষদের ৫২টি আসনের মধ্যে ৫১টিতেই ফোটে ঘাসফুল। তিহাড়ে বসেই সেই জয়ের খবর শোনেন কেষ্ট মণ্ডল। লোকসভা ভোটে জেলে থাকতে হলেও সেখানে বসেই তিনি জেলা জয়েরই খবর শুনবেন বলেই মনে করছেন বীরভূমের তৃণমূল নেতারা। সেনাপতি সেই প্রস্তুতির বার্তাই দিয়ে গেছেন তাঁদের।

দাড়িভিট মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ

দ্রুত এনআইএ-এর হাতে তুলে দিতে হবে সমস্ত তথ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ দাড়িভিট মামলায় কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নয়। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ অযৌক্তিক বলে মনে করছেন না কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ কার্যকর করতে হবে রাজ্যকে। এমনটাই বললেন প্রধান বিচারপতি। হাইকোর্টের নির্দেশ, সিআইডি-কে দ্রুত যাবতীয় তথ্য এনআইএ-র হাতে তুলে দিতে হবে। পাশাপাশি আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। এর আগে এই দাড়িভিট মামলায় রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। এনআইএ-কে কেন কোনও তথ্য দেওয়া হল না, তা নিয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন তথ্য হস্তান্তর করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলে রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও ডিআইজি সিআইডির বিরুদ্ধে রুল জারি করেছিল হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিল রাজ্য। সেই মামলাতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে পুলিশের গুলিতে দুই যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশ দেওয়ার পর কয়েক মাস কেটে গেলেও কেন এতদিনেও সেই নথি এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হল না, সেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। অভিযোগ, এই ঘটনায় নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও পালন করেনি রাজ্য সরকার। গত বছরের মে মাসে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

পঞ্চায়েত ভোটে বিধানসভা ধরে ধরে হিংসার তথ্য চাইল নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ চব্বিশের লোকসভা ভোট যথাসম্ভব রাজনৈতিক হিংসামুক্ত রাখতে বেনজির পদক্ষেপ করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া গেল বুধবার। চিফ ইলেক্টোরাল অফিস তথা সিইও দফতর থেকে সব জেলাগুলিকে এদিন নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটে বিধানসভা আসন ধরে ধরে যেখানে যত হিংসার ঘটনা ঘটেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত পরিসংখ্যান ও তথ্য পাঠাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। তেইশের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কলকাতা হাইকোর্টে বারবার প্রশ্ন উঠেছিল। ভোটের দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যালট লুঠের ঘটনা ঘটেছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় মানুষ ভোট দিতে পারেনি। কমিশন এদিন জেলা নির্বাচন অফিসারদের পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছে, কোন কোন বুথে ভোট গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা সে ব্যালট লুঠের জন্য হোক বা পেশীশক্তি প্রয়োগের কারণে, সেই সব বুথের বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে কমিশনকে। কমিশন জেলা নির্বাচন অফিসারদের আরও জানিয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটে জাতীয় দলের পোলিং এজেন্ট যে যে বুথে ছিল না বা তাঁদের থাকতে দেওয়া হয়নি, এমন সব বুথের তালিকাও দিতে হবে।

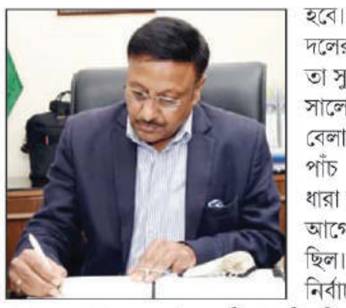

পর্যবেক্ষকদের মতে, এর অর্থ স্পষ্ট। ইলেকশন কমিশন ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করছে। এই নির্দেশের পর ধরে নেওয়া যেতে পারে, পঞ্চায়েত ভোটে যে সব এলাকায় অধিকতর হিংসার ঘটনা ঘটেছিল সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন বেশি হবে। ওই সব বুথে সব রাজনৈতিক দলের এজেন্ট যাতে থাকতে পারেন তা সুনিশ্চিত করবে কমিশন। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাংলায় বেলাগাম সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছিল। পাঁচ বছর ২০২৩ সালেও হিংসার ধারা অব্যাহত থাকে। তবে তা বহরে আগের পঞ্চায়েতের তুলনায় কম ছিল। আঠারো সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের তুলনায় অনেক কম আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিল শাসক দল। তা ছাড়া বাম ও বিজেপি আগের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি প্রার্থী দিতে সফল হয়েছিল। তৃণমূলের মধ্যে এমনিতেই শঙ্কা ছিল যে এহেন ভোটের দষ্টান্ত সামনে রেখে ২০২৪ লোকসভা ভোটে কড়াকড়ি করতে পারে কমিশন। সম্ভবত সেই কারণেই হিংসায় রাশ টানার একটা চেষ্টা কেন্দ্রীয় ভাবে তৃণমূলের তরফে হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে কখনও কেন্দ্রীয় ভাবে নিচের তলার উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয়। এবার তারই খেসারত দিতে হতে পারে লোকসভা ভোটে।

'ভোটের আগে খুন করলেও কি গ্রেফতার করা যাবে না?' কেজরীর মামলায় আদালতে সওয়াল ইডি-র

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিলঃ গ্রেফতারির বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। বুধবার ছিল সেই মামলার শুনানি। শুনানিতে ইডি-র পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী এসভি রাজু। কড়া ভাষায় এদিন সওয়াল করেন তিনি। বারবার যখন প্রশ্ন উঠছে যে ভোটের মুখেই কেন কেজরীবালকে গ্রেফতার করা হল? তখন ইডি-র আইনজীবী আদালতে বলেন, "আমরা অপরাধ করব, অথচ ভোট আছে বলে, আমাদের গ্রেফতার করা হবে না, এ কথা বলার কোনও অধিকার নেই একজন বিচারাধীন বন্দির।" তাঁর কথায়, "একজন অপরাধীকে গ্রেফতার করে জেলে রাখা হবে, এটাই স্বাভাবিক।" কেজরীবালের পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে বলেছিলেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করার প্রধান কারণ হল তাঁকে হেনস্থা করা। কারণ বিজেপিকে একমাত্রই আম আদমি পার্টিই চ্যালেঞ্জ করতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। আপ-কে ভেঙে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। ইডি-র কাছে কোনও প্রমাণ নেই বলেই দাবি

করেছেন তিনি। এদিন ইডি-র তরফে আইনজীবী আরও বলেন, "ধরা যাক, একজন রাজনৈতিক নেতা ভোটের আগে খুন করেছেন। তাঁকে কি গ্রেফতার করা হবে না? তাঁর গ্রেফতারিতে কি ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে? আপনি কি খুন করার পর বলবেন যে, আমাকে গ্রেফতার করা যাবে না?" ইডি আরও উল্লেখ করেছে যে, আর্থিক দুর্নীতির সূত্র পাওয়া গিয়েছে কেজরীবালের মামলায়। অভিযুক্তদের বয়ানের ওপর ভিত্তি করেই যে কেজরীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সে কথা আদালতে উল্লেখ করেছে ইডি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরীবালকে। আদালত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। গত সোমবারই তিহাড় জেলে পাঠানো হয় তাঁকে। বুধবার শুনানি শেষে মামলায় স্থগিত রাখা হয়েছে।

'বুঝতেই তো পারছেন, কে', এতদিনে কার দিকে ইঙ্গিত শেখ শাহজাহানের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিলঃ শেখ শাহজাহান-সন্দেশখালির এই ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে ক্রমেই জোরাল হচ্ছে রহস্য। সূত্রের খবর, গ্রেফতারির পর এই শাহজাহানের পেট থেকে কথা বার করতে বেশ এক প্রকার বেগ পেতে হচ্ছিল তদন্তকারীদের। এবার ধীরে ধীরে শেখ শাহজাহান মুখ খুলছেন। বুধবার আদালতে পেশের আগের জোকা ইএসআই হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ইডি। হাসপাতালে ঢোকার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শাহজাহান। শাহজাহানকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, সব মিথ্যা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ফের তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কারা করছে ষড়যন্ত্র? শাহজাহানের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'বুঝতেই পারছেন' এদিন বারবার একটি কথাই বলতে শোনা যাচ্ছিল শেখ শাহজাহানকে। তিনি বারবার দাবি করছিলেন, সব মিথ্যা। ইএসআই হাসপাতাল থেকে শারীরিক পরীক্ষার পর বেরিয়ে আসার সময়ে ফের শেখ শাহজাহানকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'জেলিয়াখালির শরিফুল মোল্লাকে চিনতেন? কেনো শরিফুলের অ্যাকাউন্টে টাকা

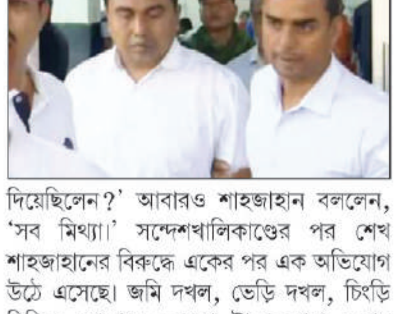

দিয়েছিলেন?' আবারও শাহজাহান বললেন, 'সব মিথ্যা।' সন্দেশখালিকাণ্ডের পর শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। জমি দখল, ভেড়ি দখল, চিংড়ি বিক্রির আড়ালে কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে ওঠে মাদক পাচারের অভিযোগও। ২০২২ সালে উত্তর ২৪ পরগনায় ড্রাগ পাচার নিয়ে ভয়ঙ্কর অভিযোগ তোলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সেসময়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি নেতৃত্বের তরফে দাবি করা হয়েছিল, কলকাতা বন্দরে আটক হওয়া ২০০ কোটি টাকার হেরোইন কারবারের সঙ্গে জড়িত তৃণমূলের দুই দাপুটে নেতা। বলা হয়েছিল, প্রায় ৪০ কেজি হেরোইন শরিফুল এন্টারপ্রাইজের নামে কলকাতা বন্দরে এসেছিল। সে সময়েই উঠে এসেছিল সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি শেখ শাহজাহান ও সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি শিবু হাজরার নাম। সে সময়ে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি জলঘোলা হয়নি। এবার শাহজাহান গ্রেফতার হওয়ার পর নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই মামলা।

অবাধ ও নিরাপদ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে কাজ করছে নিরাপত্তা বাহিনীঃপি সু ন্দররাজ

রায়পুর, ৩ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং বিজাপুরে মাওবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে এনকাউন্টার সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন আইজি বস্তার রেঞ্জ পি সুন্দররাজ। তিনি বলেছেন, অবাধ ও নিরাপদ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে কাজ করছে নিরাপত্তা বাহিনী। বুধবার পি সুন্দররাজ বলেছেন, অবাধ এবং নিরাপদ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে ডিআরজি, কোবরা, বস্তার বাহিনী, সিআরপিএফ, বিএসএফ ও আইটিবিপি নিরন্তর কাজ করছে। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অতিরিক্ত ফোর্স বরাদ্দ করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার সীমান্ত এলাকার সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করা হচ্ছে।ছত্তিশগ।রে বিজাপুরে উদ্ধার হয়েছে আরও ৩ মাওবাদীর দেহ, সবমিলিয়ে বুধবার সকাল পর্যন্ত নিহত মাওবাদীর সংখ্যা বে।হয়েছে ১৩। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকালে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আরও ৩ মাওবাদীর দেহ, সবমিলিয়ে ১৩ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে এনকাউন্টারে। আইজি বস্তার রেঞ্জ পি সুন্দররাজ বলেছেন, নিহত ১৩ মাওবাদীর মধ্যে ৩ জন মহিলা মাওবাদী রয়েছে।

স্ত্রী বিধায়ক বলে স্বামী চাকরি করবে না?' ভোটের আগে লাভলির বরের বদলিতে ফুঁসে উঠলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল বিধায়ক তথা অভিনেত্রী লাভলি মৈত্রের স্বামীর বদলি। কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ পশ্চিম ডিভিশনের ডিসিপি পদে কর্মরত ছিলেন লাভলির স্বামী সৌম্য রায় (DCP South Soumya Roy)। ভোটের ঠিক মুখে তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। সৌম্যকে অ-নির্বাচনী কোনও পদে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এবার এই নিয়ে ক্ষোভ উগ।ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। তাঁর স্বামীকে এভাবে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে পূর্ব পরিকল্পিত বলেই ব্যাখ্যা করছেন লাভলী। তবে স্বামীকে যতবার সরানো হবে, তৃণমূল ততবার জিতবে এমন গর্জনও শোনা গেল তৃণমূলের তারকা বিধায়কের গলায়। লাভলীর বক্তব্য, ' কমিশন, ইডি, সিবিআই সবটাই বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলে। আগে বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও সরিয়েছে (স্বামীকে)। এখন আবার লোকসভা নির্বাচনে সরাল। যতবার সরাবে, আমরা ততবার জিতব।মঙ্গলবারই নির্বাচন কমিশন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ডিসিপি সাউথ-ওয়েস্ট আইপিএস সৌম্য রায়কে বদলির জন্য। নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন কোনও পদে তাঁকে দায়িত্বে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের থেকে এই নির্দেশ আসার পরই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার প্রশ্ন, ' বিধায়ক হলে তাঁর স্বামী অফিসার থাকতে পারবেন না? এটা কোনও খাতায় লেখা আছে?'মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পর এবার কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা করে গর্জে উঠলেন সোনারপুর দক্ষিণের তারকা বিধায়ক। গোটা বিষয়টি পূর্ব পরিকল্পিত বলেই মন্তব্য করছেন তিনি। উল্লেখ্য, এর আগে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও লাভলীর স্বামী সৌম্য রায়কে সরানো হয়েছিল। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লাভলী বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, স্বামীর বদলি হয়ে গেলেও ভোট ময়দানে তৃণমূলের রেজাল্টে কোনও প্রভাব ফেলা যাবে না।

কংগ্রেস তোষণে এতটাই নিমগ্ন যে জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবতেই পারে নাঃপ্রধানমন্ত্রী

রুদ্রপুর, ৩ এপ্রিল ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আবারও তোষণের রাজনীতির অভিযোগ আনলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলাবার উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস তোষণে এতটাই নিমগ্ন যে জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবতেই পারে না। এই কংগ্রেসই অনুপ্রবেশকারীদের উৎসাহিত করে। কিন্তু বিজেপি যখন সিএএ-র মাধ্যমে মা ভারতীতে বিশ্বাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করে, তখন কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় প্রধানমন্ত্রীর কথায়, জরুরী ব্যবস্থার মানসিকতা সম্পন্ন কংগ্রেসের গণতন্ত্রে আর বিশ্বাস নেই। ভারতকে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যেতে চায় কংগ্রেস।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দুর্নীতি প্রতিটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের অধিকার কেড়ে নেয়, কিন্তু আমি কাউকে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। আমি বলি- দুর্নীতি দূর করুন। আর তাঁরা বলছেন- দুর্নীতিবাজদের বাঁচান। কিন্তু তাঁদের ভয় পায় না মোদী । প্রত্যেক দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং তৃতীয় মেয়াদের শুরুতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও জোরালো আক্রমণ হবে।

দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জোট আইএনডিআই, দেশ লুট ছাড়া তাঁদের কোনও লক্ষ্য নেইঃঅমিত শাহ

বেঙ্গালুরু, ৩ এপ্রিল ঃ দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জোট আইএনডিআই, দেশ লুট ছাড়া তাঁদের আর কোনও লক্ষ্য ও মিশন নেই। কটাক্ষের সুরে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, ২৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে, প্রধানমন্ত্রী মোদী অত্যন্ত নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে দেশের সেবা করে চলেছেন। মঙ্গলবার কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তিনি বলেছেন, একদিকে আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দুর্দান্ত এবং শক্তিশালী নেতৃত্বে নির্বাচনে লড়ছি। অন্যদিকে, 'পরিবর্তবাদী' এবং দুর্নীতিবাজ আইএনডিআই জোট যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি সমগ্র দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ রাজ্য পরিদর্শন করেছি, এবং যেখানেই গিয়েছি, আমি মানুষজনকে বলতে শুনেছি 'মোদী, মোদী, মোদী'।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীজি ২৩ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। এই ২৩ বছরে বিরোধীরা মোদীজির বিরুদ্ধে ২৩ পয়সাও দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেনি। মোদীজি স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে উদাহরণ তৈরি করেছেন। অমিত শাহ আরও বলেছেন, আগের দু'টি নির্বাচনের সময় আমি কর্ণাটকের জনগণকে তাঁদের ভালবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। ২০১৪ সালে, বিজেপি কর্ণাটকে ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৭টি আসন জিতেছিল। ২০১৯ সালে বিজেপি কর্ণাটকে ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৫টি আসন জিতেছে। এইবার, আমি কর্ণাটকের জনগণকে কর্ণাটকের সমস্ত ২৮টি আসন দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করার জন্য অনুরোধ করছি।

তাইওয়ানে ভূমিকম্পে মৃত্যু ৮ জনের, ২৫ বছরের শক্তিশালী কম্পনে ভাঙল ঘর-বাড়ি

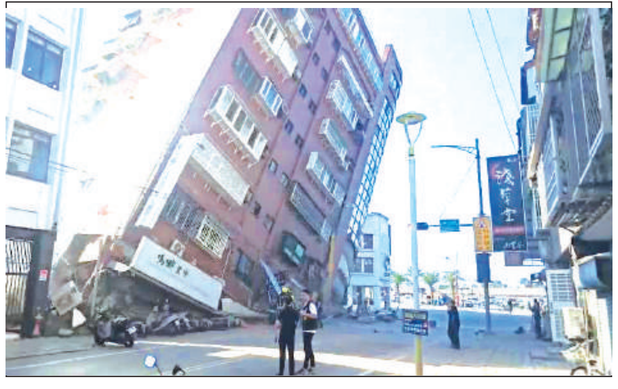

তাইপেই, ৩ এপ্রিল ঃ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তাইওয়ানের পূর্ব উপকূল। বিগত ২৫ বছরের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী ভূমিকম্প! বুধবার এমনই ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তাইওয়ান। দ্বীপরাষ্ট্রটির হুয়ালিয়েন দ্বীপে মূলত কম্পন অনুভূত হয়। কিন্তু তা রাজধানী তাইপেই-সহ ফিলিপিন্স ও জাপান অবধিও ছড়িয়ে পড়ে। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ৭.২ মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। এই ভূমিকম্পে হুয়ালিয়েন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক বহুতল ও ঘরবাড়ি। এখনও অবধি ৪ জনের মৃত্যু ও ৬০-এরও বেশি মানুষের আহত হওয়ার খবর মিলেছে।৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছে অনেক ঘর-বাড়ি, ভূমিকম্পের উৎসস্থলের কাছেই ভেঙে পড়েছে দু'টি বহুতল। প্রবল কম্পনের ফলে এক দিকে হেলে পড়েছে একাধিক ইমারত। বুধবার তাইওয়ানের দমকল বিভাগ জানিয়েছে, ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের এবং ৬০-এর বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৫, পরে জানানো হয় রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭.২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ কেঁপে ওঠে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেই এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। তাইওয়ানে ভূমিকম্পের পরই জাপান ও ফিলিপিন্সে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়।তাইপেই আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, তাইওয়ানে এই ভূমিকম্প '২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী'। ৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে পূর্ব তাইওয়ানের হুয়ালিয়েন কাউন্টির, হুয়ালিয়েন শহরের বেইবিন স্ট্রিটে অনেক ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়েছে। আতঙ্কে ও ভয়ে দিশাহারা মানুষজন।

ভোটপ্রচারে স্কুলের শিক্ষিকাকে গুরুদক্ষিণা প্রার্থী সায়নী ঘোষের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কড়া রোদেও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন সায়নী ঘোষ (Saayoni Ghosh)। কখনও রোড শো করছেন, আবার কখনও জনসভায় বক্তব্য রাখছেন। নিজের দল তৃণমূলের হয়ে চাইছেন ভোট। তবে সেই প্রচার সায়নীকে মিলিয়ে দিল ছোটবেলার স্মৃতির সঙ্গে ।পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার কার্যের শেষে জনসভা করছিলেন তৃণমূল প্রার্থী । আচমকাই সভার ভিড়ে দেখতে পান পরিচিত এক মুখ । এতটুকু বুঝতে তাঁর সময় লাগেনি, তিনি আসলে তাঁর ছোটবেলার স্কুল শিক্ষিকা মৌসুমী চক্রবর্তী। পুরনো স্কুল শিক্ষিকাকে দেখতে পেয়ে আপ্লুত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে যান সায়নী। যেন এক লহমায় সায়নী ফিরে গিয়েছেন ফেলে আসা স্কুলের দিনে । শিক্ষিকাকে হাত ধরে স্টেজে তুলে নিয়ে যান সায়নী । এরপর সংবর্ধনা প্রদানের মাধ্যমে দিলেন গুরুদক্ষিণা।এদিন, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়িকা অরুন্ধতী মৈত্র এবং অন্যান্য পৌরপ্রতিনিধিগণ। এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী রইল রাজপুর-সোনারপুরের বাসিন্দারা। দিনকয়েক আগেই সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতে সৌহার্দ্যের পরিচয় দিয়েছেন সায়নী।ভোটের প্রচার চলছে জোরকদমে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ভোটের প্রচারে উত্তাল বাংলা। সকাল হোক বা তপ্ত দুপুর কিংবা বিকেল অবিরাম চলছে প্রচারনামা। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষও মিস করছেন না একটি দিনও। রোজই তিনি পা মেলাচ্ছেন কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে। মিশে যাচ্ছেন সাধারণের ভিড়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা পান থেকে মোমো বানানো, সায়নীর প্রত্যেক মুহূর্তের দিকে নজর রাখছে সামাজিক মাধ্যম। দিনকয়েক আগে ভাঙরে প্রচারে গিয়ে সন্ধেবেলায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে টক জল সহযোগে ফুচকাও খেয়েছেন অভিনেত্রী তথা যুব তৃণমূল নেত্রী।

বৌবাজারে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় পদক্ষেপ পুরসভার, ২ ইঞ্জিনিয়রকে শো-কজ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বৌবাজারে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় দুই ইঞ্জিনিয়রকে শো-কজ করল কলকাতা পুরসভা । একইসঙ্গে পাশের বাড়ির মালিককেও নোটিস দেওয়া হয়েছে । নোটিসে বলা হয়েছে, আপাতত বাড়ি ভাঙার কাজ স্থগিত রাখতে হবে । ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা । উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বউবাজারে একটি পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে । পাশের বাড়িতে প্রোমোটিংয়ের কাজের জন্য তাঁদের এত বড় ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি বাড়ির বাসিন্দাদের ।মঙ্গলবার রাতেই পুরসভার তরফে পাশের বাড়ির মালিককে নোটিস পাঠানো হয় । অন্যদিকে,পাশের বাড়ির প্রোমোটিংয়ের লাইসেন্স বিল্ডিং সার্ভেয়ার (এলএসবি) এবং এমপ্যানেল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে (ইএসই) শোকজ করা হয় । পুরসভা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বাড়ি ভাঙার কাজ স্থগিত রাখতে হবে । প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সন্তোষজনক চিঠি পেলে, তবেই কাজ শুরু হবে । পুরসভার তরফে বলা হয়েছে, প্রোমোটিংয়ের কাজের জন্য প্রতিবেশী ও পথচারীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বৌবাজারের রামকানাই অধিকারী লেনের একটি পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে । বাড়ির বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিয়ম না মেনে পাশের বাড়ির প্রোমোটারির কাজ চলছিল । তার জেরেই এই দুর্ঘটনা । তাঁদের অভিযোগ, কাজ চলাকালীনই বাড়ির দেওয়ালে আঘাত করেন মিস্ত্রিরা । তারপরই ভেঙে পড়ে দেওয়ালটি, এমনটাই মনে করা হচ্ছে ।

মেয়ের নামে সংস্থা খুলে চিংড়ি রপ্তানির ব্যবসা,লাগামছাড়া দুর্নীতি! হদিশ পেল ইডি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রেশন দুর্নীতির পাশাপাশি শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে এবার মাছের আমদানি-রফতানি ব্যবসাতেও দুর্নীতির সন্ধান পেলেন ইডির গোয়েন্দারা। তাঁরা জানিয়েছেন, ১১ বছরে শেখ শাহজাহানের ১৩৭ কোটি টাকার লেনদেনের হদিশ পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। যে পথে শাহজাহান সন্দেশখালিতে জমি ও ভেড়ি দখলের বিপুল কালো টাকা সাদা করেছিল, তার হদিশ চালাচ্ছেন ইডির গোয়েন্দারা।শাহজাহানের সংস্থার নাম ' শেখ সাবিনা ফিশ সাপ্লাই ওনলি'। তার মেয়ে সাবিনার নামে এই সংস্থা খুলেছিল শাহজাহান। ওই সংস্থার দুই কর্মকর্তার নামও উঠে এসেছে ইডির তদন্তে। তাঁদের ইতিমধ্যেই ইডি জেরা করেছে। সেই তদন্তের পরই ইডির দাবি, ২০১২ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শাহজাহানের সঙ্গে সংস্থাটির দু' দফায় ১০৪ কোটি ও ৩৩ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। মোট লেনদেনের পরিমাণ ১৩৭ কোটি। এ ছাড়াও ২০২১ ও ২২ সালে আরও ৩১ কোটি ২০ লাখ টাকার লেনদেনের হদিশও মিলেছে। ভেড়ি ও জমি দখল করে নিজেদের লোকেদের দিয়ে মাছ ও চিংড়ি চাষ করাত শাহজাহান। এর পর সে বাধ্য করত সেই চিংড়ি নিজের মেয়ের সংস্থা তথা আড়তের মাধ্যমে বিক্রি করতে। সেই যাবতীয় চিংড়ি শাহজাহান ফের বিক্রি করত ওই সংস্থাটিকে। ওই সংস্থার কর্তারা ইডিকে জানান, এই চিংড়ি কেনাবেচার জন্য শাহজাহান তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করত। নিজের প্রভাবও খাটাত। এই বিপুল টাকার লেনদেনের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হয়েছিল কি না, ইডির গোয়েন্দারা সেই তথ্য জানার চেষ্টা করছে।শাহজাহানের সংস্থা ও তাঁর সহযোগী সংস্থাটির দুই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাটকে তলব করে জেরা করেছে ইডি। সোমবার ইডিশেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তারির পর নিজেদের হেফাজতে নেয়। মঙ্গলবার শাহজাহানের এক সহযোগী মইদুল মোল্লাকে তলব করে ইডি আধিকারিকরা দু'জনকে মুখোমুখি জেরাও করেন। মইদুল দাবি করেছিলন যে, শাহজাহান বৈঠক করে চিংড়ি ব্যবসায়ীদের ' দিয়েছিল, যাবতীয় চিংড়ি তার মেয়ের আড়তে বিক্রি করতে। সেই তথ্য যাচাই করতে ইডি দু'জনকে জেরা করে।মধ্য কলকাতার বউবাজার থানা এলাকায় রয়েছে ওই সংস্থাটির অফিস। সংস্থাটি বহু বছর আগে গাড়ির যন্ত্রাংশের ব্যবসা করত। ক্রমে চিংড়ি রপ্তানির ব্যবসা শুরু করার পর সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় শাহজাহানের। ইডি জেনেছে, গত কয়েক বছরে চিংড়ি রপ্তানিতে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করে সংস্থাটি। এমনকী, এর জন্য সংস্থাটিকে পুরস্কৃতও করা হয়। ইডির দাবি, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণের জন্য ওই সংস্থাটির চারটি কারখানা রয়েছে। সেখানে চিংড়ির মাথা ও অংশ বাদ দিয়ে সেগুলিকে বরফজাত করা হয়। এর মধ্যে অন্তত দু'টি কারখানা শেখ শাহজাহানই তৈরি করে। সেগুলি বউবাজারের ওই সংস্থাটিকে ব্যবহার করতে দেয় শাহজাহান। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও তা বিদেশে রপ্তানি করেও ভেড়ি ও জমি দখলের বিপুল পরিমাণ কালো টাকা শাহজাহান সাদা করেছে, এমনই দাবি ইডি। ইডি জেনেছে, সম্প্রতি মান খারাপ হওয়ার কারণে বিদেশে রপ্তানি হওয়া বেশ কিছু চিংড়ি বাতিল হয়ে দেশে ফিরে আসে। সেই চিংড়ি বিভিন্ন উপায়ে শাহজাহান নিজের প্রভাব খাটিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে। এই তথ্য যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ইডি।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি স্কোয়াড এখন ম্যানসিটি

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ বিশ্বের সবচেয়ে দামি স্কোয়াড মূল্যের তালিকার শীর্ষে ছিল রিয়াল, বার্সা, ম্যানইউ, এখন আর এই তিন ক্লাবের কোনটিই সবচেয়ে দামি স্কোয়াডের তালিকায় নেই।মঙ্গলবার ফুটবল বিষয়ক সাইট ট্রান্সফারমার্কেট একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে তারা দেখিয়েছে, বর্তমানে ইউরোপের সবচেয়ে দামি দশ ক্লাবের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আরেক ইংলিশ ক্লাব আর্সেনাল।গত মরসুমে ট্রেবল জেতা ম্যানচেস্টার সিটির বর্তমান স্কোয়াড মূল্য ১২৭ কোটি ইউরো। ট্রান্সফারমার্কেট জানিয়েছে, গত বারের তুলনায় সিটির স্কোয়াডের মূল্য বে।ছে ০.৬ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের স্কোয়াড মূল্য ১১২ কোটি ইউরো। গত বারের তুলনায় ০.৮ শতাংশ বেড়েছে আর্সেনালের স্কোয়াডের মূল্য।আর ১০৪ কোটি ইউরো মূল্যের দল রিয়াল মাদ্রিদ রয়েছে তালিকায় তৃতীয় স্থানে। দলটির স্কোয়াড মূল্য ০.১ শতাংশ কমেছে। আর রিয়ালের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনায় তালিকায় জায়গা হয়েছে ৮ নম্বরে। বার্সেলোনার স্কোয়াড মূল্য ৮৪ কোটি ইউরো।

বুধবার সংসদীয় জীবনে অবসর নিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং , অবসরে আবেগঘন চিঠি খাড়গের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যসভা থেকে অবসর নিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তাঁকে আবেগঘন চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের অবসরের সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগের অবসান ঘটল।' তিনি সকলের কাছে হিরো হয়েই থাকবেন বলে উল্লেখ করেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।সেই সঙ্গেই এক আবেগঘন চিঠিতে খাড়গের দাবি, ' সকলের কাছেই হিরো হয়ে থাকবেন।' এক্স হ্যান্ডলে চিঠিটি শেয়ারও করেছেন খাড়গে।মনমোহন সিংকে লেখা চিঠিতে মল্লিকার্জুন খাড়গে উল্লেখ করেন, 'সক্রিয় রাজনীতি থেকে আপনি অবসর নিচ্ছেন ঠিকই, তবে আমি আশাবাদী আপনি জ্ঞানের শিখা প্রজ্জ্বলিত করে রাখবেন। দেশের মানুষকে নৈতিকতার যে পাঠ আপনি শিখিয়েছেন তা চিরকাল থেকে যাবে। আপনার সুস্থ, শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করি।'বুধবার, ৩ এপ্রিল ৩৩ বছরের সংসদীয় যাত্রা শেষ করবেন মনমোহন সিং। এ প্রসঙ্গে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'বর্তমানের যে নেতারা আপনার কর্মকাণ্ড নিয়ে কাটাছেঁড়া করেন তাঁরা পক্ষপাতিত্বের জেরে আপনাকে ক্রেডিট দিতে চায় না। আপনার মতো ভক্তি এবং জীবন উৎসর্গ করার মনোভাব নিয়ে আর কেউ রাষ্ট্র চালাতে পারবে না। আপনি দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য যা করেছেন, তা ছোঁয়ার সাধ্যি কারও নেই। মধ্যবিত্ত এবং যুব সম্প্রদায়ের কাছে আপনি সর্বদাই একজন হিরো হয়ে থাকবেন। শিল্পপতি এবং উদ্যোগপতিদের কাছে আপনি অনুপ্রেরণা। গরিব মানুষের কাছে আপনি হিতজন। আপনার নেওয়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণেই দারিদ্রতা ঘুচেছে অসংখ্য মানুষের ঘরে। একাধারে বড় শিল্পপতি, যুব উদ্যোগপতি, ছোট ব্যবসায়ীদের সাহায্য করেছে আপনার অর্থনৈতিক পলিসিগুলি। চাকরিজীবী এবং গরিবদের পাশেও দাঁড়িয়েছেন আপনি। দারিদ্রতা মুছে দেশ তৈরির কারিগর হয়ে উঠতে পারেন গরিব মানুষরাও। এটিও দেখিয়েছে আপনার শাসনকাল। ২৭ কোটি গরিব মানুষকে দারিদ্রতার কবল থেকে বের করে এনেছেন আপনিই। মনমোহন সিং সরকারের আমলেই ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প শুরু হয়েছিল।'মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যে শান্ত স্বভাবের, দৃঢ় মানসিকতার মানুষটিকে দেখা যেত, দেশ তাঁকে মিস করে। এবার সংসদেও আপনাকে মিস করা হবে। আপনার জ্ঞানের সম্ভার এবং অভিজ্ঞতা সর্বদা মনে রাখা হবে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যা এবং বড় বড় ভাষণের রাজনীতির বাজারে আপনার মতো মৃদুভাষী, দৃঢ়চেতা এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বভাবের সাংসদের অভাব বোধ করব আমরা।' স্মৃতিচারণ করে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'নোটবঃিদ নিয়ে সংসদে আপনার ভাষণ আমার মনে পড়ছে। আপনি এই নোটবঃিদর সিদ্ধান্তকে মনুমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ফেলিওর বলে উল্লেখ করেছিলেন। আইনসিদ্ধ সংগঠিত লুট বলেও জানিয়েছিলেন এই নোটবঃিদর সিদ্ধান্তকে। যা পরবর্তীতে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি আক্রমণ না করেও যে সরকারের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করা যায় তা আপনিই দেখিয়েছিলেন। খুব শীঘ্রই দেশের মানুষ আপনার কথাগুলির মর্ম বুঝতে পারবে। আপনার ক্যাবিনেটের সদস্য থাকতে পেরে আমি গর্বিত। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আপনি সর্বদা দলের জন্য সময় বের করেছেন। দল আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।'

বিজেপির দরজা খোলা, না এলে এ বার তিহাড়', বিজেপি আক্রমণ মহুয়ার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিদেশি মুদ্রা আইন বা FEMA-র অধীনে মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। বহিষ্কৃত সাংসদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আর্থিক তছরুপের মামলা দায়ের করেছে ইডি।একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম তুলে ধরে মহুয়ার কটাক্ষ, ' হ্যায় বিজেপি কে দ্বার আ যাও নহি তো অব কে বার- তিহাড় (বিজেপির দরজা খোলা আছে। চলে এস, নইলে এই বার ঠিকানা তিহাড়)।'' এই মুহূর্তে আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল তিহাড় জেলে বন্দি। আবগারি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। কয়েক মাস ধরে মেয়ের সঙ্গে তিহাড় জেলে রয়েছেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলও। মহুয়ার অভিযোগ, এটা বিজেপির প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, যে বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে ' অভিযোগে তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা, যেই তিনি বিজেপিতে যোগ দেন, সেই তদন্তের গতিপ্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে যায়। মহুয়া যে প্রতিবেদনের শিরোনাম এক্স হ্যান্ডল (সাবেক টুইটার) থেকে শেয়ার করেছেন, তাতে বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং তার পর তাঁদের দলবদলের বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে রয়েছে, মোদী সরকারের জমানায় গত ২০১৪ সাল থেকে মোট ২৫ জন এমন বিরোধী নেতা রয়েছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর তাঁরা দলবদল করেছেন। সেই তালিকায় আছেন কংগ্রেসের ১০ নেতা, এনসিপি এবং শিবসেনার চার জন, টিডিপির ২ নেতা, সমাজবাদী পার্টি এবং ওয়াইএসআরসিপি-র এক জন করে নেতা। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর ২৩ জনই দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। এ নিয়েই কটাক্ষ করেছেন মহুয়া।রবিবার মহুয়ার সমর্থনে কৃষ্ণনগরে সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহুয়াকে পাশে নিয়ে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে দিয়ে ভোটের আগে বিরোধীদের হয়রানি করা হচ্ছে। মমতা তাঁর দলের নেতাদের উদ্দেশে এ-ও জানান, ভোটের সময় কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার তলব এলে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেন তাঁরা বলে দেন যে, ভোটের পর দেখা যাবে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং তাঁর বাসভবন এবং অফিসে কেন্দ্রীয় সংস্থার হানা নিয়ে মহুয়া নিজে বলেন, তাঁকে গ্রেফতার করা হলে সেটা হবে ' অফ অনার'। এই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার তৃণমূলের ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এ মামলা দায়ের করেছে ইডি।গত সপ্তাহে মহুয়াকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু মহুয়া জানিয়েছিলেন, তিনি ভোটের আগে তাঁর কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে থাকবেন। তিনি ভোটের প্রচারে ব্যস্ত। তার মধ্যে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নতুন করে সমন জারি করেছে মহুয়া এবং তাঁর পরিচিত দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিকে। ইডি সূত্রে খবর, দু'জনকেই বিদেশি মুদ্রা বিনিময় (ফেমা) আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

বেশি 'কদর'মোদী সরকারের, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন অভিজি-অর্জুন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন চার বিজেপি নেতা। তাঁদের মধ্যে এগিয়ে বারাকপুরের প্রার্থী অর্জুন সিং (Arjun Singh)। তিনি জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাচ্ছেন। হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় পাচ্ছেন ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা।ভ নিরাপত্তার বহরে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির থেকে এগিয়ে থাকছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী। যিনি ২০১৯ সালে ব্যারাকপুরে টিকিট না পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন। পরে তৃণমূলে ফিরেছিলেন। আর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুরে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে ফের বিজেপিতে ফিরেছেন। আর পেয়েছেন ব্যারাকপুরের টিকিট। তাঁকে ' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরে ঃদ্র মোদী সরকার। অন্যদিকে কোচবিহারের বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক অভিজি বর্মন ও কোচবিহারের বিজেপির কার্যনিবাহী সদস্য তাপস দাসকে ' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে বলে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। তাঁদের সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের (সিআইএসএফ) জওয়ানরা।ভ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে অর্জুনকে 'ওয়াই প্লাস'

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৪এপ্রিল ঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৪এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২১চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২১চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার- সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃনিরাপত্তাহীনতা অস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে।
বৃষভ রাশিঃবিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে যতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। শুভ
মিথুন রাশিঃনিজেকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখতে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন। শুভদিন।
কর্কট রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে।
সিংহরাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে
কুম্ভ রাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিন আইটেমটি ঠিক করার জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন।
মীন রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। অর্থের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলার আগে ভাল করে চিন্তা করুন এবং তাদের পরামর্শ নিন। থাকা উচিত। মোমবাতির আলোয়

দুই হাওড়া স্টেশন-এর মধ্যে ঝাঁ-চকচকে আরো এক হাওড়া স্টেশন

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ এ যেন এক স্বপ্নরাজ্য! স্বপ্নপূরণের বাস্তবতা! দুই হাওড়া স্টেশন আর তাদের মাঝখানে মাটির নিচে স্বপ্নের বাস্তবায়ন। কলকাতা মেট্রো আপনাদের জন্যে নিয়ে এসেছে নদীর নিচে দিয়ে মেট্রো সফরের রোমাঞ্চ ও রোমাঞ্চ। ভারতে যা এই প্রথম! কোলাঘাট থেকে অন্ডাল বা খড়্গপুর থেকে আসানসোল -সবাই মজে এই স্বপ্নপুরণের মেদুরতায়। পিছিয়ে নেই ভিনরাজ্যের আগন্তুকরাও। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড অংশে মেট্রো পরিষেবা চালু হয়েছে গত ১৫ই মার্চ। যে কেউ পূর্ব রেলওয়ে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া স্টেশন-এ নেমে পৌঁছে যেতে পারেন ভূগর্ভস্থ নতুন হাওড়া মেট্রো স্টেশনে। পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিআরএম অফিস-এর ঠিক পিছনে তৈরি হয়েছে মেট্রো রেলওয়ের এই ভূগর্ভস্থ স্টেশন। তীব্র দাবদাহ বা ভ্যাপসা গরমের প্যাচপ্যাচানি উপেক্ষা করে নির্ঝঞ্ঝাটে যদি দ্রুত ও পকেটের স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে যদি কেউ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় পৌঁছাতে চান তবে তাদের সাদরে স্বাগত জানাচ্ছে হাওড়া মেট্রো স্টেশন। শহরতলির যাত্রীদের সুবিধার্থে পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া স্টেশনে ইতিমধ্যে লেগে গেছে মেট্রো স্টেশনের দিক-নির্দেশক নীল বোর্ড। বোর্ডের তীর চিহ্ন অনুসরণ করে শহরে ঘুরতে আসা আনকোরা যাত্রীরাও খুব সহজে হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সময় মেপে নিয়ে,

বাল্বেরের সিলিং ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে, দেশি-বিদেশি খাবারের সুঘ্রাণের মায়াবী আহ্বান উপেক্ষা করে দ্রুত পদ-সঞ্চারণে সহজে খুঁজে নিতে পারছেন বহু আলোচিত হাওড়া মেট্রো স্টেশন। হাওড়া স্টেশনের বাইরের যাত্রীরাও ট্যাক্সি স্ট্যান্ডকে ডাইনে বা বাঁয়ে পাস কাটিয়ে পূর্ব রেলের ডি.আর.এম. অফিসকে সাক্ষী রেখে, হাওড়া ব্রিজ আর ফেরিঘাটকে টা-টা করে চলে আসছেন এই নতুন আকর্ষণের অবগাহনে জারিত হতে। আসতে আসতে উপরি হিসাবে মিলছে গঙ্গার এক ঝলক স্নিগ্ধ, ঠান্ডা হাওয়া। একবার হাওড়া মেট্রো স্টেশন পৌঁছে যেতে পারলে অপেক্ষা করছে এক নতুন বিস্ময়। মাটির নিচের প্ল্যাটফর্মে নামার জন্য এখানে রয়েছে একাধিক এস্কালেটর ও লিফট।স্বাস্থ্য সচেতনরা অবশ্য লিফ্‌ট,এস্কালেটর না চড়ে সিঁড়ি দিয়েই অনায়াসে নেমে যাচ্ছেন নিচে। নিচে নেমেই দু ঃসহ গরমের থেকে মিলছে মুক্তি- কারণ পুরো হাওড়া মেট্রো স্টেশন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে শীতাতপের উষ্ণতায়। এখানে রয়েছে অনেক বুকিং কাউন্টার। স্বয়ংক্রিয় টিকিট কাটার মেশিন, এএফসি - পিসি গেট আর তার সাথে উপরি পাওনা হিসাবে রয়েছে নয়নাভিরাম মুরাল ও দেওয়ালজোড়া পেইন্টিং - যা আপনার চোখ টানবেই। আপনার কাছে স্মার্ট কার্ড বা app -নির্ভর কিউ আর কোড বেসড টিকিট যদি না থাকে তবে সহজেই এই কাউন্টার বা মেশিন থেকে টোকেন বা কাগজের কিউ আর কোড বেসড টিকিট সংগ্রহ করে চলে আসুন মাটির নিচে ৩০ মিটার গভীরে,ভারতের গভীরতম মেট্রো স্টেশন হাওড়ায়। প্ল্যাটফর্ম-এ নেমে আরো এক চমক আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এই করিডরের হাওড়া ও এস্প্লানেড স্টেশন-এ রয়েছে ডাবল ডিসচার্জ প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ এই দুই স্টেশনে ট্রেন থামলে ট্রেনের দু'দিকের দরজাই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে খুলে যায় আর তার সাথে খুলে যায় প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোর। অবাক বিস্ময়কে সাথী করে যে কোনো একদিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি সেঁধিয়ে যান অত্যাধুনিক ট্রেনের আরামপ্রদ অন্দরে। কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা বন্ধ আর ট্রেন ছুটতে শুরু করেছে এস্প্লানেড বা হাওড়া ময়দানের দিকে। এস্প্লানেডের দিকের আপনি যাত্রী হলে মিলবে গঙ্গার নিচে দিয়ে মেট্রো যাত্রার অনাস্বাদিত আনন্দ। যা মনের মণিকোঠায় অমরত্ব লাভ করবে অচিরেই। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৫ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৭ দিনে, হাওড়া মেট্রো স্টেশনে যাত্রী হয়েছে ৩,১৪,৪৫৯। জনস্রোতের বহর দেখে অনায়াসেই বলে দেওয়া যায় যে আগামীদিনে এই সংখ্যা লাফিয়ে বাড়বে।

রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ রাজ্যে প্রবল গরম ও তাপ প্রবাহের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। পাশাপাশি প্রবল গরমে যাতে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন থেকে প্রতিটি জেলার জেলাশাসকের কাছেই এই নির্দেশিকা পৌঁছেছে। ওই নির্দেশিকায় জেলাশাসকদের বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিক এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে বলা হয়েছে। কোনও ভাবেই যাতে জল সঙ্কট অথবা বিদ্যুতের যোগানে সমস্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয় এবং আপতকালীন পরিস্থিতির জন্য যাতে সংশ্লিষ্ট দফতর তৈরি থাকে, সেই পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতর, চলতি সপ্তাহেই পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরির সতর্কতা জারি করেছে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় লু বইতে পারে। কলকাতার তাপমাত্রাও ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যেতে পারে। এপ্রিলের শুরুতেই প্রবল দাবদাহে প্রাণান্তকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকলে বা জল সরবরাহ ব্যাঘাত ঘটলে গরমের মধ্যে অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হবে। সেকারণেই এই সতর্কতা। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্যও একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সুতির হালকা কাপড় পড়া, রোদ্দুরে বেরোলে ছাতা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রচারে নেমে রথীনের উদ্দেশ্যে 'পাগলের প্রলাপ' বলে কটাক্ষ প্রসূনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমে এবার অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষকে 'কুম্ভকর্ণ' বলে কটাক্ষ করলেন রথীন, 'পাগলের প্রলাপ' বলে অভিযোগ ওড়ালেন প্রসূন। হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রথীন চক্রবর্তীর অভিযোগ, পৌঁনে পাঁচ বছর উনি (প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়) ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। এখন তিন মাসের জন্য জেগে উঠেছেন। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার দুটোই 'কুম্ভকর্ণে' পরিণত হয়েছে।' গতকাল মঙ্গলবার হাওড়ায় প্রচারে নেমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন রথীন চক্রবর্তী। আর এই কটাক্ষকে 'পাগলের প্রলাপ' বলে অভিযোগ নস্যাৎ করেন করেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন হাওড়ার রামরাজাতলার চৌধুরীপাড়ায় শীতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগ শুরু করেন হাওড়ার প্রাক্তন মহানগরিক বিজেপি প্রার্থী ডাঃরথীন চক্রবর্তী। সেখানেই তিনি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার দুটোই 'কুম্ভকর্ণে' পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, 'প্রায় ১৫ বছর একজন সাংসদ ছিলেন। অথচ এতদিনে হাওড়া শব্দটাই তাঁকে কেউ উচ্চারণ করতে দেখেননি লোকসভায়।' এদিকে, প্রতিপক্ষের এই কটাক্ষের জবাব দিতে গিয়ে হাওড়ার সাংসদ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় শহরের দুরবস্থার জন্য হাওড়ার প্রাক্তন মহানাগরিক ডাঃ রথীন চক্রবর্তীর দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলেন। তিনি বলেন, 'আমি কি কাজ করেছি বা হাওড়ার জন্য কি কি বলেছি তা যে কেউ সংসদের পোর্টাল খুললেই সকলে দেখতে পাবেন। সেখানে সবই নথিবদ্ধ থাকে। দরকার হলে সেখান থেকে সমস্ত তথ্য ডাউনলোড করা যায়। বরং প্রতিপক্ষের উনি যা অভিযোগ করছেন তার কোনও ভিত্তি নেই। রথীনবাবু মেয়র থাকাকালীন হাওড়ার সর্বনাশ করে গিয়েছেন।' প্রসঙ্গত, মন্তব্য আর পাল্টা মন্তব্য ঘিরে জমে উঠেছে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের ভোট রাজনীতি।

ওয়াটগঞ্জে মহিলার বাকি দেহাংশ খুঁজতে মরিয়া পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ ওয়াটগঞ্জে মহিলার দেহাংশ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেড়েই চলছে নানান রহস্য। তবে মহিলার শরীরের সমস্ত অংশ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ মঙ্গলবার থেকে তদন্তের পর সেই মহিলার শরীরের টুকরো-টুকরো অংশ উদ্ধার করেছে ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ। ওয়াটগঞ্জের এই ঘটনার পর সেই মহিলার দেহের অংশ পাওয়া গিয়েছিল প্লাস্টিকে বঃিদ অবস্থায়। মৃতদেহ উদ্ধার করার পর দেখা যায় সেই প্লাস্টিকে মহিলার দেহের সমস্ত অংশ নেই। আর এরপর থেকে শুরু হয় বিশেষ তদন্ত। দেহ পাওয়ার পর মহিলার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে বুধবার সকালেও মহিলার পরিচয় নিয়ে তদন্ত বজায় রেখেছে পুলিশ। তবে যে স্থানে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় তদন্তের ক্ষেত্রে সমস্যায় প।তে হচ্ছে পুলিশকে। তবে তদন্তকারীদের অনুমান এই মহিলা বিবাহিত। বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বসর। দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হরিকৃষ্ণ পাই। হোমিসাইড শাখা এবং ডগ স্কোয়াডও ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেছে। তবে এই তদন্তের ক্ষেত্রে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তদন্তকারীদের। কেননা পোড়ো বাড়ির আশপাশের এলাকায় কোনও সিসি ক্যামেরা নেই। যেখানে সিসি ক্যামেরা রয়েছে, তার দৃশ্যমানতাও খুব কম। তাই সেভাবে বোঝাই যাচ্ছে না। দেহের বাকি অংশ কোথায়, তারও কোনও খোঁজ মিলছে না। কারণ এখনও পর্যন্ত শহরের আর কোথাও থেকে দেহাংশ উদ্ধারের খবর মেলেনি।

পশ্চিমে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি, গরমের দাপটে অতিষ্ঠ দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে অতিষ্ঠ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে আবার তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সবমিলিয়ে গরমের দাপটে নাস্তানাবুদ সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত হচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা আরও দু'-চার ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। বুধবার থেকে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ছাড়াবে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি। বাকি সব জেলাতেও আবহাওয়া থাকবে অস্বস্তিকর। দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বুধবার সকালে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হাওড়া পুরসভার ৩১, ৩২ এবং ৩৪নং ওয়ার্ডে প্রচার করেন।

অর্জুনের বাড়ির চারপাশে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ, অভিযোগ

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ তৃণমূল সরকার নাকি তার উপর নজরদারি চালাচ্ছে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বুধবার অর্জুন দাবি করেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই নাকি তাঁর বাড়ির আশপাশে সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এইভাবে নাকি তাঁর উপর নজরদারি করা হচ্ছে।অর্জুনের দাবি, বাড়িতে কে আসছেন, কে যাচ্ছেন সব দেখা হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অর্জুন। তাঁর আবেদন শোনার পর মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে হাইকোর্ট।

আগামী মঙ্গলবার হবে এই মামলার শুনানি। শুধু যে সিসি ক্যামেরা দিয়ে তাঁদের পরিবারের সবার উপর নজরদারি করা হচ্ছে তা-ই নয়, তাঁদের কথাবার্তাও আড়ি পেতে শোনা হচ্ছে বলে অভিযোগ।প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে বিজেপির টিকিটে জিতেই ব্যারাকপুরের সাংসদ হয়েছিলেন অর্জুন। কিন্তু ২০২১ সালে অর্জুন ফের তৃণমূলে ফেরেন। এরপর জল অনেকদূর গড়িয়েছে। গত ১০ মার্চ ব্রিগেডে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। কিন্তু তাঁর নাম প্রার্থী তালিকায় না থাকায় ফের বিজেপিতে ফেরেন অর্জুন। বিজেপির থেকে ব্যারাকপুরেই টিকিট পেয়েছেন অর্জুন।

কয়েক ঘন্টার ব্যবধান, তিনটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হাওড়া শহরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে তিনটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গেল হাওড়া শহরে। তবে, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতে হাওড়ার লিলুয়ায় ভট্ট মীরপাড়ায় একটি রবার কারখানায় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আসে। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি এদিনই আরও একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে লিলুয়ার আনন্দনগর ঝাউতলায়। সেখানে একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগে। একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এর পাশাপাশি আরও একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বুধবার সকালে। ব্যাঁটরা থানা এলাকার বৃন্দাবন মল্লিক লেনের একটি হিট চেম্বারের কোয়েঞ্চিং অয়েল টেম্পার কারখানায় সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে, দমকলের তপরতায় আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়েনি। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে এরকম ঘিঞ্জি এলাকায় এই ধরনের কারখানা চলতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা অসিত মান্না বলেন, অনেকদিন ধরেই আমরা এখানে এই ধরনের হিট চেম্বারের কারখানা চালাতে বারণ করেছি। বাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মালিক কিছু করেনি। আমরা পিটিশন গিয়েছিলাম। কারখানা তৈরি করা যায়না। একটু এদিক সেদিক হলে এখানে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। হাওড়া দমকলের পক্ষ থেকে ওসি সোমনাথ প্রামাণিক বলেন, কি করে আগুন লেগেছে তা জানা নেই।

বাড়িওয়ালা বাড়ি থেকে তুলে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এখানে লোহার জিনিসপত্র টেম্পার করা হয়। লোহার জিনিসপত্র জলে ফেললে বাড়ি ঘরদোর কেঁপে ওঠে। এই ব্যাপারটা বাড়িওয়ালাকে জানানো হয়েছিল। এতদিন একটা চিমনি ছিল। এখন তিনটে চিমনি হয়েছে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত পাল বলেন, এখানে ঘিঞ্জি এলাকা থাকা সত্ত্বেও কারখানা তৈরি করেছে। এ ব্যাপারে বলা হলেও কোনও কর্ণপাত তারা করেনি। উল্টে বাড়ির মালিক আমাদের তুলে দেওয়ার হুমকি দেয়। এখানে কোনও অবস্থাতেই এখানে টেম্পারিং এর কাজ হতো। কোনও কারণে হয়তো আগুন লেগে গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের পর খবর দেওয়া হয় দমকলকে। খবর পেয়ে হাওড়া দমকল অফিস থেকে দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। এখানকার রাস্তা খুব ঘিঞ্জি। দমকল তপরতার ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এখানে দমকলের পক্ষ থেকে কারখানা করার জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স এর অনুমতি তারা পেয়েছে। এই জায়গায় দমকলের পক্ষ থেকে কারখানা তৈরির অনুমতি দেওয়া হবেনা। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

দুদিন নিখোঁজ থাকার পর ট্যাংরায় উদ্ধার ব্যক্তির পচাগলা দেহ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর বুধবার এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোড এলাকায়। মৃতের নাম রাজেশ অধিকারী (৪৬)। পেশায় গৃহশিক্ষক রাজেশ ৬৩৩ ক্রিস্টোফার রোডের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, দু'দিন ধরে ওই ব্যক্তির দেখা পাননি কেউ। এরপর ওই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরতে শুরু করে। প্রতিবেশীরা খবর দেন থানায়। পুলিশ গিয়ে ডাকাডাকি করলেও কারও সাড়া মেলেনি। এরপরই দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে পুলিশ। উদ্ধার হয় রাজেশের পচাগলা দেহ। একটি চেয়ারে বসা অবস্থায় ছিল রাজেশের দেহ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। পুলিশের অনুমান, অন্তত তিন দিন আগে মারা গিয়েছেন রাজেশ। মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই তা স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে পুলিশ। খুনের পাশাপাশি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ।

কর্মীর অভাবে জয়নগরের বহু গ্রন্থাগার বন্ধ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩ এপ্রিল ঃ কর্মীর অভাবে বহু গ্রন্থাগার বন্ধ জয়নগরে। মন্ত্রীর কর্মী নিয়োগের আশ্বাসের পরেও খুলছে না গ্রন্থাগার গুলি। থরে থরে সাজানো আছে বই কিন্তু কর্মী নেই একের পর এক বন্ধ হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গায় থাকা গ্রন্থাগার গুলি।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর, মজিলপুর,দক্ষিণ বারাসাত বহড়ু,গোচরন, ময়দা,নিমপীঠ এই সমস্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগার গুলি তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।গ্রন্থাগার রয়েছে তার মধ্যে থরে থরে বইও সাজানো রয়েছে। কিন্তু পাঠকের জন্য সেই গ্রন্থাগার আর নিয়মিত খোলা হয় না। যার ফলে বই প্রেমীরা বইয়ের খোঁজে গিয়ে গ্রন্থাগার বন্ধ দেখে খালি হাতেই ফিরে আসছে। যার মধ্যে দক্ষিণ বারাসাতে দীর্ঘদিন ধরে বহু প্রাচীন হিতোষিনী পাঠাগার রয়েছে। বহু পাঠক এই পাঠাগারে প্রতিনিয়ত রোজ পাঠক আসতেন। একই অবস্থা বহড়ু শ্যামসুন্দর পাবলিক লাইবেরী,জয়নগর বান্ধব লাইব্রেরি, মজিলপুর শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠাগার সহ আরো অনেক। একে একে এই পাঠাগারের কর্মী অবসর নিয়েছে তারপর থেকে গ্রন্থাগারের তালা মারা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে কর্মী সংকটের কারণে রীতিমতো জেলার বহু গ্রন্থাগার বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।যদিও এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক পাঠক বলেন, বহুবার গ্রন্থাগার দফতরে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। আমরা চাই আগের মত ভাবে গ্রন্থাগার গুলি খোলা হোক। আর এই বন্ধের কারণে পাঠকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে আগের মতো আর মানুষ সেভাবে গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। মানুষ আস্তে আস্তে গ্রন্থাগারের কথা খুলতে শুরু করেছে। যতই মোবাইল টিভি আসুক না কেন বই পড়ার মধ্যে হাত একটা অনুভূতি থাকে অনেক কিছু শেখার আছে বইয়ের মধ্যে থেকে। যদিও এ বিষয়ে স্থানীয় জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,আমি বিধায়ক হবার পরে স্থানীয় গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বই দিয়েছিলাম তবে সেভাবে আর পাঠক দেখা যায না তবে গ্রন্থাগার গুলি যাতে নিয়মিত খোলা যায় তা দেখা হচ্ছে। এবিষয়ে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন,কর্মী নিয়োগ চলছে। খুব শীঘ্রই গ্রন্থাগার গুলো আবার খুলবে। কিন্তু গ্রন্থাগার মন্ত্রীর আশ্বাসের পরেও নিয়োগ না হওয়ায় এখনো বন্ধ জয়নগরের গ্রন্থাগারগুলি।

রিভার মেট্রো ১৭ দিনে ৭.৫ লক্ষ যাত্রী বহন করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ গত অর্থবছরের শেষ ১৭ দিনে কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইনের নদী প্রসারিত ৭.৫ লক্ষ যাত্রী বহন করেছে। পূর্ব রেলের পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মেট্রো ব্যবহারকারী এবং শহরতলির যাত্রীদের আনন্দের জন্য, হাওড়া ময়দান থেকে হুগলি নদীর নীচে গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড প্রসারিত বাণিজ্যিক পরিষেবা ১৫.০৩.২০২৪ থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম দিন থেকে এই প্রসারিত হাজার হাজার যাত্রী টানছে. বর্তমানে এই প্রসারিত চারটি মেট্রো স্টেশন রয়েছে যেমন হাওড়া ময়দান, হাওড়া, মহাকরণ এবং এসপ্ল্যানেড এবং এই প্রসারিত পরিষেবাগুলি সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত উপলব্ধ। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন গ্রীন লাইন এবং ব্লু লাইনের মধ্যে আদান-প্রদানকারী স্টেশন হিসেবে কাজ করে। সর্বাধিক যাত্রী সংখ্যা, হাওড়া স্টেশনে নিবন্ধিত হয়েছে ৩.১৫ লক্ষ এবং এই প্রসারিত হাওড়া ময়দান স্টেশন (২.৫৫ লক্ষ)। কলকাতা মেট্রোর নদীপথের তলদেশে যেমন হুগলি নদীর তলদেশে হাওড়া এবং কলকাতার দুই শতাব্দী প্রাচীন শহরগুলিকে সংযুক্ত করেছে তেমনি হাওড়া থেকে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য দ্রুততম পরিবহণের ব্যবস্থা করেছে এবং ব্লু লাইনকেও সংযুক্ত করেছে, যা কল্পনাতীত ছিল। এই আর্থিক বছরে এই প্রসারিত যাত্রী সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভোটের কাজে বাস ও মিনিবাস পরিষেবা দেওয়া নিয়ে আশঙ্কা কমিটির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের বকেয়া টাকা না পেলে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ভোটের কাজে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস পরিষেবা দেওয়া নিয়ে আশঙ্কা গণপরিবহণ বাঁচাও কমিটির। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়ে ভোটের কাজে ব্যবহৃত বেসরকারি বাস ওমিনিবাসের বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এই সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ইতিমধ্যেই বাস ভাড়া ১০ বাড়ানো হয়েছে।কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন গণপরিবহন বাঁচাও কমিটি। তাঁদের দাবি প্রার্থীদের বরাদ্দ বেড়েছে, ভোটের আনুষঙ্গিক খরচ বেড়েছে। কিন্তু পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি।

ভোটারদের আসস্ত করতে জেলাশাসকের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ৩ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পারদ চড়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক উত্তাপও বেড়েছে। তার কারণ লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সকল লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে শাসক থেকে বিরোধী সমস্ত দলের প্রার্থীরা ভোটারদের মন জয় করতে রাজনৈতিক প্রচার ময়দানে নেমে পড়েছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচনে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন এলাকা। রাজনৈতিক সংঘর্ষে বলির হয়েছে বেশ কয়েকজন। আবারো বছর ঘুরে এলো নির্বাচন কিন্তু নির্বাচন এলে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভয়ের বাসা বাধে। সাধারণ মানুষদের একটাই প্রশ্ন আমার নিজের ভোট আমি নিজে দিতে পারব তো!। এবার সাধারণ মানুষদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অসাধারণ মানুষদের আশ্বস্ত করতে লোকসভা নির্বাচনের আগে এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ও ভোট দাতাদের আশ্বস্ত করতে সুন্দরবন জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও নালাভাট ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার নেতৃত্বে কাকদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অধীনে ৫ নম্বর হাট এলাকায় এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও এলাকার মানুষজনদের আশ্বস্ত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ করা হল। সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যান জেলা শাসক। এলাকার মানুষরা যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অংশগ্রহণ করতে পারে সেই দিকেও সাধারণ মানুষদের অভয় দেন জেলাশাসক। জেলাশাসক সমিত গুপ্তা বলেন, নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর থেকে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন থানা গুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ করা হচ্ছে। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে এবং ভোটাররা যাতে নিরাপদে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে, সেই দিকে বিশেষ নজর রেখেছে জেলা প্রশাসন। রক্তপাতহীন নির্বাচন করতে হবে। লোকসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই মিটবে এমনটাই জানিয়েছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। কিন্তু কষ্ট একটা সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন কিংবা বিধানসভা নির্বাচনের মতন যদি এই লোকসভা নির্বাচন হয় তাহলে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বলির সংখ্যা বাড়বে। জেলা শাসকের এই আশ্বাসে কিছুটা খুশি এলাকাবাসীরা।

হাওড়ায় দাসনগরের ভারত জুটমিলে বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, হ্যাড়া, ৩ এপ্রিল ঃ দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতনের দাবিতে হাওড়ায় দাসনগরের ভারত জুটমিলে বিক্ষোভ দেখালেন শ্রমিকরা। বুধবার কর্তৃপক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। খবর পেয়ে মিলে এসে পৌঁছায় দাসনগর থানার পুলিশ। পুলিশ বিক্ষোভ তুলতে গেলে পুলিশের সাথেও শ্রমিকদের বচসা শুরু হয়। শ্রমিকদের সাত মাসের বেতন-সহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা না মেলায় এদিন বিক্ষোভ হয়। জুটমিলের কর্মী মলয় দাস বলেন, আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদন ছিল। দীর্ঘদিন ধরে সেই পরিমাণ উপাদন হয়ে আসছে। আগের মালিক ছেড়ে চলে গেছেন। নতুন মালিক আসার পর থেকেই উপাদন বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছেন। শ্রমিকরা সেই উপাদন করে উঠতে পারছে না। তা সত্ত্বেও তারা ৯৯ শতাংশ কাজ করে যাচ্ছে। তারপরেও যেটুকু কম বেশি হচ্ছে মালিকপক্ষ হয় বসিয়ে দিচ্ছে, না হয় চার ঘন্টা

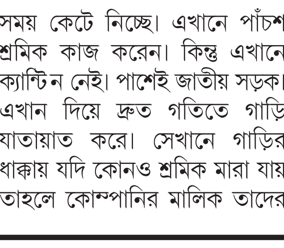

সময় কেটে নিচ্ছে। এখানে পাঁচশ শ্রমিক কাজ করেন। কিন্তু এখানে ক্যান্টিন নেই। পাশেই জাতীয় সড়ক। এখান দিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি যাতায়াত করে। সেখানে গাড়ির ধাক্কায় যদি কোনও শ্রমিক মারা যায় তাহলে কোম্পানির মালিক তাদের কিছুই ক্ষতিপূরণ দেবেনা। আমাদের দাবি, কারখানার ভেতরে ক্যান্টিন থাকুক বাইরে যেন গিয়ে শ্রমিকদের খেতে না হয়। এর জন্য কোম্পানিতে ভর্তুকি দিতে হবেনা। বাইরের লোক কারখানায় ঢুকে পড়ছে। চার মাস আগে কারখানা বন্ধ থাকলে হাজিরা চালু ছিল। সেই পয়সা দেয়নি। আমাদের পিএফের বকেয়া বাকি আছে। তা দেওয়া হয়নি। ন বছর আগে যে কর্মী অবসর নিয়েছেন তার পেনশন এখনো চালু হয়নি। তার গ্র্যাচুইটি দেওয়া হচ্ছেনা। কোম্পানি বলছে দিতে পারছি না পরে দেব। আরেক শ্রমিক বিশ্বকর্মা পাঠক বলেন, আমাদের ইএসআই, পিএফের টাকা জমা পড়ছে না। এ ব্যাপারে জানাতে গেলে মালিকপক্ষ হুমকি দিচ্ছে। কার্যত জুলুমবাজি চলছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১ চৈত্র, ১৪৩০

বাংলায় লোকসভা প্রচার

পশ্চিমবঙ্গে জোট ইণ্ডিয়া সমঝোতা হল না। লোকসভায় রাজনৈতিক দলের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম দল এখন জোরদার প্রচার করতে শুরু করেছে। এবারে গ্রামা বাংলায় সিপিএম দল বেশি করে প্রচার করতে শুরু করেছে। এর আগে সিপিএম দলের নেতারা ভয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে পারতো না। তারা নির্বাচনী প্রচার করতে গেলেই দুস্কৃতিরা বাধা দিত। তার ফলে বাম দলের নির্বাচনী প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। একন গ্রামাঞ্চলে আবার বাম দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সিপিএম দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর থেকে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে তিনি এবারে লোকসভার প্রার্থী। কংগ্রেস থেকে অধীর চৌধুরী বহরমপুর থেকে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ভূমিপুত্র। তাঁর ফলে তাঁর দিকে ভোটে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। ডায়মন্ড হারবাবে প্রার্থী এবারেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও প্রচার করতে শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের টাকা দিচ্ছে না এবং আবাস যোজনার টাকা না দেওয়ার ফলে বহু গরীবদের ঘর বাড়ি তৈরি হতে পারছে না বলে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী প্রচার করতে শুরু করেছেন তিনি। এদিকে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় কবে নির্বাচনী প্রচার করতে আসবেন তা জানা যাচ্ছে না। তবে বিজেপি দলের দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার লোকসভার প্রার্থী হয়েছেন। তবে সবাই এখন সন্দেশখালি এবং কৃষ্ণনগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কৃষ্ণনগরে অমৃতা রায় এবং সন্দেশখালিতে রেখা পাত্র এবারে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন। তার ফলে সেখানে এবারে জোরদার লড়াই হবে বলে সবাই আশা করতে শুরু করেছে। বিজেপি দল চেষ্টা করছে যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কুড়িটা আসন বা তার বেশি আসন সংগ্রহ করতে। তার কারণ বিজেপি সরকার এবারে সংসদে চারশো আসন পাওয়ার কৌশল গ্রহণ কবার চেষ্টায় রয়েছে। দক্ষিণ ভারতেরও বিজেপি প্রবেশ করেছে। বাম দুর্গ কেরলেও বিজেপি প্রবেশ ঘটেছে। খুব ধীর গতিতে বিজেপি দল এখন সব রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। যার ফলে আঞ্চলিক দলগুলি এখন আতঙ্কগ্রস্ত। বিজেপি দল এবারে ২০৪৭ সালের ভারত তৈরি করার আগাম পরিকল্পনা নিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে ভারত নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী কৃত্রিম মেধাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার ফলে যুব সমাজে যারা তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তারা এখন কৃত্রিম মেধা নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। বিজেপি দল এবারে লোকসভার নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেছে। পিছিয়ে নেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও। শাসক দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী সফর করতে শুরু করে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ সফর। তারপরে পূর্বদিকের পশ্চিমবঙ্গ হয়ে একেবারে পশ্চিমদিকের বাংলায় নির্বাচনী সফর শেষ করবেন। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় নির্বচনী বক্তব্য রাখবেন। দেশপ্রিয় পার্ক, দেশবন্ধু পার্কেও তিনি নির্বচনী বক্তব্য রাখবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এবারে বাংলার লোকসভার নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু করতে আগেভাগেই কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী উপস্থিত হয়েছে। তারা এখন বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা পরিদর্শন করতে শুরু করেছে। এবারের লোকসভার নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু এবং অবাধ হতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় পরিদর্শক দল এসে উপস্থিত হয়েছে। তারাই এখন নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কিত খবর পাঠাতে থাকবে কেন্দ্রকে।

বিজ্ঞান ও পুরাণ কাহিনী

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সঙ্গে এখন বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এই প্রবণতা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি। বহুকাল ধরে ভারতের সমাজবিদ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদেরা এর প্রচেষ্টা করে আসছেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলো কল্পনা ভিত্তিক। এই সব গল্পের সঙ্গে কোনও বিজ্ঞানের যোগ ছিল না। কল্পনার ওপরে ভিত্তি করে পৌরাণিক কাহিনীগুলো লেখা হয়েছে। বিজ্ঞান কল্পনার ওপরে নির্ভর করে চলে না। কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে বাস্তবতার ওপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে বা অগ্রসর হয়। কল্পনা করে বিজ্ঞান চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। কল্পনা করে গল্প লেখা যেতে পারে, কবিতা লেখা যেতে পারে। উপন্যাস লেখা যেতে পারে। কিন্তু কল্পনা করে বিজ্ঞান রচনা করা যায় না। বিজ্ঞান রচনা করতে গেলে সত্যের তথা থাকা প্রয়োজন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন। পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের ওপরে নির্ভর করে বিজ্ঞান ক্রমশ সমানে দিকে এগিয়ে চলে। ফলে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানের যে মেলবন্ধন ঘটানোর প্রবণতা এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটা একেবারে বলতে গেলে অজ্ঞানতার পরিচয়। আমরা রামায়ণের বহু ঘটনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। রামায়ণে রচিত পুষ্প রথকে আমরা বর্তমানে বিমানের সঙ্গে সমন্বয় সাধনা করে থাকে। আমরা বলি ভারতে রামায়ণ যুগে বিমান ছিল। সেই সময়ে যে পুষ্প রথের কথা বলা হয়েছে সেটা আজকের আকাশে উড়া বিমান। অর্থাৎ ভারতের পৌরাণিক কবি বাল্মিকী বহুকাল আগেই বিমান সম্পর্কে কল্পনা করে রামায়ণে লিখে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আজকে যে আকাশে বিমানগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে সেটা কল্পনা তৈরি হয়েছিল রামায়ণ যুগে। নিশ্চয় রামায়ণ যুগে আকাশে পুষ্প রথের মতো কোনও উড়ন্ত বিমান ছিল। না হলে সেই রথে করে কী করে লঙ্কা থেকে রাবণ উড়ে এল তপোবনে যেখানে সীতা বনবাসে ছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

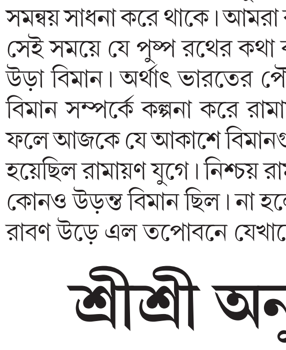

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতায় কাজে লাগাতে হবে। নতুনভাবে ভারত গড়ে তুলতে হবে। নিত্য নতুন আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি জাগরিত করতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না। মিথ্যাচার কেবল শক্তিহীন হয়ে পড়তে শুরু করে। তন্ত্র সাধনা করে মা কালীকে জাগ্রত করতে হবে। তার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করতে হবে। তবেই তিনি মাতৃশক্তি দিয়ে থাকেন। সাধনা না করলে শক্তি পাওয়া যায় না। শক্তিকে সঞ্চয় করতে হবে। শক্তিকে সৎ কাজে ব্যবহার করতে হবে। তবেই মাতৃশক্তি বা দৈব্য শক্তি থাকবে অটুট। নাহলে চিরতরে শক্তি বিলিন হয়ে যাবে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে যদি ট্রাম্প নির্বাচিত হন ‘হোয়াইট হাউস’ কি ‘ব্ল্যাক হাউসে’ পরিণত ?

রবীন্দ্র কুমার শীল

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে আবার ট্রাম্প নির্বাচিত হলে বিশ্ব গণতান্ত্রিক শাসন উবে যাবে? যেভাবে ধনতান্ত্রিক শক্তি দিয়ে আমোরিকার প্রেসিডেন্ট পদকে তিনি আঁকড়ে ধরে বসেছিলেন এবং একটি গালভরা স্লোগান ‘আমেরিকা ফর আমেরিকানস’ দিয়ে আমেরিকাবাসীদের মনকে জয় করে নিয়ে নির্বাচনে হেরে গিয়েও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভূয়ো মামলা করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টপদে বসার জন্য জো বাইডেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গিয়ে হেয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন আমেরিকার নির্বাচন কমিশন ভুল ভোট গণনা করে তাঁকে পরাজিত বলে ঘোষণা করেছে। তার জন্য তিনি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আবেদনে আমেরিকার আদালত সায় না দেওয়ার ফলে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। বাধ্য হয়েছিলেন হোয়াইট হাউস ভবন ত্যাগ করতে। তিনি হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করেছিলেন সেখানে প্রায় অধিকাংশ লোকেরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছিলেন ট্রাম্পের জয়ের পিছনে রাশিয়ার কেজিবি কাজ করেছিল। ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিটন যেখানে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন হিলারী ক্লিনটন। সেখানে কী করে তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান তা বিস্ময়। তার ফলে অনায়সে ডোনাল্ট ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে আসীন ছিলেন বারাক ওবামা। তিনি হোয়াইট হাউস ত্যাগ করার আগে ট্রাম্পের জয়ের পিছনে রাশিয়ার যে কাজ করেছিল এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনীতে কেজিবি হস্তক্ষেপ করেছিল কিনা তা নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করে যান। কিন্তু কোন জাদু বলে সেই তদন্ত কমিটি আজও কোনও রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারেনি। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাড ট্রাম্প একজন শিল্পপতি। তিনি ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে। আমেরিকার একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সেখানে কোনও ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রূপ রেখা তৈরি হয়নি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্প বসেই তিনি গোটা দেশে একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। আমেরিকার সেনা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন নির্বাচনে পরাজিত হয়ে যাওয়ার পরেও। কিন্তু আমেরিকার সেনা প্রধান পরাজিত প্রার্থী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসে থাকা ট্রাম্পকে অস্বীকার করতে থাকেন। তার ফলে তিনি ক্ষিপ্ত হন। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থায় হিটলারজিমকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। থেমে থাকতে তিনি রাজি নন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য। তার জন্য তিনি বিশ্বের শিল্পপতিদের সমর্থন চেয়ে বসে রয়েছেন। আমেরিকার এক শ্রেণি রয়েছেন যারা ট্রাম্পকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ‘আমেরিকা ফর আমেরিকানস’ স্লোগানে আপ্লুত হয়ে। এশিয়ার মেধাবী যুবকেরা আমেরিকার তথ্য প্রযুক্তি জগতে অধিকার করে ফেলেছে। এমনকী চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে নাসা বিজ্ঞান ও পেন্টাগনে প্রবেশ করে গিয়েছে এশিয়ার মেধারা। আমেরিকার উন্নতির মূলে রয়েছে এশিয়ার মেধাবীদের অবদান। এশিয়াবাসীর এই অবদানকে অস্বীকার করতে শুরু করে দিয়েছেন ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি ডোনাল্ট ট্রাম্প। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে কোনও আস্থা নেই। একনায়কতন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে তাঁর প্রবল আস্থা। তিনি দেশের আইন ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের শিল্পপতিদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীরা এখন ট্রাম্পকে সমানে রেখে বিশ্বের

গণতান্ত্রিক দেশগুলির ওপরে হস্তক্ষেপ করতে থাকবে এবং তাদের হয়ে ওকালতি করার ব্যাপারে চাপ দিতে থাকবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন কিনা তা জানতে পারা যায়নি। তিনি চুপ করে রয়েছেন। তবে বর্তমান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো নয় সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ে। ইডক্রেনকে নেটো বাহিনী সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে এবং আমেরিকা, জার্মান, ফ্রান্স, ব্রিটেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন। তার ফলে পুতিন জো বাইডেনের ওপরে ক্ষিপ্ত। যার ফলে পুতিন ট্রাম্পের পক্ষে না থাকলেও তবে বাইডেনকে সমর্থন করছেন না সেটা পরিস্কার। এদিকে চিনের সঙ্গে বাইডেনের সুসম্পর্ক তৈরি হতে শুরু করেছে। যদিও ভারতের অরুণাচল প্রদেশকে ভারতের অংশ বলায় চিন যথেষ্ট ক্ষুব্ধ আমেরিকার ওপরে। এমনকী তাইওয়ান নীতিতেও চিন মোটেই আমেরিকার ওপরে সন্তুষ্ট নয়। তবে আমেরিকার আদালত থেকে বারবার ট্রাম্পকে আইনী ভাবে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ানার ব্যাপারে বাধা দিতে থাকলেও তাঁর আইনজীবীরা ট্রাম্পের হয়ে লড়াই করে চলেছেন আদালতে। গত সপ্তাহে আদালতে জালিয়াতির মামলায় ট্রাম্পকে জরিমানা দিতে হয়েছে। জরিমানার টাকা জমা না দিলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে আদালত থেকে জানানো হয়েছিল। যার ফলে তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে আদালতে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের জরিমানা জমা দেওয়ার কথা বলেন। ‘নাইট স্পেশ্যালিটি ইনশিওরেন্স কোম্পানি’ ট্রাম্পের হয়ে আদালতে বণ্ড জমা দেওয়ার কথা ঘোষণ করে। আগে আদালত ৪৫ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার জমা দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু সেই বিপুল পরিমান জরিমানা জমা দিতে পারেনি। তারপরে আদালত অর্ধেক জরিমানা কমিয়ে দিয়েছিল। ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট থাকার সময়েই শুরু হয়েছিল ব্লাক লাভার্স আন্দোলন। বহু ভারতীয় যুবকদের ওপরে হামলা হয়েছিল। ভারতীয়দের হুমকি দেখানো হয়েছিল তারা যেন আমেরিকা থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বদেশে ফিরে যায়। সেই সব অতীতের আতঙ্ক এখন থেকেই গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে এশিয়াবাসীদের। একজন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্প যদি আবার এসে উপস্থিত হন তাহলে ‘হোয়াইট হাউস’-এর নাম পরিবর্তন করে ব্ল্যাক হাউস নাম রাখা উচিত। আমেরিকার গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। লিঙ্কনের ‘বাই দ্য পিপল, ফর জা পিপল এবং অফ দ্য পিপল বিপন্ন হচ্ছে আমেরিকার মাটিতে। এমনকী আমেরিকার ‘লিপার্টি স্ট্যাচুটা’কে ফ্রান্সের ফিরিয়ে নিয়ে আসা উচিত। ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি কালো অধ্যায় শুরু হয়ে যাবে বলে কূটনৈতিক মহল মনে করতে শুরু করেছেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আবার ট্রাম্প নির্বাচনে লড়াই করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এখন ‘আমেরিকা ফর আমেরিকান’ স্লোগানকে সমানে রেখে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গ অধিকারকে আধিপত্য দেওয়ার ব্যাপরে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তাঁর আমলে কালো আদমিদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় নেমে দাঙ্গা করতে শুরু করে দিয়েছিল। জর্জ ফ্লয়েড হত্যা তার আমলেই হয়। ‘আই ক্যান্ট ব্রিদ’ কালো আদমি জর্জ ফ্লয়েডের জীবন রক্ষা করার শেষ শব্দটা সারা বিশ্বের মানুষদের মনকে একেবারে টলিয়ে দিয়েছিল। ব্লাক লাভার্স আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল আবার নতুন করে আমেরিকা এবং ইউরোপে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন যে দাস প্রথা তুলে দিয়ে আমেরিকায় কালো আদমিদের মানবিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেটাকে একেবারে অস্বীকার করতে শুরু করে ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শ্বেতাঙ্গারা এখন আমেরিকার প্রভু এই মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন ট্রাম্প। তার জন্য তিনি বিদেশি শক্তি সাহায্য নিতে তৈরি ছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন রাশিয়ার হাত ধরে যে গুজব চারদিকে প্রচার হতে শুরু করেছিল তা নিয়ে তদন্ত করার ব্যাবস্থা করে গিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। জানতে পারা গিয়েছিল ট্রাম্প রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করে নির্বাচনী প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। তার ফলে বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পের কাছে পরাস্ত হন। ট্রাম্প জামানা শুরু হয়েছিল বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। আবার তাঁর জামানা শেষ হয় বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। তিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েও নিজের হারকে স্বীকার করেননি। গদিতে টিকে থাকার জন্য সব রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যে ট্রাম্প গণতন্ত্রের আতঙ্ক এর পরিবেশ তৈরি করেছিলেন সেই ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসছেন বলে ফেসবুক পেজে তার বার্তা দিয়েছেন। দুই বছর নিষেধাজারি করা হয়েছিল ট্রাম্পের ওপরে। বহুজাতিক সমাজ মাধ্যম কোম্পানি মেটা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফেসবুক পেজ ব্যাবহার করতে অনুমতি দিল। আর বারো সেকেন্ডের মধ্যে তিনি দেশবাসীকে জানান দিলেন যে তিনি ফিরে আসছেন। তিনি আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে চান। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে আবার কি তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন? সামনের বছর হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে দেশবাসী যেন তাঁকে সাহায্য করে। আমেরিকার ডেমোক্রাট দলের নেতার সব ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ভুত দেখতে পাচ্ছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এমনকী রিপাবলিকান দলও ট্রাম্পকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেও পারছে না। তবে আমেরিকার লোকেরা সেই সব ভয়ঙ্কর দিনের কথাকে একেবারে ভুলতে পারছে না। ২০২১ সালে ৬ জানুয়ারি জো বাইডেনের কাছে পরাজিত হওয়ার পরে ক্যাপিটাল হিলে ট্রাম্প উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে তার সমর্থকদের ক্ষিপ্ত করে কংগ্রেস অধিবেশকে চানচাল করে দিয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করে লক্ষাধিক টাকা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে দিয়েছিল তাঁর সমর্থকেরা। এর এর পিছনে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং। সেই সময়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে দিয়ে যখন বলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল গণনার ফলাফলকে একেবারে উল্টে দিতে কিন্তু মাইক পেন্স তা করতে অস্বীকার করলে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানার মতো স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাঁর সমর্থকেরা। মনে হচ্ছিল যেন এটা আর একটি ফরাসি বিপ্লবের চিত্র দেখতে পাচ্ছি। ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে আর ট্রাম্পের জামানার শেষ দিকে দেখতে পাওয়া গেল গণতন্ত্রকে হত্যা করতে। ট্রাম্প বিরোধীদের জন্য ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করেছে। আমেরিকার গণতান্ত্রিক কাঠামোকে একেবারে ধ্বংস করতে উদ্যত্ত হয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু ধন্যবাদ দিতে হয় আমেরিকার সর্বস্তরের জনগণকে যারা আমেরিকার গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সেই সময়ে ট্রাম্প বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আজকে কিন্তু আবার ট্রাম্প পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে হত্যার করার কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্র। তারা বলতে শুরু করেছে যে জনগণ কোনও সময়ে সরকার গঠন করার অধিকার অর্জন করতে পারে না। জনগণ শুধু রাষ্ট্র নায়কদের রক্ষক হিসাবে থাকবে। তার বেশি আর কোনও কিছুর দিকে তাকানোর দরকার নেই। তাহলে তো গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হবে। সেই প্রহসন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্ষমতাশালী তৎপর হতে শুরু করেছে। তার মধ্যে ট্রাম্প একজন বলা যেতে পারে।

তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেনেট হলে প্রবেশ করে ট্রাম্প সমর্থকেরা যেভাবে ধ্বংসলীলা করতে শুরু করেছিল ট্রাম্পের উস্কানিতে তার ফলে তাঁকে ১৩ জানুয়ারি ইমপিটমেন্ট করা হয়। ২০১৯ সালে তাঁকে প্রথমবার ইমপিচমেন্ট করেছিল আইনসভার ক্ষমতা অপব্যাবহার করার জন্য। কিন্তু তিনি সেখান থেকে রেহাই পান

বিশ্বকবি রবি ঠাকরের বাংলাদেশের কুঠিবাড়িতে

ড. শঙ্কর মল্লিক, খুলনা

সন্ধ্যার পরপরই রেস্টহাউজে পৌঁছে একটু ফ্রেস হয়ে আমরা কুঠিবাড়ির অঙ্গনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। প্রথম আমি কুঠিবাড়িতে গেছি ১৯৮৮ সালে শিক্ষা সফরে। তখন অনার্সপ্রথম বর্ষের ছাত্র। তারপর কমপক্ষে বার পাঁচেক ওখানে গিয়েছি। কুঠিবাড়ির সামনে জেলা পরিষদের ডাকবাংলো তৈরি হওয়ার পর আকাঙ্ক্ষা ছিল একটা রাত থাকবো এই কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গণে। সেই রাত ছিল গত ২৮ মার্চ। এই রাতে রবীন্দ্রনাথের মতো বিপুল শরীর নিয়ে নীরব নিস্তব্ধতার তপস্যায় নিমগ্ন কুঠিবাড়িটি। প্রাঙ্গণে নানারকম ফুল আর বাহারি গাছের সযত্ন বিন্যাস। মাঝে মধ্যে পুরাতন আম, পাম আরও বড়ো বড়ো গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা প্রাঙ্গণে ধীর পায়ে হাঁটছি। মাথার উপরে একটু ঘোলাটে চাঁদ। আলো পড়েছে কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে বিশ্বচরাচরময়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে বসেছি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় জায়গা পুকুরের সিঁড়ির পাশে বকুল গাছের নিচে। অনুভব করছি কবিকে। এই প্রাঙ্গণে, পুকুরের এই সিঁড়ির কোণায়, প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সুদূর মাঠের অসীমে, পদ্মার চরে, পদ্মার বুকে জলে ভেসে তিনি সৃজনশীলতায় মগ্ন ছিলেন। আমি ভাবছি আর অনুভব করছি কবির সেই ঘুরে বেড়ানো। ধুসর রঙের সেই পরিচিত জোব্বা গায়ে, হাতদুটো আলতোভাবে পিছনে বেঁধে মাথাটা সামান্য সামনে ঝুকিয়ে আপনমনে হেঁটে চলেছেন। এমন সময় পাশে বসে অধ্যক্ষ স্যার আপনমনে গেয়ে উঠেছেন ক্ষ্ম তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে... দরাজ গলায় বিশুদ্ধ সুরে ও উচ্চারণে হৃদয় থেকে গেয়ে চলেছেন। আমরা শুনতে শুনতে কোন অমরাবতীতে পৌঁছে গেছি। হঠাৎ ওপাশের সিঁড়ি থেকে একজন গম্ভীর কিন্তু স্বর্গীয় স্বরে

বললেন ক্ষ্ম বাহ্ চমৎকার গলা এবং গায়কী তোমার ! তাকিয়ে দেখি স্বয়ং কবিগুরু বসে আছেন। কখন তিনি নীরবে নিঃশব্দে এসেছেন টের পাইনি। কবিগুরুর কথা শুনে গায়ক স্মিত হাসলেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বিস্মিত হলেন তারচেয়ে অনেক বেশি। তারপর কবির সাথে কত কথা। আমি বললাম আপনি কি প্রতিদিন আসেন এখানে ? কবি বললেন, ক্ষ্মপ্রতিদিন কি আসা সম্ভব হয় ? তবে মন খারাপ লাগলে আমি আজও এই কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণে চলে আসি। এখানে এসে জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গ পেতে মন চায়। কিন্তু তাঁকে পাই না। আমার ভৃত্যগুলো আসে আমার সাথে। ওরা আমাকে আগলে রাখতো। উমাচরণ, অকালে মারা গেল। তারপর সাধুচরণ এলো। বড্ডো মেজাজী। রসবোধ নেই। কিন্তু কাজে পারদর্শী। শুধু কাজ দিয়ে কী করবো বলো? তো ওকে ছেড়ে দিলাম। তারপর একে একে ভোলানাথ, বিপিন,প্রসন্ন, মহাদেব, বনমালী কতজন এলো গেল। বেলার মা (রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী) যেবার এখানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে সংসার পাতলো, তখন ছিল প্রসন্ন। ও ছোটবোউকে ছোটমা বলে ডাকতো। বেলা, রথী ঘুরে ঘুরে সারা কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণে খেলা করতো। রেনুকা সেবার হয়েছে মাত্র। গফুর মাঝি এসে বলতো বাবু বজরায় আজ যাবেন ? কত কথা যে এখানে এলে মনে পড়ে ! এই বিপুল আকাশ, উদার অসীম শূন্য প্রান্তর, বিশাল পদ্মা, ধু ধু চর , পদ্মার চরে উপচে পড়া জোৎস্নার আলো, নিঃসীম অন্ধকার, নিরন্ন নিরক্ষর মানুষেরা

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রবাদ প্রতিম গায়ক উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ

বিশেষ প্রতিনিধি

স্বয়ং আমির খাঁ বলতেন, আমাদের বহু কষ্ট করে আসর জমাতে হয় আর বড়ে গোলাম আলি আসরে বসে সুর লাগালে আসর এমনিই জমে যায়, তাঁর গলার এমনই তাসীর, এমনই প্রভাবগুণ। বড়ে গোলাম আলি খান সাহেব ও তাঁর পরিবার কলকাতায় এলেন ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে। ওঁনারা এসে উঠলেন থিয়েটার রোডের ‘হাতোয়া হাউস’-এ। বাড়িটা ছিল হাতোয়ার মহারাজার। তাঁরই অতিথি হিসেবে এই শহরে বসবাসের প্রথম কটা দিন কাটালেন খান সাহেব ও তাঁর পরিবার। বলা বাহুল্য, কলকাতার সঙ্গীতপ্রেমী মানুষেরা খান সাহেব আসায় খুবই খুশি হলেন। একের পর এক অনুষ্ঠানে গান গাইবার অনুরোধ এল। পরে খান সাহেব বলেছিলেন যে, কলকাতার দর্শকদের সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক বেশি শিল্পরসানুগ্রাহী, অনেক বেশি হৃদয়ঘটিত। বাংলার শ্রোতারা কোনও রাগ শোনার সময় যেমন তার মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যায়, তেমনটি আর কোথাওই হয় না। তাঁর মতে, কারণটা হল যে, বাঙালির শাস্ত্রীয় গান শোনার অভ্যাসের উৎস আসলে ভক্তিরসের প্রতি তার ভালবাসা। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে বাঙালি তো এই সুর-সাধনাই করে এসেছে। এ দেশ যে চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে মুর্শিদি আর মারফতি গানের দেশ। রবীন্দ্রনাথের গানে কিছু বিদেশি সুর থাকলেও তার মূল রসের ভিত্তিই তো ছিল বাংলার লোকগান। নতুন এলে কী হবে, খান সাহেব চটপটই যেন কলকাতার ঘরের লোক হয়ে গেলেন। ইয়ার-দোস্ত জুটে যেতে সময় লাগল না তেমন। রাইচাঁদ বড়াল, লালুবাবু, অধিরাজ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন খান সাহেবের অতি প্রিয় সুহৃৎ শঙ্করবাবু ও পটলবাবু এবং বাগচি দাদা। তখনকার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা অনেকেই তাঁদের শহরের এই সম্ভ্রান্ত অতিথিকে বরণ করতে এগিয়ে এলেন। ওস্তাদ বিলায়েৎ খান, শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র, উস্তাদ আলি আকবর খান, বিখ্যাত তবলাবাদক উস্তাদ কেরামত খান, উস্তাদ শওকত

আলি খান, উস্তাদ রহিমুদ্দিন ডাগর এবং আরও অনেকে ছিলেন এঁদের মধ্যে। খান সাহেবের মন পসন্দ হল কলকাতা। সিদ্ধান্ত নিলেন এখানেই পাকাপাকি ডেরা বাঁধবার। পার্ক সার্কাসের বেকবাগান এলাকায় একটা ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। পাড়ার বাজারে মিলত পছন্দসই সব জিনিস। কাছেই থাকতেন প্রখ্যাত সেতারবাদক এনায়েৎ খান সাহেব, তাঁর ছেলে বিলায়েৎ খান ও ইমরাৎ খান ও তাঁদের অন্য ভাইবোনেরা। খান সাহেবের শাগরেদ মীরা ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় পড়শিই ছিলেন, আর এক জন পড়শির নাম ছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। মীরা, প্রসূন, সন্ধ্যা এর আগেই খান সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন। খান সাহেব থাকতেন ছোটখাটো তিন কামরার একটা ফ্ল্যাটে। বাইরের ঘরে অতিথিদের আপ্যায়ন ও শিক্ষাদান। ভিতরের একটা ঘরে থাকতেন তিনি ও তাঁর বেগম আল্লা রাখী। বেগম সাহেবা ছিলেন ছোট্টখাট্টো, গোলগাল এক জন মানুষ। মুখে সব সময়ে হাসি লেগেই থাকত। আর চোখদুটো জ্বলজ্বল করত। আম্মা নামেই তাঁকে সবাই চিনতেন। ছিলেন পতি-অন্ত-প্রাণ। খান সাহেবকে নাওয়ানো, খাওয়ানোর ভার পুরোটাই নিজের হাতে রেখেছিলেন। খান সাহেব আর বেগম সাহেবার উল্টো দিকের ঘরটাই ছিল তাঁর বড় ছেলে মুনাবর আলি খানের আর তাঁর বউ-বাচ্চার। খান সাহেব খাবার খেতেন বাইরের ঘরের ‘তখ্‌ত’-এ বসে, যেখানে প্রায়ই সঙ্গে জুটে যেতেন বন্ধু-বান্ধবরা। নতুন শাগরেদ গ্রহণ করার একটা বিশেষ প্রথা আর অনুষ্ঠান ছিল। খান সাহেব ও বেগম সাহেবার জন্য নতুন কাপড় ও কিছু মুদ্রা ‘নজরানা’ হিসেবে উপহার দিতে হত। অন্য ট্রেতে থাকত মিঠাই, গুড় আর ছোলা। তার সঙ্গে লাল হলুদ বুনটের একটা সুতো, ‘গাণ্ডা’। উস্তাদ হবু শাগরেদের হাতে এই সুতো বেঁধে দিতেন আর মুখে দিতেন একটু ছোলা আর গুড়। ঘটনাটা শুনতে হয়তো খুবই সাধারণ, কিন্তু সাধারণত, নতুন ‘গাণ্ডা বাঁধা শাগরেদ’ মানুষটি একেবারেই অভিভূত হয়ে পড়তেন। এর পর উপস্থিত সবাইকে দেওয়া হত চা বা সরবত। আর শুরু হয়ে যেত নতুন শাগরেদের তালিম। বড়ে গোলাম আলিকে বর্ণনা করতে গেলে একটা কথাই বলতে হয় যে, উনি যেসব গান গাইতেন, সব খানদানি গান। ওঁর গায়কীর সঙ্গে গোয়ালিয়রের গায়কীর অনেক মিল আছে... কিন্তু সেখান থেকে এনে যে transformation উনি করতেন, সেটাকে আমি কি বলব! aesthetically– spiritually এবং musically সব দিক দিয়ে স্বতন্ত্র এবং স্বাতন্ত্র্য যেটা, সেটা এত বিচারশীল যে, বিচার করে করতেন এবং দেখাতেন। সেই সঙ্গে যা উনি করছেন পুরোটাই তাঁর কন্ট্রোলে। কণ্ঠ, চিন্তাধারা, অনুভূতি সবই যেন ওঁর আয়ত্তে। গান উনি করতেন যেমন অনেক খানদানি গায়করা গান। বাপ, দাদা গাইছেন, তাঁদের রাস্তা ধরে উত্তরসূরীদের গান গাওয়া; শুধু তাই নয়, উনি নিজেই স্বীকার করতেন, ছেলে মুনাব্বর খাঁও এই কথাই বলেন যে, খাঁ সাহেব তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকে শুনে বা শিক্ষা করে যে জিনিস লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে অনেক বস্তুই তাঁকে বিন্যাস করতে হয়েছে সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবের বিচারে। অর্থাৎ গোলাম আলি খাঁ ন্দ্রখন্খ ন্ত্বদ্রন্দ্বত্র, আর ন্ত্বদ্রন্দ্বত্র হলেই ধর্ম অথবা সঙ্গীত সব ক্ষেত্রেই বাধার সম্মুখীন হতেই হয়। সকালের তালিমের পর খান সাহেব দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করতেন। চারটে নাগাদ এক কাপ চা খেয়ে ছাত্রীর ফিয়্যাট গাড়িতে বেড়াতে বেরনো ছিল তাঁর প্রিয় নেশা। তখনকার কলকাতার সন্ধ্যার খোলা বাতাস আর নানান দৃশ্যাবলি ছিল তাঁর বড়ই প্রিয়। পাশের সিটে খান সাহেব রুমালে গিঁট বেঁধে বেশ কিছু খুচরো পয়সা রাখতেন ভিখিরিদের দেওয়ার জন্যে। ট্রাফিক লাইটে গাড়ি থামলেই হল। খান সাহেব কথা বলতে, গল্প বলতে খুব ভালবাসতেন। সব কিছুই ভাগ করে নেওয়া চাই। যেন এক সত্যিকারের ফকির, নিজের জন্যে কিছুই যে রাখে না। একবার গঙ্গার ধারে গাড়ি থামিয়ে নামলেন খান সাহেব। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন গঙ্গার দিকে। প্রকৃতির কী আজব কারখানা! ডানা নেড়ে মাছ স্থির থাকে এক বিন্দুতে, আমরা যেমন সুরকে তুলে আনি আমাদের অন্তঃস্থল থেকে, নিঃশ্বাসে শব্দ মিশিয়ে তৈরি করি তার বিস্তার। দম লাগে, সবেতেই দম লাগে। শোভানাল্লাহ, এই মাছেরা শরীর বাঁকিয়ে সৃষ্টি করে গতি। আমরা যেমন পেট-বুক-গলা দিয়ে তৈরি করি সুরের গতি...। আমাদের পুরো অস্তিত্বই যে তখন ওই সৃষ্ট সুরের সঙ্গে মিলে যায়.... গায়ক আর গীত তো অভিন্ন, যে চূড়ান্ত মিলনের অভিলাষী সব সুরসাধক।

রুটমার্চ চলছে না বলে অভিযোগ করলেন নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ এপ্রিল ঃ নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকা গুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে রুটমার্চ চলছে না বলে অভিযোগ করলেন নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী।

তিনি আজ বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের আগের থেকেই এলাকায় এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুডমার্চ হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন এলাকায় আধা সামরিক বাহিনীর রুডমার্চের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ভোটারদের মনে সাহস যোগানোর জন্য নির্বাচন কমিশন যা চায় প্রশাসন তা করছে না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে যেভাবে সন্ত্রাস তৈরি করেন সেই সন্ত্রাস ঠেকাতে তুফানগঞ্জ মেখলিগঞ্জ সিতাই শীতলকুচি এই এলাকাগুলিতে আধা সামরিক বাহিনীকে অতিসত্বর সক্রিয় করতে হবে।

নাকা চেকিং, পানিট্যাঙ্কি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ১ ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি পানিট্যাঙ্কি মোড়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ নাকা চেকিং করার সময় শিলিগুড়ি কালিম্পংগামী একটি বেসরকারি বাস থেকে কুড়িটি খুঁকরি সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে।

জানা গেছে ব্যক্তির নাম নূর বাহাদুর কামি, বয়স ৫৫ বছর। তিনি কালিম্পং এর বোম বস্তি এলাকার বাসিন্দা। পেশায় ব্যবসায়ী। নাকা চেকিং করার সময় তার কথাবার্তা ওপর পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তার সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগকে তল্লাশি করা হলে কুড়িটি খুঁকরি পাওয়া যায়। যার আনুমানিক মূল্য ১৬০০০ টাকা। নেপালি এই বিপুল পরিমাণ খুঁকরি ঠিক লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি কি কারণে কালিম্পং নিয়ে যাচ্ছিলেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই অস্ত্র পাচারের পেছনে কোনরকম রাজনৈতিক মতলব রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করে। আগামীকাল শিলিগুড়ি আদালতে আসামিকে পেশ করা হবে। সম্পূর্ণ ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারও বড় ভাঙ্গন কংগ্রেস এবং আইএসএফে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারো বড় ভাঙ্গন কংগ্রেস এবং আইএসএফে। মালদার সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের

যদুপুর অঞ্চলের চারজন কংগ্রেস এবং একজন আইএসএফ ছেড়ে যোগদান করল তৃণমূল কংগ্রেসে। যোগদান কারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শাহনাজ আলী রায়হান সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন যদুপুর অঞ্চলের কংগ্রেসের সভাপতি তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আব্দুল রাকিব, কংগ্রেসের উপপ্রধান রোজি খাতুন, প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চাযেত় সদস্য হাজিলা খাতুন, এবং আইএসএফের পঞ্চায়েত সদস্য সাদিকুল ইসলাম সহ ১০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। যোগদানকারীরা জানান তারা দলে থেকে যোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না এবং মানুষের জন্য করতে পারছেন না তাই তারা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানান মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন দেখে কংগ্রেস এবং আইএসএফ ছেড়ে তারা আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন।

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধা মা ও ছেলে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩ এপ্রিল ঃ বিষ খেয়ে একসাথে আত্মঘাতী বৃদ্ধা মা ও ছেলে। বুধবার সকালে এমনি মর্মান্তিক ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়ালো ইটাহার থানার পতিরাজপুর অঞ্চলের শ্রীধরপুর গ্রামে। ইটাহার থানার পুলিস সূত্রে খবর, মৃত মায়ের নাম প্রবেদা বেওয়া (৬৭) ও ছেলের নাম সবেদ আলী (৩৫)। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক অনটনে দিন কাটছিল মা ও ছেলের। তারমধ্যে জন্ম থেকে মানসিক ভাবে অসুস্থ ছোট ছেলে সবেদ আলী। বৃদ্ধা মা দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ হয়ে কার্যত শয্যাশায়ী। ফলে মানসিক ভারসাম্যহীন ছোট ছেলের চিন্তায় দিন কাটত বৃদ্ধা মা প্রবেদা বেওয়ার। মঙ্গলবার রাতে নিত্যদিনের মত খাবার খেয়ে ঘরে ঘুমাতে যায় মা ও ছেলে। বুধবার সকালে দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় বড় ছেলে অবেদ আলীর। তার চিৎকারে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রতিবেশী বাসিন্দারা। দরজা ভেঙে দেখে ঘরের ভিতরে অচৈতন্য অবস্থায় পরে আছে দু'জনে। খটনার খবর দেওয়া হয় ইটাহার থানার পুলিসকে। পুলিস গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে মা - ছেলের বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিসকের। তবে আর্থিক অনটনের জেরে আত্মঘাতী হয়েছে মা ও ছেলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিস। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পুলিস রায়গঞ্জ মেডিক্যালের মর্গে পাঠিয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিস।

মাদক কেসে অভিযুক্তকে বারাসতে প্রার্থী করেছে, অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নয়, গুয়াহাটি পুলিশের ঃ অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ৩ এপ্রিল ঃ মাদক কেসে অভিযুক্তকে বারাসতে প্রার্থী করেছে। এই অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নয়। বিজেপি শাসিত রাজ্যের গুয়াহাটি পুলিশ কেস করেছে। শেখ শাহজাহান মামলায় মাদক যোগের কথা বলেছে ইডি। সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, বিজেপির সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারীদের প্রশ্ন করুন, তারা মাদক কেসে অভিযুক্তকে বারাসতে প্রার্থী করেছে। এই অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নয়। গুয়াহাটি পুলিশ করেছে। সংবাদে সেটা বেরও হয়েছে। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, সেই ব্যাপারে শুভেন্দুদের প্রশ্ন করার সাহস আপনাদের নেই। তৃণমূলকে করুন। অসুবিধা নেই। তার উত্তর দেব। বিজেপির শান্তনু ঠাকুরকে বিজেপির হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার বলেছেন গাঁজাখোর। আমরা বলি নি। সংবাদে আপনারাই দেখিয়েছেন। আপনারা দেখছেন তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূলের কোথাও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই। ভলভো বাসে গরুপাচার প্রসঙ্গে এদিন অভিষেক বলেন, অনুব্রত তো জেলে। তবে কী করে অন্যরাজ্য থেকে গরু এসে গরু পাচার হচ্ছে? আসলে ইডি সিবিআই শেষ কথা বলে না। মানুষ, জনতা জনার্দন শেষ কথা বলে। আগামী দিনে মানুষ এর জবাব দেবে। বীরভূম লোকসভায় বিজেপির প্রার্থী দেবাশীষ ধরের বিরুদ্ধে শীতলকুচি কাণ্ডে অভিযোগ ওঠে। রাজ্য প্রশাসন তাকে সাসপেন্ডও করে। সেই প্রসঙ্গে অভিষেক এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, যদিও বিজেপি কাকে বিধানসভায় বা লোকসভায় প্রার্থী করবে তাদের অভ্যন্তরীন বিষয়। কিন্তু চিরদিন তারা সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি করেছে। দেবাশীষ ধরের অডিও ক্লিপ নিয়ে অভিষেক বলেন, সংবাদ মাধ্যমে বিজেপির তৎকালীন রাজ্যসভাপতি বলেছেন সব জায়গাই শীতলকুচি হবে। সেক্ষেত্রে দেবাশীষবাবুর উচিত রাজ্যসভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া বা তার বিরুদ্ধে একটা মানহানির মামলা করা। বৃহস্পতিবার কোচবিহার থেকে বাংলায় লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। তার আগে আবাস নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন অভিষেক। এদিন তাঁকে কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আশা করবো, একশ দিন ও আবাসে কতটাকা দিয়েছেন, শ্বেতপত্র হাতে নিয়ে, মাইকে বলবেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২১ সাল থেকে একশো দিনের কাজে ক' পয়সা এবং আবাস যোজনায় ক' পয়সা দিয়েছেন এক হাতে শ্বেতপত্র নিয়ে মাইকে বলবেন। ২০১৮ সালের আবাস যোজনার ক্লাস্টারের এক পয়সা ছাড়ে নি বিজেপির মোদী সরকার। মানুষ সব বুঝতে পারছে। আজ জলপাইগুড়ির ঝড়ে বাসিন্দাদের মাথায় ছাদ থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটতো না। দুটি শিশু। তার মধ্যে একজনের বয়স দুই। ফুলের মতো শিশু নাম পিউ। আরেকজনের বয়স ১৪। তাদের ময়নাগুড়ির দুই ব্লকে বাড়ি। যদি তাদের মাথায় ছাদ থাকতো তাহলে সঙ্কটজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি আসতে হতো না। এর দায় পুরো কেন্দ্র সরকারের। তবে আমরা বলেছি। আগামীতে আবাসের বাড়ির ব্যবস্থা সরকার করবে। এদিন অভিষেক বলেন, নির্বাচন বিধি লাগু আছে তাই রিলিফ ক্যাম্পের মাধ্যমে সব হচ্ছে। বিধি শেষ হলে সব সরকার করে দেবে। পাশাপাশি, এদিন সিপিএমের শমীক লাহিরীর কমিশনে অভিযোগ করা প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, উনি অভিযোগ করুন। যদি মনে করেন কোনো টাকা নয় ছয় করেছি, হাইকোর্টে মামলা করুন। তবে জেনে রাখুন, আলিপুরদুয়ারের পর কাল কোচবিহারে বৈঠক করেছি। কাল ঝাড়গ্রাম যাব। আজ বীরভূমে বৈঠক করলাম। কোর কমিটি থেকে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কর্মী বৈঠক করলাম। বিপুল সাড়া ও উৎসাহ। বলে রাখছি, ২০১৯-র থেকে বেশি মার্জিন বাড়বে।

ছেলেকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ এপ্রিল ঃ ছেলেকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর তারপরই মর্মান্তিক পরিণতি। পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি স্টেশনের কৃষ্ণপুর এলাকায়। মৃতদের মধ্যে একজন হলেন গোবিন্দ নাগ (৩০) ও অপরজন গৌরব নাগ (৭)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গোবিন্দবাবু এলাকায় ভাল রাঁধুনি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনগর কালীতলায় সমর হালদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। মঙ্গলবার বিকাল চারটে নাগাদ কাজ থেকে ফিরে সাত বছরের ছেলে গৌরবকে নিয়ে পুকুরে সাঁতার শেখাতে যান। সন্ধ্যা হয়ে গেলেও ছেলেকে নিয়ে বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পুকুর পাড়ে জুতো পরে থাকতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুকুরে তল্লাশি শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর যায় পুলিশে। এরপর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী রাত্রিবেলা পুকুরে তল্লাশি জোরদার করে। রাত ১১ টা নাগাদ বাবা ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠায় চুঁচুড়া থানার পুলিশ। তাঁদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নামে এলাকায়। এই প্রসঙ্গে কোদালিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় তৃণমূল সদস্য পরিতোষ মজুমদার বলেন, বাবা ছেলেকে নিয়ে পুকুরে নেমেছিলেন। সেই সময় ঘাটে থাকা কয়েকজন তাঁদের দেখেছিলেন। তবে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পুকুর পারে জুতো দেখে সন্দেহ হয়। এরপর পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে খোঁজা হয়। দু'জনকেই মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। শিশুটির বাবা মদ্যপান করেছিলেন।

দীঘা -পাঁশকুড়া ট্রেনে প্রচার চালালো এসইউসিআই(সি) প্রার্থী মানস প্রধান

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৩ এপ্রিল ঃ আজকে এসইউসিআই (সি) দলের কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মানস প্রধান দীঘা - পাঁশকুড়া লোকাল ট্রেনে জন সংযোগ করলেন। তিনি কাঁথি স্টেশন থেকে লবন সত্যগ্রহ (চন্ডিপুর) পর্যন্ত ট্রেন যাত্রীদের সাথে কথা বলেন তাদের সমস্যা শোনেন এবং যাত্রীদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই (সি) প্রার্থী কমরেড মানস প্রধান বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন কে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দীঘা-পাঁশকুড়া লাইনে পর্যাপ্ত লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, দীঘা -জ্বলেশ্বর এবং বাজকুল -নন্দীগ্রাম রেললাইন স্থাপনের কাজ দ্রুত শুরু করা এবং স্টেশন গুলিতে যাত্রীদের জন্য পরিশ্রুত পানীয় জল, টয়লেট সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি আমরা তুলে ধরছি। প্রসঙ্গত এসইউসিআই (সি) দল সারা রাজ্যে ৪২ টি আসনে এবং সারা দেশে ১৫১ টি আসনে একক শক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, দলের পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অশোকতরু প্রধান বলেন কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে আমাদের দল আসন্ন লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বড় রাজনৈতিক দল গুলির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও বিজ্ঞাপনের প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে গরিব মেহনতি মানুষের বাঁচার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য এসইউসিআই (সি) দলের প্রার্থীদের ভোট দেওয়া উচিত। আজকে দলীয় কর্মীরা হ্যান্ডবিল বিতরণ সহ নির্বাচন সংক্রান্ত একটি বই ট্রেনযাত্রীদের পৌঁছে দেয়। আজকের কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন বিশ্বজিত রায়, লক্ষণ ঘোড়ুই, বিতস্তা মণ্ডল, অনুপ জানা প্রমুখ।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ ০২-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫, তারিখ ০১.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজ/স্থানের নাম ঃ** "আসানসোল ডিভিসন - কুমারডুবিতে এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশনের ব্যবস্থা করার কাজ।" **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪২,৮৭,২১০.১১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,২১,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপে হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। টেন্ডারদাতা /দরপ্রস্তাবদাতাদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেটার সার্টিফিকেট থাকা এবং আইআরইপিএস পোর্টালের নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা /দরপ্রস্তাবদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশ নিতে পারবেন। ASN-05/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তারিখ ০১.০৪.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ১০৯৫ দিনের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-৫১-আর। ক্র. নং.; লট নং./বিভাগ; স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ ঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচপিডি-টিডব্লু-৭৮-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), ডাহাপাড়া ধাম। (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএএ-টিডব্লু-৭৩-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বারালা। (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসওএই-টিডব্লু-৮৪-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), সোমরাবাজার। (৪) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এবিজিএম-টিডব্লু-৭৫-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), অম্বলগ্রাম। (৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসপিএস- টিডব্লু-২২০-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। (৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই- টিডব্লু-২৩৮-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), পাল্লা রোড। (৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিএল-টিডব্লু- ১০১-২৪-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), শিবলুন। (৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই- টিডব্লু-৭৪-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), চৌরিগাছা। (৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই- টিডব্লু-৪০-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বেলমুড়ি। (১০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই- টিডব্লু-৫২-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), গঙ্গাটিকুরী। (১১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এইচজিওয়াই- টিডব্লু-১৮৬-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), হুগলি। (১২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি- টিডব্লু-১২০-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), শিবাইচণ্ডী। (১৩) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-এমএসএই- টিডব্লু-১৩২-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), মশাগ্রাম। (১৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই- টিডব্লু-১৩৫-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), চন্দনপুর। (১৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর- টিডব্লু-২১৬-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), চাতরা। (১৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই- টিডব্লু-৫৮-২৪-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), ত্রিবেণী। (১৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই- টিডব্লু-২৫০-২৪-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বাজারসৌ। (১৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই -টিডব্লু- ৫৫-২২-২ (পার্কিং - দুই চাকার যান), লালবাগ কোর্ট রোড। (১৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএএন- টিডব্লু-২১০-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), খানা। (২০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-টিডব্লু- ২৪৪-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), ধাত্রীগ্রাম। (২১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ভিএসপিআর- টিডব্লু-৫৭-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট। (২২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ- টিডব্লু- ৪৬-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বাগিলা। (২৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-আরএসএলআর - টিডব্লু- ১৯৭-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), রসুলপুর। (২৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই- টিডব্লু-১২১-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), জৌগ্রাম। (২৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই- টিডব্লু-২৪২-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), গুপ্তিপাড়া। (২৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএনই- টিডব্লু-২২৫-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), প্রান্তিক। (২৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএএইচডব্লু- টিডব্লু-২০২-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বাহিরখণ্ড। (২৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ- টিডব্লু-৪৩-২৩-২ (পার্কিং - দুই চাকার যান), গোবরা। (২৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিএমএলই- টিডব্লু-৮৫-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), ডুমুরদহ। (৩০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিএসজিবি-টিডব্লু- ৭২-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), গোঁসাইগ্রাম। (৩১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমএনভি- টিডব্লু-৮৮-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), মল্লারপুর। (৩২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই- টিডব্লু-২১৫-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), মোরগ্রাম। (৩৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিপিএস-টিডব্লু- ২১৩-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বনপাস। (৩৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএফজেড-টিডব্লু-১৪২- ২৪-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), ভাণ্ডারটিকুড়ি। (৩৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-টিডব্লু- ৩৯-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), বেলানগর। (৩৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনআরএক্স-টিডব্লু- ২১২-২২-২ (পার্কিং -দুই চাকার যান), নোয়াদার ঢাল। (৩৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএএন- টিডব্লু-১৩৬-২২-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), খানা। (৩৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স- টিডব্লু-২৩৭-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), জনাই রোড। (৩৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিওজিটি- টিডব্লু-৬৬-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকার যান), গোঘাট। (৪০) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- পিএসএই- আরডব্লু- ২২২-২২-১ (পার্কিং - তিন চাকার যান), পূর্বস্থলী। (৪১) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- কেসিওয়াই- আরডব্লু-৮৭-২২-১ (পার্কিং - তিন চাকার যান), কইচর। (৪২) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- এসএএলই-আর ডব্লু-৮১-২২-২ (পার্কিং - তিন চাকার যান), সালার। (৪৩) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ- পিএসএই-আরডব্লু- ২২১-২২-১ (পার্কিং - তিন চাকার যান), পূর্বস্থলী। (৪৪) পার্কিং- এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই- এমএক্স- ২৩২-২২-১ (পার্কিং -মিশ্র), কাটোয়া। (৪৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই-এমএক্স-২৪১-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্র), সাগরদিঘি। (৪৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইজেড-এমএক্স-২২৭-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), শ্রীখণ্ড। (৪৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এমএক্স-৭৬-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), কর্ণ সুবর্ণ। (৪৮) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-এমএক্স-৬৫-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), আরামবাগ। (৪৯) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনবিকেএইচ-এমএক্স-৭৭-২২-১ (পার্কিং - মিশ্র), নবগ্রাম কাঁকুড়হাটি। (৫০) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-এমএক্স-৫৩-২২-২ (পার্কিং - মিশ্র), সালার। (৫১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-এফডব্লু-৫৪-২২-১ (পার্কিং - চার চাকার যান), সালার। **শুরুর তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪৬ পর্যন্ত **১৫.০৪.২০২৪ তারিখ এবং** ক্র. নং. ৪৭ থেকে ৫১ পর্যন্ত **১৬.০৪.২০২৪ তারিখ। সময় ঃ সকাল ১০টা।** HWH-04/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.HWH-04/2024-25

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আবার অভিযুক্ত প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়! তিহারে পাঠানোর হুঁশিয়ারি তৃণমূল বিধায়ককে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩ এপ্রিল ঃ প্রথমে দিলীপ ঘোষ, তারপর অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। ভোট প্রচারে দলীয় প্রার্থীদের কুকথা সামলাতেই জেরবার পদ্ম শিবির। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মন্তব্যের জেরে

ইতিমধ্যে দিলীপকে সতর্ক করে নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তারপর তমলুকের প্রার্থী, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুকামনা করেছেন- এই অভিযোগে সরব হয়েছিল তৃণমূল। ফের সেই অভিজিতের কুকথা ঘিরেই শোরগোল পড়েছে ফের বিতর্কে তমলুক লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। এবার তৃণমূলের বিধায়ককে তিহার জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি প্রার্থী তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার নন্দকুমার এলাকায় প্রচারে গিয়েছিলেন অভিজিত। সেখানে দলীয় কর্মীরা তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার দে'র বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ জানান। এরপরই কর্মী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিচারপতিকে বলতে শোনা যায়, এলাকার মানুষের মুখে শুনলাম, এখানকার তৃণমূল বিধায়ক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন। প্রকাশ্য সভা থেকে বলে যাচ্ছি, সাবধান হন, সন্ত্রাস বন্ধ না করলে তিহারে যেতে হবে! ইতিমধ্যে সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল ওই ভিডিও। এই ব্যাপারে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তথা বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিক্রিয়াও জানা যায়নি। তৃণমূলের দাবি, তিহারে বলতে তিহার জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। গরু পাচার মামলার অভিযোগে বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এখন রয়েছেন তিহার জেলে। তৃণমূলের অভিযোগ, এজেন্সিকে দিয়ে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে অনুব্রতকে তিহারে আটকে রাখা হয়েছে। এই ব্যাপারে নন্দকুমারের তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার দে বলেন, বিজেপির সঙ্গে বাংলার মানুষ নেই, ওদের অস্ত্র বলতে ওই ইডি, সিবিআই। বিজেপি প্রার্থী তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তাই নিজের ভাষায় হুমকি দিয়েছেন। ভোট বাক্সে মানুষের যোগ্য জবাব দেবে। এর আগেও অভিজিতের শব্দচয়ন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তৃণমূলকে জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করার অভিযোগ উঠেছিল। তারও আগে মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু কামনার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপি প্রার্থী দাবি করেছিলেন, আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার করা তাঁর শব্দের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনুপস্থিতির কারণে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ফার্স্ট সামিটিভ পরীক্ষায় বসতে পারল না স্কুলের ১৭৫ জন ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩ এপ্রিল ঃ অনুপস্থিতির কারণে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ফার্স্ট সামিটিভ পরীক্ষায় বসতে পারল না স্কুলের ১৭৫ জন ছাত্র। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১৭৫ জন ছাত্র বসতে পারল না ফার্স্ট সামিটিভ পরীক্ষায়। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে বুধবার দুপুরে স্কুলের গেটে সাময়িক ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এডমিট না পাওয়া ছাত্রের অভিভাবকেরা। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান নির্দিষ্ট উপস্থিতির ভিত্তিতে অন্যান্য ছাত্রদের পরীক্ষায় বসার এডমিট দেওয়া হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানা যায়, স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় ছাত্ররা স্কুলে ২৫ শতাংশ উপস্থিত থাকলে তবেই পরীক্ষায় বসতে পারবে ছাত্ররা। তাই উপস্থিতির বিষয়টি আগেই অভিভাবকদের অবগত করা হয়েছিল। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী ১৪২৬ জন ছাত্রের মধ্যে ১৭৫ জনকে পরীক্ষায় বসার এডমিট দেওয়া সম্ভব হয়নি স্কুলে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার কারণে। প্রধান শিক্ষক আরও জানান, ফার্স্ট সামিটিভ পরীক্ষা শেষে আগামী ১০ এপ্রিল থেকে শুরু হবে স্কুলের পঠন-পাঠন। যেসব ছাত্র এডমিট না পেয়ে ফার্স্ট সামিটিভ পরীক্ষায় বসতে পারল না,তারা যদি আগামী দিন স্কুল খোলার পর নিয়মিত স্কুলে আসে তাহলে তাদের গরমের ছুটির আগেই একই সিলেবাসে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রধান শিক্ষক জানান, যেসব ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং দেবেন, তাদের পরীক্ষার খাতা যেমন দেখানো হয় তেমনি অভিভাবকদের দেখানো হবে।

ঝড়ে ক্ষতির পড়ে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ এপ্রিল ঃ ঝড়ে ক্ষতির পড়ে অগ্নিকাণ্ড। গতকাল রাতে আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের উত্তর কামসিং এলাকায় চারটি বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ক্ষতি হয় বাসিন্দাদের গবাদী পশু সহ আসবাব পত্র এছাড়াও ভোটার, আধার, রেশন কার্ড সহ প্রায় সব নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে চিন্তিত তাঁরা। বুধবার সকালে এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে দেখা করে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেন আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। এই বিষয়ে উল্লেখ্য ঝড়ে এই উত্তর কামসিং এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

ভস্মীভূত ৪ টি বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৩ এপ্রিল ঃ বুধবার সকালে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল চারটি বাড়ি। ঘটনাটি এদিন বুধবার সকালে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের বড় কোবলা মৎস্যজীবী পাড়া এলাকায় ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় এলাকাবাসীদের তরফে জানা গেছে এদিন বুধবার সকাল ন'টা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে একটি রান্নার ঘরে রান্না করতে গিয়ে আগুন লেগে যায়। এরপরই পরপর পাশে থাকা চারটি বাড়ি পুড়ে যায়। স্থানীয় এলাকাবাসীরা নিজেরাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়, পরবর্তী সময় সেখানে এসে পৌঁছায় নবদ্বীপ দমকলের একটি ইঞ্জিন। এরপরে এদিন সেখানে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সাথে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শর্মিলা সরকারও।

IIFL FINANCE | গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at 1st Floor, New Barna Parichaya Book Stall, Egra Collage Road, Senapati Market, Egra, Dist. - Purba Medinipur, Pin - 721429, West Bengal, will be shifting to below mentioned address with effect from 5th July, 2024.

New Address: IIFL Finance Ltd., 1st Floor, Kasba, Egra, Egra College Road, Ward No. - 7, Dist. – Purba Medinipur, Pin – 721429, West Bengal.

Contact No. 7304416541 / 7304416542

All existing services can be availed at the new Location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের শাখা, ১ম তলা, নতুন বর্ন পরিচয় বইয়ের স্টল, এগরা কলেজ রোড, সেনাপতি বাজার, এগরা , জেলা। - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-721429, পশ্চিমবঙ্গ, 5 ই জুলাই, 2024 থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ১ম তলা, কসবা, এগরা, এগরা কলেজ রোড, ওয়ার্ড নং - 7, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - 721429, পশ্চিমবঙ্গ।

যোগাযোগের নম্বর: 7304416541 / 7304416542

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে।

নোটিশ

আমার মক্কেল রানি পল ডি / ও প্রয়াত গণেশ পাল, বসবাসকারী ৪ / ৫ নেতাজি নগর, কলকাতাঃ ৭০০০৪০ ১৯৬৫ সালের দলিল নং ৭২৪৭ এবং ১৯৮৬ সালের জন্য দলিল নং ৪৩৬৪ হারিয়েছেন এবং নেতাজি নগরে একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। ২৯.০৩.২০২৪ তারিখে জি.ডি. এন্ট্রি নং ১৬৬২ এর মাধ্যমে থানা। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখের ০৭ দিনের মধ্যে, এই তারিখ থেকে ০৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নম্বর ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

নোটিশ

আমার মক্কেল প্রবীর সরকার, বাকুরা, ৪৭১ বীরসিংহপুরে বসবাসকারী মৃত অতুল চন্দ্র সরকার, ২০০৪ সালের দলিল নং ১০৭৬ এবং ২০০৯ সালের দলিল ১৫২৩ হারিয়েছেন এবং বারজোড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। জি.ডি. এন্ট্রি নং ১৭০৯ তারিখ ৩০.০৩.২০২৪ এবং জি.ডি. এন্ট্রি নং ৬৬ তারিখ ০২.০২.২০১৮। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখের ০৭ দিনের মধ্যে, এই তারিখ থেকে ০৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নম্বর ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি. ঃ (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-৫৩, তারিখ ০১.০৪.২০২৪;** অমৃত ভারত স্টেশনে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি)/খড়গপুরের অধীনে জলেশ্বর ও বারিপদাতে ১২.০ এম চওড়া ফুট ওভার ব্রিজের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ২৬,৭০,০৩৪.৭৮ টাকা; ৫৩,৪০০ টাকা। **(২) ১১৪- ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-৪৫আর১, তারিখ ০১.০৪.২০২৪;** নিম্নলিখিতগুলির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ (১) ওয়াটার ট্যাঙ্ক স্টেজিং নির্মাণ, (২) একটি হাত নল কূপের ব্যবস্থা, (৩) ১টি ৩০০মিমি×২০০মিমি মাপের ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা, (৪) বসার আসনের ব্যবস্থা, (৫) পাইপলাইনের কাজের উন্নতিসাধন, (৬) ৪টি প্ল্যাটফর্ম শেল্টার নির্মাণ, (৭) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, (৮) স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের উন্নয়ন, (৯) ভঞ্জপুরে সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন (৩০এম×২০ এম); ২২,৫৬,৮৯৬.৪৭ টাকা; ৪৫,১০০ টাকা। **(৩) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-৫২, তারিখ ০১.০৪.২০২৪;** খড়গপুর ডিভিশনের তমলুক –দীঘা শাখায় হেরিয়া–নাচিন্দা স্টেশনের মধ্যে ঘোলবাগদাতে হল্ট স্টেশনের উন্নতিসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ১৪,৪০,৯৩২.৯৪ টাকা; ২৮,৮০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ১৭.০৪.২০২৪ এবং ক্রঃ নং ২ ও ৩-এর জন্য ১০.০৪.২০২৪। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য 'নেই'। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ক্রঃ নং ১ ও ৩-এর জন্য লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ মাস এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ১৭.০৪.২০২৪-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত এবং ক্রঃ নং ২ ও ৩ এর জন্য ১০.০৪.২০২৪-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-09)**

নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার নং. ডিওয়াই.সিইই-পিএস- এমএলজি-এইচকিউ-১৬-২৪-২৫, তারিখ ঃ ০১-০৪-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ ক)** মালিগাঁওয়ে-এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সেন্ট্রাল গোটানগরের কোয়ার্টার নং. ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৪-এর প্রতিস্থাপনে ৮ ইউনিট টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **খ)** মালিগাঁওয়ে- এসএসই/ডব্লিউ/ এইচকিউ অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সেন্ট্রাল গোটানগরের কোয়ার্টার নং. ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯-এর প্রতিস্থাপনে ৮ ইউনিট টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **গ)** মালিগাঁওয়ে- এসএসই/ডব্লিউ/ এনএমবি অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত গোশালার কোয়ার্টার নং. ৪০এবি, ৪২এবি, ৪৪এবি, ৪৬এবি-এর প্রতিস্থাপনে ৮ ইউনিট টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **ঘ)** মালিগাঁওয়ে- এসএসই/ডব্লিউ/এনএমবি অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত গোশালার কোয়ার্টার নং. ৫০, ৫২, ৫৪, ১৮৫এবি-এর প্রতিস্থাপনে ৮ ইউনিট টাইপ-II ডিএস কোয়ার্টার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৬৯,৩৪,৭১২ টাকা। **বায়নার ধন ঃ** ১,৩৮,৭০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৪-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-275/2023-24, WBMAD DKM/CP/e-NIT-278/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-279/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-280/2023-24, WBMAD DKM/CP/e-NIT-281/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-282/2023-24. Bid Submission closing date (Online)-15/04/2024 instated of 02/04/2024 and Bid Submission opening date (Online) 18/04/2024 instated of 05/04/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

CIN: L17114WB1999PLC089148

নিবন্ধিত অফিসঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা - ৭০০০২৪
সিটি অফিসঃ ৯১ আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫ / ৬৭৮৮ / ২৪৮৯ ৩৪৭২ ফ্যাক্সঃ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮
ইমেলঃ office@kesoramtextiles.in / ktmltext@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.kesoramtextiles.in

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

ক্রম নং	বিবরণ	চলতি ৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	অনুরূপ ৩ মাস পূর্ব বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৩ (অনিরীক্ষিত)	চলতি বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ শেষে (৩১.০৩.২০২৩) (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	--	--	--	--	--
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	৮০.৮২	(৩৮.৭৯)	(১১২.৭৬)	(৩৬.৩৫)	(৯৮১.৮৫)
৩	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য ট্যাক্সের আগে (ব্যতিক্রমী আইটেম পরে)	৮০.৮২	(৩৮.৭৯)	(১১২.৭৬)	(৩৬.৩৫)	(৯৮১.৮৫)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	৮১.৭৩	(৩৮.৭৯)	(১০৯.৬৮)	(৩৫.৪৪)	(৯৭৮.৭৭)
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়ের জন্য [সমৃদ্ধ সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	৮৪.০৪	(৩৫.৭২)	২২,৭৪৩.১৭	(২৩.৯৪)	২১,৮৯৫.৯০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭.	সংরক্ষিত মূল্য পুনমূল্যায়ণ মূল্য	-	-	-	(২,৬৭৩.৬৩)	(২,৬৪৯.৬৯)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (বার্ষিক নয়) [প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ২- টাকা]					
	ক) মূল	০.১৬	(০.০৭)	(০.২১)	(০.০৭)	(১.৮৭)
	খ) মিশ্র	০.১৬	(০.০৭)	(০.২১)	(০.০৭)	(১.৮৭)

মন্তব্য ঃ
ক) উপরেরটি ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস যা SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ বিন্যাস ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের আর্থিক ফলাফল কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.kesoramtextiles.in-এ পাওয়া যাচ্ছে।
খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩ এপ্রিল, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

স্থান- কলকাতা
তারিখ - ৩ এপ্রিল ২০২৪

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের জন্য
স্বা /- (জয়ন্ত সোগানী)
চেয়ারম্যান
DIN: ০০১২১৪৩৩

টলি-বলি

অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়ে আহত কোয়েল

অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং চলছিল রবিবার রাতে। মারামারির দৃশ্যে শুটিং করতে গিয়ে ডান হাতে প্রচণ্ড চোট লাগে কোয়েলের। তবে অভিনেত্রী ওই অবস্থাতেই শুটিং চালিয়ে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু পরিচালক দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে এক্স-রে করার পর কোয়েলের হাড় ভাঙার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়। প্লাস্টার

কারার পর কোয়েল এখন বিশ্রামে আছেন। ছবিটির প্রযোজক কোয়েলের স্বামী নিশিপাল সিং। স্ত্রীর অসুস্থতা নিয়ে তিনি বলেন, 'কোয়েলের হাত ভেঙেছে। কদিন বিশ্রাম নিতে হবে। শিগগিরই কোয়েল সুস্থ হয়ে উঠবেন।' এই ছবিতে আরও অভিনয় করছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ দত্ত, গৌরব চক্রবর্তী, অনসূয়া মজুমদার, মধুরিমা বসাক, রোশনি ভট্টাচার্য, দেবরাজ রায়, সন্দীপ দে প্রমুখ।

টালিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। রবিবার রাতে অরিন্দম শীল পরিচালিত সিনেমার শুটিংয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কোয়েলের ডান হাতের একটি হাড় ভেঙে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে অভিনেত্রীর হাতে প্লাস্টার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সুচিত্র ভট্টাচার্যের লেখা জনপ্রিয় গোয়েন্দা 'মিতিন মাসি' চরিত্রে কয়েক বছর ধরেই হাজির হচ্ছেন কোয়েল মল্লিক। এই সিরিজের নতুন সিনেমা 'একটি খুনির সন্ধানে মিতিন'-এর

ব্রাজিলিয়ান অভিনেত্রী লারিসা বনেসির প্রেমে নাকি হাবুডুবু খাচ্ছেন শাহরুখপুত্র

শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খান বরাবরই ক্যামেরাকে এড়িয়ে চলেন। বাবার পথে বিনোদন জগতে পদার্পণ করলেও নিজেকে রেখেছেন ক্যামেরার নেপথ্যে।

এবার তারই প্রেমের খবর ভেসে বেড়াচ্ছে বলিপাড়ায়। জোর গুঞ্জন, ব্রাজিলিয়ান অভিনেত্রী লারিসা বনেসির প্রেমে নাকি হাবুডুবু খাচ্ছেন শাহরুখপুত্র। ব্রাজিলের বিখ্যাত বিকিনি মডেল তিনি। দু-একটি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। শুধু ব্রাজিলে নয়। বলিউডে অক্ষয় কুমার ও জন আব্রাহমের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন লারিসা। সেই লারিসার প্রেমেই এবার পড়লেন আরিয়ান। লারিসাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন

আরিয়ান। সুন্দরীর প্রায় সব ছবিতেই লাইক দেন তিনি। তবে শুধু লাইকেই আটকে নয়। বরং লারিসাকে পটাতে, লারিসার মাকেও হাত করছেন শাহরুখপুত্র। আর সেই কারণেই লারিসার মাকে নিজের ব্র্যান্ডের পোশাক পাঠিয়েছেন আরিয়ান! এমন খবরও ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এই প্রেম নিয়ে আপাতত মুখ খুলতে চান না আরিয়ান। লারিসাও চুপ আছেন।

মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা ৪ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার মেলাঘরে, গ্রেফতার বাড়িমালিক

মেলাঘর (ত্রিপুরা), ৩ এপ্রিল ঃ মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসাবে ত্রিপুরা পুলিশ সিআরপিএফ কর্মীদের নিয়ে মেলাঘর থানার অন্তর্গত রামপাদ পাড়ার একটি বাড়িতে মাটির নূচে লুকিয়ে রাখা ৪ লক্ষ টাকার ২৪০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের অবহিত করতে গিয়ে মেলাঘর থানার ওসি দেবাশিস সাহা বলেন, গোপন সূত্রে আমরা রামপদ পাড়ার একটি বাড়িতে অবৈধভাবে নিষিদ্ধ মাদক মজুত করার সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছিলাম। সে অনুসারে

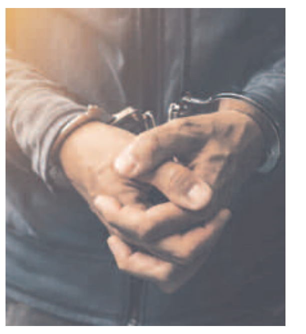

মেলাঘর থানার পুলিশ সিআরপিএফ কর্মীদের নিয়ে চৈত্রমোহন দেববর্মার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৪০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল গাঁজাগুলি। বাড়ির মালিক চৈত্রমোহন দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং মেলাঘর থানায় তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের অধীনে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি রিমান্ড চেয়ে আদালতে হাজির করা হয়েছে।

সামশেরগঞ্জে ভোট প্রচারে ঈসা খাঁন চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ৩ এপ্রিলঃ সামশেরগঞ্জে ভোট প্রচারে ঝড় তুললেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ঈসা খান চৌধুরী। বুধবার সকাল থেকেই সামসেরগঞ্জের ভাসাইপাইকর এবং দোগাছি অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট প্রচার করেন তিনি। কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি এবং এলাকায় গিয়ে ভোট প্রচার করতে সঙ্গ দেন সামশেরগঞ্জের সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক তোয়াব আলি, ধুলিয়ান এরিয়া কমিটির সম্পাদক মোদাসসার হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি ইমাম সেখ এবং কংগ্রেসের ব্যাপক কর্মী সমর্থক। তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে মানুষের কাছে হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহবান জানান কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরী। এদিন ঈসা খান চৌধুরীর ভোট প্রচারকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়।

'প্রদ্যোত মহারাজা নন মহাজন, নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য বিজেপির কাছে বিক্রি করেছেন'

আগরতলা, ৩ এপ্রিল ঃ দাবি, পাল্টা দাবি, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নির্বাচনমুখী ত্রিপুরায়। কারণ শাসক ও বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলই নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে জোর প্রচার চালাচ্ছে। বিরোধী সিপিআইএম এবং কংগ্রেস যাঁরা যৌথভাবে আইএনডিআইএ ব্লকের ব্যানারে ক্ষমতাসীন বিজেপি-তিপ্রা মথা জোটের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাঁরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি এবং তাদের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলছেন। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে আক্রমণ করে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ অভিযোগ করেছেন, দেশে ১০ বছর শাসন করা সত্ত্বেও, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার সাধারণের কাছে একটি অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রচারের সময় আমরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি তা প্রমাণ করে, মানুষ পরিবর্তন চান। শুধু ত্রিপুরায় নয়, গোটা দেশের মানুষ এবং বেশিরভাগ বিজেপি শাসিত রাজ্যের মানুষ মোদী সরকারের প্রতি হতাশ, বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন সুদীপ রায়বর্মণ। বিজেপি জনগণের কাছে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করে সুদীপ আরও অভিযোগ করেছেন, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি অনুসরণ করে শাসক দল সন্ত্রাস, ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে, যাতে মানুষের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায়। দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলের সময় বিজেপির ব্যাপক জনসমাবেশ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, আমবাসা এবং অন্যান্য জায়গায় স্থানীয়রা নিজেরাই অভিযোগ করেছেন, তাঁদের সমাবেশে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। টমটম এবং অটো রিকশার চাবি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, দরিদ্র দিনমজুর এবং অন্যদের তাদের কাজ ছেড়ে বিজেপির সমাবেশে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল, দাবি সুদীপের।

বিজেপি প্রার্থী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস বিধায়ক বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি, ক্ষমতাচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছেন এবং রাজনীতিতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে গুণ্ডামির প্রবণতা ফিরে এসেছে। ভোট প্রচারের সময় বিপ্লব দেবের মৌখিক গালিগালাজ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, তাঁর কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়। নির্বাচনী প্রচারে আমার ও আমার পরিবার নিয়ে কথা বলার অধিকার তাঁর নেই। আমার পরিবারের বিরুদ্ধে তিনি যে ভাষা ও বক্তব্য ব্যবহার করেছেন তা ব্যক্তিগত আক্রমণ। তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে কটাক্ষ করে সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, প্রদ্যোত মহারাজা নন, তিনি একজন মহাজন, যাকে আগে গ্রামে গ্রামে দেখা যেত। কারণ তিনি নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য তিপ্রসা লোকদের বিজেপির কাছে বিক্রি করেছেন। প্রদ্যোত সেই ব্যক্তি যিনি ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত করেছিলেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সিপিআইএম বিধায়ক তথা দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, এটা সত্য, সিপিআই-এম এবং কংগ্রেস নীতি, মতাদর্শের ক্ষেত্রে বিরোধী, কিন্তু আমাদের অ্যাজেন্ডা এক এবং তা হল বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ইডি, সিবিআই-এর মতো সরকারি যন্ত্রপাতির অনৈতিক ব্যবহার এবং নির্বাচনী বন্ডের মতো বিষয় নিয়ে তিনি শাসক দলের সমালোচনা করেছেন।

সূর্যের তাপকে মাথায় নিয়ে বালুরঘাটে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটের প্রচার করলেন বিপ্লব মিত্র

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, , ৩ এপ্রিলঃ বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে সূর্যের উত্তাপের মতই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃণমূলের প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর একটা দিনও নষ্ট না করে বুধবার সকাল থেকেই প্রখর সূর্যের তাপকে মাথায় নিয়ে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদা অঞ্চলে দোগাছি এলাকায় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভোটের প্রচার করলেন। জেলায় ২৬ শে এপ্রিল লোকসভা নির্বাচন, তার আগে আগামী ৬ এপ্রিল জেলার তপনে বিপ্লব মিত্রের হয়ে প্রচারে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর সেই সভাকে সাফল্যমন্ডিতে করতে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে গেছে তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব থেকে অঞ্চল ভিত্তিক কর্মীরা। এই দিন প্রার্থী তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সাথে প্রচারে শতাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়।

আনন্দময়ী কালী বাড়িতে তৈরি হচ্ছে দুর্গা মন্দির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিলঃ শিলিগুড়ি শহরে আনন্দময়ী কালীবাড়ি বহু পুরনো একটি কালীমন্দির। এই কালী মন্দিরটি প্রায় ১০০ বছরের পুরনো। এখানে মা কালীর নিত্য পূজা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রত্যেকটা অমাবস্যা মায়ের ঘটা করে আরাধনা করা হয়। এছাড়া দেবী কালিকার সন্ধ্যা আরতি দেখবার জন্য প্রতিদিন প্রচুর ভক্ত এই মন্দিরে এসে ভিড় করেন। উল্লেখ্য এই মন্দিরের তৈরি হচ্ছে দুর্গা মন্দির। অনেকদিন ধরেই চলছে, মন্দির নির্মাণের কাজ। রাজস্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে শ্রমিক। এখন কাজ অন্তিম পর্যায়ে। মন্দিরের সভাপতি ভাস্কর বিশ্বাস জানান খুব তাড়াতাড়ি মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ১২ই এপ্রিলের মধ্যে মন্দির নির্মাণের সম্পূর্ণ কাজ হয়ে যাবে। চলছে জোর কদমের শেষ পর্যায়ের কাজ।

তিনি জানান মায়ের মন্দিরটি অন্তত ৯৭ বছরের পুরনো, এই মন্দিরেই ভেতরেই তৈরি হচ্ছে আরেক মা দুর্গা মায়ের মন্দির। রাত দিন কাজ চলছে। তিনি আরো জানান এই বছর ঘটা করে মা বাসন্তীর আরাধনা করা হবে। সামনেই রয়েছে বাসন্তী পুজো যাকে ঘিরে প্রস্তুতি চলছে।

সেবক-রংপোরেল প্রকল্পে টানেল নং. টি-০৭-এর সাফল্য অর্জন

টানেলের ৯২ শতাংশেরও অধিক কাজ সম্পন্ন

মালিগাঁও, ০৩ এপ্রিলঃ ৩০মার্চ, ২০২৪ তারিখে এক বৃহৎ মাইল স্টোন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলায় অবস্থিত সেবক-রংপোরেল প্রোজেক্ট (এসআরআরপি)-এরটানেল নং. টি-৭ -এর এক সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। এই টানেলের সাফল্যের ফলে এই প্রকল্পের ১০টি টানেল-এর খননকার্য সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ যোগ্যযে, ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রথম আন্ডার গ্রাউন্ডরেলওয়ে স্টেশন অর্থাৎ তিস্তা বাজার স্টেশন এই টানেলে রয়েছে, যাদেশের রেলওয়ে পরিকাঠামোর উন্নতির এক অগ্রণী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মূল টানেলটি ৩০৮২মিটার প্রশস্ত, এর সাথে একটি প্রবেশ যোগ্য টানেলও রয়েছে। ৬৫০মিটার প্রশস্তের এই গুহাটির ডিজাইনের অংশ হিসেবে একটি সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম আছে। এই বিস্তৃত গুহাতে ছয়টি ক্রসপ্যাসেজের নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মোট অ্যাডিট দৈর্ঘ ৮০০ মিটার, এটি প্রকল্পটির ব্যাপক পরিসর কেই প্রদর্শন করে। যাত্রীদের সুরক্ষাও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এর বিন্যাসে নিখুঁত বায়ু চলাচল সংযুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ভূগর্ভস্থ

একটি স্থানের মধ্যে এক অনকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার তিস্তার নিকটে অবস্থিত টানেলটি দুর্বলও প্রত্যাহ্বান মূলকভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বল তাপ্রতিরোধ করতে, সর্বশেষও সবচেয়ে আধুনিক ও পরিশীলিত টানেলিংটেকনোলজি তথা নিউঅস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড (এনএটিএম) ব্যবহার করা হয়েছে।

সেবক-রংপোন তুনরেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৫ কিঃ মিঃ লম্বা, যা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ওরংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং এতে ১৪টি টানেল, ১৭টি ব্রিজও ৫টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কিমি এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি (ব্রিজ নং.-১৭) ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্র প্রকল্পটির প্রায় ৩৮.৬৪ কিঃ মিঃ বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে এবং টানেল নির্মাণের ৯২.৩১শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

বর্তমানে টানেলটি-১৪, টি-০৯ এবং টি-০২ -এফাইনাল লাইনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং টানেলটি-০৩, টি-০৫, টি-০৬, টি-০৭, টি-০৮, টি-১০, টি-১১ ওটি-১২-এর কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট ১১.৯৬ কিমি লাইনিং সম্পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি বিভাগের কাজ দিন-রাত ২৪ঘণ্টা চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদা পূর্ণনির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথম বারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই রেলনেটওয়ার্কটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সিকিমের সাথে একটি বিকল্প মূলক সংযোগ প্রদান করবে। প্রকল্পটি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ওস্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালানো হচ্ছে।

ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মৃত্যু

ঈদের পোশাক কিনতে বেরিয়ে অয়েল ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় এক কিশোরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সকালে আন্দুল রোডের নিমতলার কাছে ওই ঘটনা ঘটে। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম তাজ নবাব মন্ডল (১৫)। হাওড়ার জগাছা থানা এলাকার উনসানির বাসিন্দা ছিল তাজ।

Name Change

I SUBODH CHATTERJEE, S/O SUDHAMOY CHATTERJEE, R/O PANURIA BARABONI, PASCHIM BARDHAMAN -713315, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBODH KUMAR CHATTERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT SUBODH CHATTERJEE AND SUBODH KUMAR CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BIZ BIHARI MAHATO, S/O DUDHNATH MAHATO, R/O 75/8, SAILENDHAR ROAD, LILUAH, HOWRAH -711204, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BRIJ BIHARI MAHATO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT BRIJ BIHARI MAHATO AND BIZ BIHARI MAHATO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMAD WASEF ALI BISWAS & MD WASEF ALI BISWAS S/o- LIAKAT ALI BISWAS, Residing at Vill- Meheruddin Munsitola Baliadanga, Post- Kaliachak, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMAD WASEF ALI BISWAS & MD WASEF ALI BISWAS To WASEF ALI BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) WASEF ALI BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, WASEF ALI BISWAS and MOHAMMAD WASEF ALI BISWAS & MD WASEF ALI BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, Khushboo Kejriwal (old name) D/O Ashwini Kumar Poddar, residing at 110, Butto Kristo Paul Avenue, Vill. & P.O.- Hatkhola, Kolkata- 700005, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Khushboo Poddar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/04/2024. Khushboo Poddar (new name) and Khushboo Kejriwal (old name) both are same identical person.

Name Change

I PANKAJ KUMAR ROY, S/O- B N ROY, R/O- P-229 BANGUR AVENUE I BL-A LAKE TOWN KOLKATA 700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANKAJ ROY,S/O- BISWANATH ROY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 03/04/2024, THAT PANKAJ KUMAR ROY, S/O- B N ROY AND PANKAJ ROY,S/O- BISWANATH ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) GULSHANNARA BISWAS W/o- LIAKAT ALI BISWAS, Residing at Vill- Meheruddin Munsitola Baliadanga, Post- Kaliachak, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from GULSHANNARA BISWAS To GULSAN ARA BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GULSAN ARA BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, GULSAN ARA BISWAS and GULSHANNARA BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I AAFRIN PERVEEN , D/O MD SIRAJ, R/O NIRCHAYA , STREET 709, ACTION AREA 2D, NEW TOWN, RAJARHAT, BIDHANNAGAR-700161, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AAFREEN PARVEEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT AAFREEN PARVEEN AND AAFRIN PERVEEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DINESH YADAV, S/O- RAM KAVEL YADAV, R/O-20 COAL BERTH ARP CENTER C/1 KOLKATA 700043, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHANMAN YADAV, S/O-BHOLA YADAV, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 03/04/2024, THAT DINESH YADAV, S/O- RAM KAVEL YADAV AND DHANMAN YADAV,S/O- BHOLA YADAV ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) SEKH BADIRUDDIN S/o- LATE SEKH FARID, Residing at Vill- Baharal, Post- Baharal, Ps - Ratua, Dist- Malda, Pin- 732205, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SEKH BADIRUDDIN To BADIRUDDIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BADIRUDDIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, BADIRUDDIN and SEKH BADIRUDDIN both are Same and one identical person.

Name Change

I SK NAFISA PARVIN, W/O SK ASIF ALI, R/O V-156, AKRA ROAD, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAFISA PARVIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT SK NAFISA PARVIN AND NAFISA PARVIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I YASMIN BEGAM, W/O MD NAUSHAD ALAM, R/O 376/2, DR S C ROAD, H I T PLOT-108, SHIBPUR, HOWRAH -711103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASMIN BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT YASMIN BEGAM AND YASMIN BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) HAZI MEHER ALI SEKH S/o- MAKIMUDDIN SEKH, Residing at Vill- Kalabaria, Post- Nazirpur, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742304, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAZI MEHER ALI SEKH To MEHER ALI SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MEHER ALI SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, MEHER ALI SEKH and HAZI MEHER ALI SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I POULOMI MUKHOPADHYAY, W/O- UTPAL BHATTACHARYYA, R/O- 46/2/3/1 A.C.ROAD (SOUTH) INDRAPRASTHA,P.O- KHAGRA, P.S-BERHAMPORE, DIST- MURSHIDABAD, PIN-742103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS POULOMI MUKHOPADHYAY BHATTACHARYYA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/03/2024, THAT POULOMI MUKHOPADHYAY AND POULOMI MUKHOPADHYAY BHATTACHARYYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JANKI KUMAR, S/O- GOBIND YADAV, R/O- 26 PRASANNA KUMAR TAGORE STREET JORABAGAN KOLKATA 700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOGINDAR KUMAR ,S/O- GOBIND YADAV, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 03/04/2024, THAT JANKI KUMAR, S/O- GOBIND YADAV AND JOGINDAR KUMAR ,S/O- GOBIND YADAV ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) SEKH MID RASHID S/o- AYEJ MONDAL, Residing at Vill- Kashipur, Post- Mridadpur, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742304, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SEKH MID RASHID To ABDUL RASID (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL RASID in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, ABDUL RASID and SEKH MID RASHID both are Same and one identical person.

Name Change

I SALAMUDDIN MALITA (OLD NAME), SON OF IBRAHIM MALITA, RESIDING AT VILL-MALIPOTA, PO-JAGADISHPUR, PS-BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS -743251, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HABIBUL MALITA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2024.THAT SALAMUDDIN MALITA AND HABIBUL MALITA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NURJAHAN BEGAM KHATUN, D/O- LUTFAR SK, R/O- VILL-SOUTH KAZIPARA, KAZIPARA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NURJAHAN KHATUN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT NURJAHAN BEGAM KHATUN, AND NURJAHAN KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) SUFIA BEGAM W/o- EKRAMUL HOQUE, Residing at Vill- Goribpur, Post- Goribpur, Ps - Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUFIA BEGAM To SUPIYA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUPIYA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, SUPIYA BIBI and SUFIA BEGAM both are Same and one identical person.

Name Change

I JOY KRISHNO CHAKRABORTY, SON OF RISHIKESH CHAKRABORTY, RESIDING AT 76 PATHURIA GHAT STREET, PO- JORABAGAN, KOLKATA -700006, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOY KRISHNA CHAKRABORTY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024.THAT JOY KRISHNO CHAKRABORTY AND JOY KRISHNA CHAKRABORTY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANJIBAN SARKAR, S/O-SUVASH SARKAR, RESIDING OF VILL-KAMAL PUR, PO-PURBANOWA PARA, P.S- DHANTALA,DIST- NADIA, PIN-741501,WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY DAUGHTER NAME, FROM SANJANA SANJIBAN SARKAR (OLD NAME) TO SANJANA SARKAR (NEW NAME) IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 40, SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024 AT KOLKATA.THAT SANJANA SARKAR (NEW NAME) AND SANJANA SANJIBAN SARKAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) AAKHRE JAMAN SK S/o- RASHID, Residing at Vill- Ramrampur, Post- Kuli kandi, Ps - Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742168, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AAKHRE JAMAN SK To SEIKH AAKHRE JAMAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SEIKH AAKHRE JAMAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, SEIKH AAKHRE JAMAL and AAKHRE JAMAN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I HABIBAR MONDAL, SON OF MUJIBAR MONDAL RESIDING AT VILL-RAGHABPUR, PO-JESSURE, PS-HABRA, NORTH 24 PARGANAS - 743233, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HABIBAR RAHAMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024.THAT HABIBAR MONDAL AND HABIBAR RAHAMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I , Mohammad Jahangir Islam S/O- Md Faridul Islam @ Mohammad Faridul Islam resident of Vill- Kaithan, P.O.- Kaithan, P.S.- Katwa, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713143, have changed my name and shall henceforth be known as 'MD JAHANGIR ISLAM' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 03/04/2024. That Mohammad Jahangir Islam and Md Jahangir Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) KIRAN SK S/o- SEIKH AAKHRE JAMAL, Residing at Vill- Ramrampur, Post- Kuli kandi, Ps - Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742168, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KIRAN SK To KIRON SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KIRON SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 20/03/2024, KIRON SK and KIRAN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I ASUTOSH MONDAL, SON OF ABANTI MANDAL, RESIDING AT TEGHARI, KALINDI, EAST MEDINIPUR -721455, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHUTOSH MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024.THAT ASUTOSH MONDAL AND ASHUTOSH MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Subhankar Basu (Old Name) S/o Sambhu Bose Residing at Gonipur Dakshin Para, Maheshtala (M), Maheshtala, South 24 Parganas,W.B-700141, India shall henceforth be known as Subhankar Bose (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 03-04-2024.Subhankar Basu (Old Name) and Subhankar Bose (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I , SK Shofik @ SK Shafick S/O- SK Gafur @ SK Gaffur @ Gofur Seikh resident of Vill- Hetampur, P.O.- Chotkhanda, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'SK SAFICK' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 01/04/2024. That SK Shofik, SK Shafick and SK Safick all are same and one identical person.

Name Change

I BALAI CHANDRA JANA, S/O RADHANATH JANA, R/O SABRA, PO SABRA, PASCHIM MEDINIPUR - 721445, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BALAI JANA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT BALAI JANA AND BALAI CHANDRA JANA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sanjoy Kumar Saha S/o. Nitya Gopal Saha R/o. 26, U K Dutta Road, P.O. + P.S– DumDum, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-700028 shall henceforth be known as Sanjoy Saha. I declare that Sanjoy Saha and Sanjoy Kumar Saha is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-04-2024.

Name Change

I SAFALI MALLICK, W/O RABIN MALLICK, R/O VILL DHUBULIA, PO DHUBULIA, PS DHUBULIA, NADIA, PIN-741139, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEFALI MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT SAFALI MALLICK AND SHEFALI MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AJOY SHAW, S/O LOKNATH SHAW, R/O 23/1A/H/10, COSSIPORE ROAD, KOLKATA -700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT AJAY SHAW AND AJOY SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SOHAN LAL JAIN S/O. LATE TEJ MAL BHANSALI, R/O. 8/E /10, NAYAPATTY ROAD, DUMDUM, KOLKATA-700055 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOHAN LAL BHANSALI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC, KOLKATA ON 2ND APRIL 2024.

Name Change

I, Lutfar Gazi (old name) S/O Abul Khayer Gazi, residing at Vill- Prasannakati, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Lutfar Rahaman Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/04/2024. Lutfar Rahaman Gazi (new name) and Lutfar Gazi (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি অন্নপূর্ণা মণ্ডল বৈরাগী বর্তমান স্বামী সুজয় বৈরাগী। সাং + পোস্ট- গুরুদাসপুর, থানা - ঢোলাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আমি একজন আইসিডিএস কর্মী। দুধকুমার হালদারের সঙ্গে বিয়ের সুবাদে আমার চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্রে অন্নপূর্ণা মণ্ডল হালদার হিসাবে পরিচিত ছিলাম। আমার পূর্বের স্বামী দুধকুমার হালদার গত ইংরাজি ২.৯.২০০৯ তারিখে মারা যায়। এরপর আমি সুজয় বৈরাগীকে বিবাহ করি। কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এভিডেভিট বলে গত ইংরাজি ২২.৩.২০২৪ তারিখ থেকে যাবতীয় তথ্যে আমি অন্নপূর্ণা মণ্ডল বৈরাগী হলাম।

Name Change

I, MOHAMMED TASLEEM (old name) S/O I. HUSSAIN(Old Name) resident of 29, Phears Lane, P.S. Bowbazar, Kolkata-700073 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name as MD. TASLEEM(DOB-18/05/1984) instead of MOHAMMED TASLEEM and my father's actual name ISHTIYAQ HUSAIN instead of I. HUSSAIN , vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore on 03/04/2024. MOHAMMED TASLEEM S/O I. HUSSAIN and MD. TASLEEM S/o ISHTIYAQ HUSAIN all are the same and one identical person.

লাটাগুড়িতে হাতির দাঁত সহ ধৃত দুই পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, লাটাগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ ৫ কেজি ওজনের দুটি হাতির দাঁত সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করলেন বন দফতরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা। বুধবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ লাটাগুড়ির রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত ক্রেতা সেজে ময়নাগুড়ি ব্লকের ঝাঁঝাঙ্গি এলাকা থেকে ভুটান ও বক্সার বাসিন্দা ২ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেন। জলপাইগুড়ির এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল জানান, বনকর্মীরা ক্রেতা সেজে ওই পাচারকারীদের সঙ্গে ৭ লক্ষ টাকায় ডিল ফাইনাল করেছিলেন। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় ওই দুই পাচারকারী হাতির দাঁত দুটি বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি স্কুটারে চেপে বক্সা থেকে রওনা দেয়। ঝাঁঝাঙ্গি থেকে হাতির দাঁত সমেত ওই দুজনকে গ্রেফতার করে বন দফতর। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

বালুরঘাটে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিলেন বাম প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৩ এপ্রিল ঃ মনোনয়ন জমা দিলেন বালুরঘাট লোকসভার বামফ্রংটের আরএসপি প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত। বুধবার দুপুরে বালুরঘাট শহরে মিছিল করে এসে মনোনয়ন জমা দেন বাম প্রার্থী। শতাধিক কর্মী-সমর্থক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। বাম প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা, আরএসপি নেত্রী সুচেতা বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিকে মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল বালুরঘাট জেলাশাসক অফিস চত্বরে। প্রসঙ্গত, আগামী ২৬ তারিখ বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন রয়েছে। মার্চের ২৮ তারিখ থেকে এপ্রিলের ৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে নমিনেশন পর্ব।

খড়িবাড়িতে লাইন পারাপারের সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন গৌরসিংজোত এলাকায় লাইন পারাপারের সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বুধবার ঘটনাটি ঘটে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই ব্যক্তি রেললাইন পার হচ্ছিল। সেই সময় শিলিগুড়ি-কাটিহার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি ও রেল পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উওরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে করিমগঞ্জে মনোনয়ন পেশ বিজেপি প্রার্থীর

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ এপ্রিল ঃ ঘড়িতে বেলা ঠিক তিনটা। পছন্দের দক্ষিণী পোশাক পরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো করিমগঞ্জ আসনে মনোনয়ন পেশ করলেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ। জেলার রিটার্নিং অফিসার মৃদুল যাদবের হাতে মনোনয়ন তুলে দেওয়ার

সময় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ পাঁচজনের মধ্যে প্রার্থী কৃপানাথের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, জেলার দুই বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার। অবশ্য জেলাশাসক কার্যালয় চত্বরে ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস, পুরপতি রবীন্দ্র দেব সহ বহুজন। এর আগে করিমগঞ্জ কলেজের মাঠে প্রায় দশ হাজার কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পর দলীয় প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল রোড শো করে কলেজের মাঠ থেকে জেলাশাসক কার্যালয়ে পৌঁছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সফর সহ মনোনয়ন পেশ পর্বে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে সাংবাদিকদের। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও একাংশ সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি জেলাশাসক কার্যালয় চত্বরে। ফলস্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে করিমগঞ্জ লোকসভা আসন থেকে দ্বিতীয়বার মনোনয়ন পেশ করে ১০০ শতাংশ জয় নিয়ে আশাবাদী বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালাহ। কৃপা বলেন, এবার রেকর্ড হবে। আগামী ৪ জুন অকাল হোলিতে মাতবেন করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির মানুষ। কারণ এবার বিজেপিকে ভোট দিতে এগিয়ে এসেছেন সংখ্যালঘু ভোটাররা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে একবাক্যে নরেন্দ্র মোদীকে আবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাতে হবে। তাই এই আসনটি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিতে বদ্ধপরিকর করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির মানুষ।

হাওড়া বিভাগের বাণিজ্যিক বিভাগ ২০২৩-২০২৪ সালে একটি রেকর্ড

কলকাতা, ২ এপ্রিল ঃ শ্রী সঞ্জীব কুমারের নেতৃত্বে হাওড়া ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকরের দক্ষ নেতৃত্বে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য তার বাণিজ্যিক বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। এবং প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রী সৌমিত্র মজুমদারের নির্দেশনা। এই অসাধারণ সাফল্য বাণিজ্যিক বিভাগের নিরলস নিবেদন এবং সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার একটি প্রমাণ, পরিষেবা প্রদান এবং রাজস্ব উপাদনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য হাওড়া বিভাগের অটল প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে। হাওড়া বিভাগে বাণিজ্যিক বিভাগের কৃতিত্বের হাইলাইটস,যাত্রী আয়ের দৃঢ় বৃদ্ধি,হাওড়া বিভাগের যাত্রী আয় ৯.০১ বৃদ্ধি পেয়ে চমকপ্রদ ১৪১৪.০০ কোটিতে পৌঁছেছে। এই অর্জন পূর্ব রেলওয়ের চমকার গ্রাহক সেবা এবং যাত্রীদের সন্তুষ্টি প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। অন্যান্য কোচিং আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক বিভাগ অন্যান্য কোচিং রাজস্বের উল্লেখযোগ্য ১২.৮৫ বৃদ্ধি দেখেছে, যা ১৫৪.২০ কোটিতে পৌঁছেছে, কার্যকর সম্পদের ব্যবহার এবং বৈচিত্র্যময় রাজস্ব স্ট্রীম প্রদর্শন করে। রেকর্ড-ব্রেকিং মালবাহী রাজস্ব,একটি উল্লেখযোগ্য ৮৩.৭২ বৃদ্ধির সাথে, হাওড়া বিভাগ ২০০০.০২ এর রেকর্ড-ব্রেকিং মালবাহী রাজস্ব অর্জন করেছে, যা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।দিনে রেকর্ড-সেটিং টিকিট চেকিং আয়, রেকর্ড-সেটিং টিকিট চেকিং আয় এক দিনে ২৭.৩৬ লক্ষ টাকার অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই ধরনের মাইলফলকগুলি কেবল আর্থিক সাফল্যকেই বোঝায় না কিন্তু পরিবহন পরিষেবাগুলির মসৃণ পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর টিকিট চেকিংয়ের গুরুত্বও তুলে ধরে। হাওড়া বিভাগের উপার্জনের তুলনামূলক রাজস্ব বিশ্লেষণ প্রকাশ করে,মূল আয় মোট ৩৬৯১.৩২ কোটি, বিভাগ দক্ষতার সাথে যাত্রী পরিষেবা, অন্যান্য কোচিং কার্যক্রম, পণ্য পরিবহন, এবং বিভিন্ন উপার্জন সহ বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করেছে। এই কৃতিত্বগুলি পরিষেবার মানের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার সাথে সাথে সর্বাধিক লাভের জন্য বাণিজ্যিক বিভাগের অটল উৎসর্গ প্রদর্শন করে। উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিকতার নির্দেশিকা নীতির অধীনে, হাওড়া বিভাগ আর্থিক স্থায়িত্ব এবং ক্রমাগত সম্প্রসারণের জন্য তার অন্বেষণে অটল।

পথশ্রী প্রকল্পে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠলো জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩ এপ্রিল ঃ বাচ্চারা খেলার ছলে তুলে ফেলছে নতুন রাস্তার পিচ! নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করার অভিযোগ জয়নগরে। রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নতুন রাস্তায় চলতে গিয়েই গোলমাল টের পান খোদ গ্রাম বাসীরা। দেখা যায়, সামান্য আঙুলের খোঁচাতেই উঠে আসছে রাস্তার পিচের আস্তরণ।দূর থেকে দেখলে মনে হবে রাস্তায় পিচের মখমল বিছানো। কিন্তু রাস্তায় এক পা দিলে মুহূর্তে এসে পড়বেন বাস্তবের রুক্ষ জমিতে।রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা খরচ করে এক কিমির সামান্য বেশি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেই রাস্তা উপর উপর দেখতে চমকার হলেও,আদতে সামান্য চেষ্টাতেই উঠে আসছে আস্ত পিচের আস্তরণটাই।আর নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরি করার অভিযোগ তুললো গ্রামবাসীরা। জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের খোলাখালী হাট থেকে মোস্তফা শেখের বাড়ি পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত ১,১০০ মিটার পিচের রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। এ জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ৩১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৮ টাকা। রাস্তার কাজ শেষ হযেছে যথা সময়েই। দূর থেকে দেখলে মনে হবে অত্যন্ত সু ন্দর পিচের রাস্তা। কিন্তু তাতে চলাফেরা করতে গিয়েই রহস্যভেদ হয়। স্থানীয়রা দেখতে পান, মাটির উপরে সামান্য পিচের প্রলেপ দিয়ে কোনও রকমে রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে। অবস্থা এমনই যে, আঙুল দিয়ে সামান্য খোঁচালেই নতুন রাস্তা থেকে উঠে আসছে পিচের আস্তরণ। তার পরেই ঝুরঝুরে হয়ে তা ভেঙে পড়ছে। যা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। নতুন রাস্তায় কেন এমন হবে, সেই প্রশ্ন করতে থাকেন পঞ্চায়েতের সদস্যদের।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন , পিচের রাস্তা এ ভাবে উঠে যায় কোন ও দিন দেখিনি। বাচ্চারা আঙুলে খোঁচা মারছে, আর পিচের আস্তরণ হাতে উঠে আসছে। প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, এই রাস্তার এই পিচ তুলে নতুন করে তৈরি করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং পঞ্চাযেত় সমিতির সভাপতি প্রিয়১নি।

বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ ডা. জয়ন্ত কুমার রায়ের উপর হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি জেলার মীনামোড়ে বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ ডা. জয়ন্ত কুমার রায়ের উপর হামলার অভিযোগ। সাংসদের গাড়ি ভাংচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যাকে কেন্দ্র করে বুধবার বিকেল ৪ টা নাগাদ ব্যাপক উত্তেজনা দেখা গেছে জলপাইগুড়ি জেলায়। জানা গেছে জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের বাগরাকোটের মীনা মোড়ে এলাকায় বিজেপি প্রার্থী ভোট প্রচারে যায়। সেই সময় তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূল সমর্থকরা। কালো পতাকা দেখিয়ে সাংসদের উপর হামলা ও তার গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা করতে থাকে। এরপরই দুই দলের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতিও শুরু হয়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় তৃণমূলের দিলে অভিযোগের আঙ্গুল উঠলেও তৃণমূল অস্বীকার করেছে। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি থেকে ডা. জয়ন্ত কুমার রায় জানান তৃণমূলের পায়ের মাটি সরে গেছে তাই পঞ্চায়েত ভোটের মত ছাপ্পা দিয়ে জিততেই ভোটের আগে সন্ত্রাস করার চেষ্টা করছে।

বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী দেবরাজ বর্মনের সমর্থনে বুধবার ধুপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত ঝাড় আলতা গ্রাম ডাউকিমারি সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেঃেদ্র বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী দেবরাজ বর্মনের সমর্থনে বুধবার ধুপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চাযেত় ঝাড় আলতা গ্রাম ডাউকিমারি সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ত

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৩ এপ্রিল ঃ দার্জিলিং জেলাশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ত।এদিন মনোনয়ন পেশের আগে দার্জিলিং এর চৌরাস্তায় একটি জনসভা করেন রাজু বিস্ত।তার সঙ্গে ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। এদিনের জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নেন রাজু বিস্ত। এদিন রাজু বিস্ত বলেন, পাহাড়ে যত দুর্নীতি হয়েছে, ৪ জুনের পর সব বেরিয়ে আসবে। আর যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হবে। তিনি আরও বলেন, পাহাড়ের সমস্যার সমাধান সামনেই আসছে। অন্যদিকে বিমল গুরুং বলেন, পাহাড়বাসীর স্বপ্ন একমাত্র বিজেপি পূরণ করতে পারবে। এই কারণে রাজু বিস্তকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। এদিন জনসভার পর র‍্যালি করে জেলাশাসকের কার্যালয়ে পৌঁছে মনোনয়ন পত্র জমা দেন রাজু বিস্ত।

জলপাইগুড়িতে ত্রান নিয়ে ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ ত্রান নিয়ে ক্ষোভ। ত্রান দিতে এসে ঘেরাও বিডিও অফিসের কর্মীরা। রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে বিডিও অফিসের কর্মীদের ঘেরাও করে রাখলেন জলপাইগুড়ির দক্ষিন সুকান্ত নগর এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ দেড় শতাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ত্রান নিয়ে এসে ছিলেন মাত্র ছয়জনের। তাতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। বিডিও অফিসের কর্মীদের ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ।

আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাঙালি সমস্যার সমাধান, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

শিলচর (অসম), ৩ এপ্রিল ঃ কম করেও পঁচিশ হাজার উৎসুক জনসমাগমের মধ্য দিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন দাখিল করলেন শিলচর লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য। জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে মনোনয়ন দাখিল করার পর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানে বিশাল জনসমাগমে নির্ব্বাচনী ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। দলীয় সমর্থক তথা উসুক জনতার উদ্দ্যেশ্যে প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাংলাভাষীদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। পরিমল দাদাকে আজ রিত্বিক রিত্বিক লাগছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাজদ্বীপ রায় ৮০ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছিলেন। এর আগেও বিজেপি প্রার্থী অনেক ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হওয়ার ইতিহাস আছে। এবার তিন লক্ষের বেশি ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবেন বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য, দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবি করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসম মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দরুন, বিশেষ করে আবগারি ও পরিবহণ বিভাগে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে। গত পাঁচ মাসে কেবল স।ক দুর্ঘটনার হার পঁচিশ শতাংশ কমেছে। পরিমল শুক্লবৈদ্যের নেতৃত্বে পরিবহণ, আবগারি, মস্য বিভাগ সহ বরাক উপত্যকার সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। রাজদীপ রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি বলেন, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স মোশনের সময় শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় সংসদে সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করে সমগ্র রাজ্যের সুনাম উজ্জ্বল করতে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাতে অসমের নাগরিক হিসেবে গর্ববোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। বলেন, সংসদে দাঁড়িয়ে অসমবাসীর সম্মান উর্ধগামী করার জন্য সমগ্র অসমের বিজেপি কার্যকর্তার পক্ষে রাজদীপ রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। ডা. রাজদীপ রায়ের সহযোগিতা এবং পরিমল শুক্লবৈদ্যের অভিজ্ঞতায় রাজ্যের সার্বিক বিকাশ মসৃণ হয়ে উঠবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের কাজ সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে হাফলং লামডিং হয়ে বরাকে আসবেন। লোকসভা নির্বাচনের অব্যহতি পরই জেলা গ্রন্থাগারের কাজ সম্পন্ন করা হবে। ডলুতে বিমানবন্দর হবে। মানুষের মনে খুশি বজায় রেখে সব রকমের উন্নয়নমূলক কাজ আগ বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বিজেপির শাসনকালে। হিন্দিভাষী, চা বাগান শ্রমিক, মণিপুরি সম্প্রদায় সহ প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর সমউন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। আগামী ছয়মাসের মধ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর এনআরসি, ডি ভোটার, ভাষিক সমস্যা সহ যাবতীয় .সমস্যার সমাধান করার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলোন, আগে দিল্লির কিছু কাজ বাকি ছিল। কিন্তু এখন দিল্লির যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন, আগামী ছয়মাসের মধ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সবধরণের সমস্যার অবসান ঘটবে। নরেন্দ্র মোদী আরও পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকলে বিশ্বের মধ্যে ভারত শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র পরিণত হবে। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের পাশাপাশি অসমেও মসৃণ গতিতে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। অসমে এইমস হাসপাতাল হয়েছে। আগরতলা পর্যন্ত রেল পরিষেবা হয়েছে। জেলায় জেলায় মেডিক্যাল কলেজ হচ্ছে। এক লক্ষ যুবক-যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন। এক পয়সা ঘুস লাগেনি। মোদীর গ্যারান্টির পাশাপাশি ' গ্যারেন্টি রয়েছে। সবকিছু মিলে তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য বিজয়ী হবেন। এখন অসমে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নেই। রেশন কার্ডের ভিত্তিতে সরকারি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী সকলের বিশ্বাস, সব কা সাথ সব কা বিশ্বাস। তাই আরও পাঁচ বছর মোদী থাকলে চিন আমেরিকাকে পেছনে ফেলে বিশ্ব দরবারে প্রথম স্থান দখল করবে ভারত। আজ দেশের সব রাজ্য অসমের অরুণোদয় প্রকল্প অনুসরণ করছে। ১৮ লক্ষ থেকে শুরু করে এখন ৩০ লক্ষ অরুণোদয় দেওয়া হচ্ছে। এখন যার বা।তিতে রেশন কার্ড আছে তার ঘরে অরুণোদয় দেওয়া হবে। সব কা সাথ সব কা বিকাশ ফর্মূলায় রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিকে পাঁচটা সুবিধার মধ্যে পাঁচ কেজি চাল, উজ্জ্বলা গ্যাস, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, অরুণোদয় এবং লাইফ অ্যাণ্ড হ্যাল্থ ইনসুরেন্স বাসরিক কিস্তি সরকার দেবে। প।াশোনার ক্ষেত্রে ভর্তি মাশুল মকুব করেছে সরকার। মেয়েদের মাধ্যমিক পরবর্তী যাবতীয় খরচের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা, উচ্চ মাধ্যমিকে সাড়ে বারো হাজার এবং স্নাতক স্তরে ২৫ হাজার টাকার এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে সরকার। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে দেড় লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। এসএইচজি গ্রুপে দশ হাজার দেওয়া হবে। ২০২৬-এর আগে মিনি সেক্রেটারি, ইলেকট্রিক রেল ইঞ্জিন পরিষেবা নিশ্চিতভাবে চালু হবে।

অগ্নিকান্ডের জেরে পুড়ল এক বৃদ্ধার ঘর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ এপ্রিল ঃ অগ্নিকান্ডের জেরে পুড়ল এক বৃদ্ধার ঘর। সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত বৃদ্ধা মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িযে পড়ে মালদহের মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর ফতেনগর এলাকায়। ঘটনার খবর পেযে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে বৃদ্ধা মহিলা গুল্ল মন্ডল উনুনে দুপুরের খাবার রান্না করছিল। আর সেই উনুনের আগুন থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পরে গোটা ঘরে। আগুনের তীব্রতায় ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র, জামাকাপড়, খাদ্য সামগ্রী এবং নগদ টাকা পুরে যায় বলে জানা গেছে। বৃদ্ধা মহিলার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসে এবং আগুন নিভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পরে। স্থানীয় লোকজনের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধা মহিলাটি। বর্তমানে তাকিয়ে সরকারি সাহায্যের দিকে।

আবাস যোজনার টাকা আটকে না রাখলে এতো মানুষের বাড়ির ক্ষতি হতো না’

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ এপ্রিল ঃ বাংলায় আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার।আবাস যোজনার টাকা আটকে না রাখলে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুযারে ঝড়ে এতো মানুষের বাড়ির ক্ষতি হতো না। বিজেপি দাবি করে তারা আবাস যোজনার টাকা দিয়েছে, ক্ষমতা থাকলে তারা কবে টাকা দিয়েছে কত টাকা দিয়েছে তারা শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। আজ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই বললেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজি দে ভৌমিক। তিনি বলেন দুদিন আগে শীতলকুচিতে নির্বাচনী প্রচারে এসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন তারা বাংলায় আবাস যোজনা টাকা দিয়েছে। গত পাঁচ বছর আগে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির এই প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিল প্রত্যেকের মাথার উপর ছাদ হবে। কিন্তু আবাস যোজনার এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন তারা কবে টাকা দিয়েছে তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক।

টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী দিলো রামকৃষ্ণ মিশন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ এপ্রিল ঃ টর্নেডো তছনছ করে দিয়েছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িকে। জেলার সদর ব্লকের একাংশ এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ঝড়ের ফলে ক্ষতি হয়েছে বহু পরিবারের। ধ্বসে গিয়েছে বাড়ি। উড়ে গিয়েছে ঘরের চাল। গাছ চাপা পড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে এলাকা। বিঘের পর বিঘে জমিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। দিশেহারা মানুষ। এই পরিস্থিতিতে এবার অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াল জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন। ঝড়ে বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শণ করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যরা। ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ত্রাণ সামগ্রী। এলাকায় খোলা হয় ত্রাণ শিবির। প্রথমে দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে খাদ্য সামগ্রীর কিট। পাশাপাশি দেওয়া হয় পলিথিন ও মশারি। জানা গেছে, ১৫০টি পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এও জানা গেছে, আগামীদিনেও ত্রাণ শিবির হবে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে।

প্রখর রোদে বারুইপুরে ভোটের প্রচারে তৃনমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩ এপ্রিল ঃ সারা রাজ্যে জুড়ে তাপপ্রভাব চলছে।আর সেই তাপপ্রবাহকে উপেক্ষা করে ভোটের প্রচারে কোন খামতি রাখতে চাইছে না কোনো দল। তাই তো কঠোর রৌদ্রকে উপেক্ষা করে বুধবার সকালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বারুইপুরের মাদারাট এলাকায় তৃনমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ এবং বিমান বন্দোপাধ্যায় প্রখর রোদের মধ্যে হুড খোলা গাড়িতে করে প্রচার করলেন।এদিন প্রচারের ফাঁকে হুডখোলা গাড়িতেই ডাবের জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারন করতে দেখা গেল সায়নী- বিমানদের। এদিন প্রচারের মাঝেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সায়নী ঘোষ শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ করেন। তাছাড়া এই প্রখর রোদের হাত থেকে কর্মীদের সুস্থ থাকতে বার্তা দিলেন তিনি। তিনি বলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সাধারণ মানুষের সাথে থেকে কাজ করতে ভালবাসে আমিও তাই। তাইতো শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তৃণমূলই ভরসা।

চলতি বছরে পূর্ব রেলওয়ে ৩৭০ টি স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা দিয়েছে

কলকাতা, ৩ এপ্রিল ঃ শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ের দক্ষ নির্দেশনায় এবং সমস্ত বিভাগীয় প্রধান ও কর্তব্যরত কর্মীদের নিষ্ঠার ফলস্বরূপ পূর্ব রেলওয়ে সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৩৭০টি বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করেছে যা যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ভ্রমণে সহায়তা করেছে। এই বিশেষ ট্রেনগুলি যাত্রীদের বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটাতে সতর্কতার সাথে পরিকল্পিত এবং কার্যকর করা হয়েছিল, যাতে তারা বিশেষ উপলক্ষ এবং উৎসব গুলিতে তাদের প্রিয়জনের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মের মাসগুলিতে, পূর্ব রেলওয়ে নিউ জলপাইগুড়ি -শিয়ালদা, হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি -হাওড়া ,হাওড়া -রাক্সল, রাক্সল-হাওড়া ,দুমকা-রাঁচি এবং কলকাতা-পুরী, পুরী-কলকাতা-এর মতো রুট গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ৯২ টি বিশেষ ট্রেন চালু করেছে। এই পরিষেবাগুলির লক্ষ্য ছিল ছুটির মরসুমে বর্ধিত যাত্রীর উন্নত পরিষেবা প্রদান করা ।এছাড়াও, জুলাই এবং আগস্ট মাসে, ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণকারী ভক্তদের নির্বিঘ্নে ভ্রমণের সুবিধার্থে পূর্ব রেলওয়ে ২২টি শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করেছে। দুর্গাপূজা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবের মরসুম ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে পূর্ব রেলওয়ে সেপ্টেম্বর থেকে পূজা এবং ছট বিশেষ ট্রেন চালু করে যা ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে আরও বাড়ানো হয়েছিল, এবছর এইরকম ১৪০ টি ট্রেন পরিচালনা করা হয়েছিল। এই উদ্যোগটির মাধ্যমে দীপাবলীর পরবর্তী ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং ছুটির মরসুমে যাত্রীরা তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে কোনও ঝামেলা ছাড়াই যাতে উদযাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য নেওয়া হয়েছিল।বছরের শেষের উসবের তাৎপর্য স্বীকার করে, পূর্ব রেলওয়ে ডিসেম্বর মাসে শীতকালীন বিশেষ এবং হলিডে স্পেশাল ৬২টি ট্রেন চালু করেছে, যা ক্রিসমাস এবং নববর্ষের সময় যাত্রী চলাচলের বৃদ্ধিকে সামঞ্জস্য করেছে। তদুপরি, হোলি উৎসবের সময় যাত্রী চাহিদা পরিবহনের বৃদ্ধি মোকাবেলায় পূর্ব রেলওয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। হোলির ভিড়ের সময় পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ, হাওড়া, মালদা এবং আসানসোল বিভাগের পরিষেবা সহ পূর্ব রেলের ৪০টি হোলি স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করেছে, যা উৎসবের যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিতে ৫৩,০০০ এর বেশি বার্থ সংরক্ষণের সুযোগ করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন/২০২৪ তারিখ ০১.০৪.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক আইআরইপিএস পোর্টালের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চুক্তিস্বত্ব প্রদানের জন্য ওপেন ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। যার বিশদ নিম্নরূপ ঃ নিলামের ধরন ঃ পার্কিং; ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সি-৩-এএসএন-পার্ক-৪এ। ই-নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ১৬.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা। স্টেশনের/স্থানের নাম ঃ (১) আসানসোল বাস স্ট্যান্ড (হাটন রোড)-এর পেছনে এবং ডিভিসন আসানসোল-এর ব্লক ৬৪-র পূর্ব দিকে দুই (০২), তিন (০৩) এবং চার (০৪) চাকার যানের পার্কিং। (২) ডিভিসন আসানসোল-এর সিমুলতলা রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে নতুন স্টেশন বিল্ডিং-এর পাশে দুই (০২), তিন (০৩) এবং চার (০৪) চাকার যানের পার্কিং। (৩) ডিভিসন আসানসোল-এর দুমকা রেলওয়ে স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে দুই (০২), তিন (০৩) এবং চার (০৪) চাকার যানের পার্কিং। সম্ভাব্য সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য এবং প্রদত্ত কর্মসূচি অনুসারে উপরোক্ত ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে। ASN-03/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

১৬ বছর পর অলিম্পিক্সে মেসি? ইঙ্গিত মার্তিনেজের

বুয়েনস আইরেস, ৩ এপ্রিলঃ লিয়োনেল মেসির ঘরে বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, অলিম্পিক্সের সোনার পদক সবই রয়েছে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক খেলবেন কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে ফুটবলকে বিদায় জানানোর আগে দেশের হয়ে

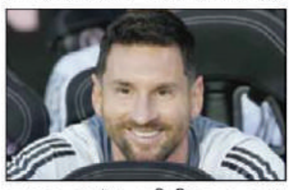

আরও একটা অলিম্পিক্সে দেখা যেতে পারে মেসিকে। সে ক্ষেত্রে ১৬ বছর পর অলিম্পিক্স খেলবেন তিনি। প্যারিস অলিম্পিক্সে পুরুষদের ফুটবলে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার মানরক্ষার দায়িত্ব অনেকটাই তাই আর্জেন্টিনার। তাই এ বার আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে পারেন মেসি। খেলতে পারেন গত বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজও। বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে তাঁর উদ্‌যাপনের ভঙ্গি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। আর্জেন্টিনার অধিনায়কের প্রিয় সেই দিবুই এই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আইপিএল-এর ওয়ান্ডার বয় মায়াঙ্ক যে ভাবে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ত্রাস হয়ে উঠেছেন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দেখো মা আমি উড়তে পারি কথাগুলো বেশ আবেগের সঙ্গেই লিখেছেন আইপিএলের নতুন ওয়ান্ডার বয় মায়াঙ্ক যাদব। আইপিএলে পরপর ২ ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছেন মায়াঙ্ক যাদব। আরসিবি ম্যাচের একটি ছবি শেয়ার করে ইন্সটাগ্রামে ওই ক্যাপশন লিখেছেন তিনি। দিল্লির মোতিনগরের ছেলে মায়াঙ্ক যাদব। উচ্চতা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি, বয়স ২১ বছর। এই বয়সেই তাক লাগাচ্ছেন আইপিএলের মঞ্চে। আইপিএল বরবার তরুণ প্রতিভাদের নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ছেলেবেলায় চেহারা ভালো ছিল না মায়াঙ্কের। এখন তিনিই তাবড় তাবড় ব্যাটারদের প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখাচ্ছেন। ক্রিকেট কেরিয়ারে পরিবারকে তিনি সব সময় পাশে পেয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর বাবা প্রভু যাদব সব সময় ছেলেকে উজ্জীবিত করেছেন ক্রিকেট খেলার জন্য। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছেয়ে মায়াঙ্ক। ওয়েস্ট দিল্লিতে মা, বাবা ও দিদির সঙ্গে থাকেন মায়াঙ্ক। মায়াঙ্কের বাবা গাড়ির ডিজিটাল টাইমার (ডিজিটাল ঘড়ির মতো জিনিস) বানানোর কাজ করতেন। বর্তমানে তিনি পুলিশের গাড়ির সাইরেন বানান। ছেলে ক্রিকেট খেলুক বরাবরই চাইতেন মায়াঙ্কের বাবা প্রভু যাদব। মায়াঙ্কের বাবা জোরে বোলারদের

পছন্দ করতেন। তাই মায়াঙ্কের ছেলেবেলায় তিনি ডেল স্টেইন, মর্নি মর্কেল, মিচেল জনসনদের বল করা দেখাতেন। ছেলেবেলায় মায়াঙ্ক জোরে বল করার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন, যখন তিনি দেখেন ব্যাটারের হেলমেটে বা শরীরে সজোরে গিয়ে বল লাগছে। ১৫ বছর বয়সে মায়াঙ্ককে তাঁর বাবা নিয়ে যান তারক সিনহার কাছে। যিনি গড়ে-পিটে বানিয়েছিলেন বহু ক্রিকেটারকে। মায়াঙ্ককেও তিনি তৈরি করেছিলেন। তাঁর বাবা প্রভু যাদব প্রয়াত কোচ তারক সিনহা ও সনেট ক্লাবের বর্তমান হেড কোচ দেবেন্দ্র শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মায়াঙ্ককে সমস্ত লড়াইয়ের জন্য তৈরি করেছেন বলে। ২০২৩ সালে মায়াঙ্ক দু'বার কোচ দেবেন্দ্রকে ফোন করে জানিয়েছিলেন তাঁর আইপিএল অভিষেক হবে। তিনি যেন অবশ্যই খেলা দেখেন। কিন্তু গত মরসুমে মায়াঙ্কের অভিষেক হয়নি। এ বার হয়েছে। শুধু তাই নয়, মাত্র ২টি ম্যাচ খেলেই রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছেন দিল্লির বছর একুশের ছেলে। সনেট ক্লাবে একবার যে পা রাখে তাঁর প্রতিভা থাকলে সুবিচায় পান। মায়াঙ্ক যখন সনেট ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন তখন ভীষণ দুর্বল ছিলেন। সেখানকার কোচ দেবেন্দ্র জানান, তাঁরা কোনও ক্রিকেটারের মধ্যে খেলার তাগিদ ও প্রতিভা দেখতে পেলে সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। দেবেন্দ্র বলেন, ''ওকে দেখে এখনও দুর্বল মনে হতে পারে। কিন্তু ও এখন সঠিক খাদ্যাভাসের ফলে শক্তিশালি। সঙ্গে রয়েছে ফিটনেস মেনে চলা। ও একজন নিরামিশভোজী। এবং ও ভগবান কৃষ্ণকে মেনে চলে।'' লখনউ শিবিরে ২০২২ সাল থেকে রয়েছেন মায়াঙ্ক। অবশেষে এ বার তাঁর অভিষেক হয়েছে। মায়াঙ্ক এ বারের আইপিএলে গতির ঝড় তুলে সকলকে চমকে দিয়েছে। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে তাঁর অভিষেক আইপিএল ম্যাচে সবচেয়ে দ্রুতগতির বল ছিল ১৫৫.৮ কিমি প্রতি ঘণ্টা। আরসিবির বিরুদ্ধে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙেছেন মায়াঙ্ক। চলতি মরসুমের সবচেয়ে দ্রুতগতির (আরসিবির বিরুদ্ধে ১৫৬ কিমি প্রতি ঘণ্টা) বল তাঁরই করা।

তড়িঘড়ি ফিরলেন দেশে

অরেঞ্জ আর্মির বিরুদ্ধে হয়তো নেই সিএসকে তারকা

চেন্নাই, ৩ এপ্রিলঃ দেখতে দেখতে ১৭তম আইপিএলের ১৫টি ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। বুধ-রাতে বিশাখাপত্তনমে কেকেআরের বিরুদ্ধে নামে ঋষভ পন্থের দিল্লি। আর আইপিএলে শুক্রবার চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ। তার আগে হঠাৎ করেই অস্বস্তি বাড়ল সিএসকে শিবিরে। বাড়ি ফিরতে হল চেন্নাই সুপার কিংসের তারকা ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে। চলতি আইপিএলে পার্পল ক্যাপের মালিক বাংলাদেশের এই বোলারই। হঠাৎ করে কেন তাঁকে বাংলাদেশে যেতে হল? পাশাপাশি আরসিবির বিরুদ্ধে লখনউয়ের জয়ের পরই শিবির ছেড়েছেন শিবম মাভি। চোটের কারণে বাকি টুর্নামেন্টে আর খেলা হবে না শিবমের। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের বাঁ হাতি পেসার দেশে ফিরেছেন ভিসা সংক্রান্ত কাজের জন্য। আসলে এ বছরের আইপিএল শেষ হওয়ার পর রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। যা অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার জন্য ভিসা সংক্রান্ত কাজ করতেই বাংলাদেশে ফিরেছেন সিএসকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এ বারের আইপিএলে তিনটি ম্যাচে খেলে মুস্তাফিজুর রহমান নিয়েছেন ৭টি উইকেট। দিল্লির কাছে গত ম্যাচে হেরেছে সিএকে। এই পরিস্থিতিতে শোনা গিয়েছে, শুক্রবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ের ম্যাচে হয়তো পাওয়া যাবে না মুস্তাফিজুর রহমানকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে অরেঞ্জ আর্মির বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার মাতিসা পাথিরানা কিংবা ইংল্যান্ডের মইন আলিকে বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে খেলতে দেখা যেতে পারে। মুস্তাফিজুরের পাশাপাশি বাড়ি ফিরেছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের তারকা ক্রিকেটার শিবম মাভি। চোটের কারণে টুর্নামেন্টের বাকি পর্বে তাঁর খেলা হচ্ছে না। লখনউয়ের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে মাভির টিম হোটেল ছাড়ার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে তিনি জানান, চোটের কারণে টিম থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য তিনি কতটা কষ্ট পাচ্ছেন। দুবাইতে হওয়া আইপিএলের মিনি নিলামে ৬.৪ কোটি টাকায় শিবমকে কিনেছিল রাহুলের দল। চলতি আইপিএলে লখনউয়ের হয়ে একটি ম্যাচেও তাঁর খেলা হয়নি।

'ধোনি যদি পারে, রোহিত নয় কেন...', ক্যাপ্টেন্সি বিতর্কে এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন অজি কিংবদন্তি ম্যাথু হেডেন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ঠিক এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংসে। মরসুম শুরুর আগেই নিজেকে ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। দায়িত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাডেজাকে। ২০২২ সালের আইপিএলে সিএসকে শুরুতেই টালমাটাল ছিল। ম্যাচের পর ম্যাচ জয় মিলছিল না। সেখান থেকে আবার দায়িত্ব সামলান ধোনি। জাডেজাকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ধোনি যদি করে দেখাতে পারেন, রোহিত শর্মার ক্ষেত্রে তেমনটা হবে না কেন? মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও একই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। রোহিতকে আচমকাই ছাঁটাই করে হার্দিককে দেওয়া হয় টিমের দায়িত্ব। সেই সিদ্ধান্ত যে একেবারেই ঠিক ছিল না, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। পর পর তিনটে ম্যাচ হেরে মুম্বই

প্রবল চাপে। টিমের ভক্তরা রোহিতকেই আবার ক্যাপ্টেন দেখতে চাইছেন। টিম ম্যানেজমেন্ট কি সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে? অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার কিন্তু ধোনির উদাহরণই তুলে ধরছেন। ম্যাথু হেডেন স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, আইপিএলের ইতিহাসে এমন ঘটনা নতুন নয়। সিএসকে করেছে। মুম্বই পারবে না কেন? হেডেনের কথায়, ''আইপিএলের যে কোনও টিমের ক্ষেত্রে কিন্তু সমর্থকরাই আসল। সাপোর্টারদের জন্যই টিমগুলো জনপ্রিয়তা পায়। ওরা কিন্তু রাজনীতি বোঝে না। ভিতরে কী চলছে, জানে না। জানতেও চায় না। কিন্তু ওরা রোহিতকে ভালোবাসে বলে এখন সবটা জানতে, বুঝতে চাইছে।'' ধোনির উদাহরণ তুলে ধরে হেডেন বলছেন, ''যে কোনও টিমেরই একটা পরিকল্পনা থাকা উচিত। চেন্নাইয়ের ক্ষেত্রেও সেটা দেখেছিলাম। জাডেজাকে ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা কাজে লাগেনি। সেই কারণেই আমার মনে হয়, সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার একটা জায়গা রাখা উচিত। হার্দিক ক্যাপ্টেন হিসেবে কতটা কার্যকর, সেটা দেখে নিক ওরা।'' একই সঙ্গে হেডেনের যুক্তি, ''মরসুমের শুরুতেই মুম্বইয়ের মতো টিমের এমন হাল কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না।''

আমেদাবাদের গ্যালারিতে জার্সি ওড়াল জিটি ফ্যান

আমেদাবাদ, ৩ এপ্রিলঃ আইপিএলের মরসুমে বন্ধুরাও অনেক সময় প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠেন। কারণ একটাই, বন্ধুদের প্রিয় তারকা, প্রিয় টিম আলাদা। আর স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় টিম জিতলে সকলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। আইপিএলের পয়েন্ট টেবলে চলছে এখন রাজস্থান রয়্যালসের দাপট। জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে পিঙ্ক আর্মি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়া বাকি ৯ ফ্র্যাঞ্চাইজি এ বারের আইপিএলে জয়ের মুখ দেখেছে।

প্রতি টিমের আলাদা আলাদা অনুরাগী রয়েছে। মাত্র ২ বছরে গুজরাট টাইটান্সও একটা দারুণ ফ্যান বেস তৈরি করে নিয়েছে। এ বার তারই প্রমাণ পাওয়া গেল। শুভমন গিলের গুজরাট টাইটান্স চলতি আইপিএলে তিনটি ম্যাচ খেলে ২টিতে জিতেছে। ১৭তম আইপিএলের পয়েন্ট টেবলের পাঁচে রয়েছে ২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন। সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজরাটের এক ফ্যানের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে এক খুদে গুজরাট টাইটান্স ভক্ত দলের ভালো পারফরম্যান্সের খুশিতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের ম্যাচ চলাকালীন এক খুদে ভক্ত চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকে। পরনে ওই খুদের ছিল গুজরাট টাইটান্সের জার্সি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আইপিএলের ম্যাচে গুজরাটের ওই খুদে ভক্ত চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে নাচ করতে করতে হঠাৎই জার্সি খুলে ওড়াতে থাকে।

শেষ দিনে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে শেষ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার বড় জয়

শ্রীলঙ্কা। ৫৩১ ও ১৫৭/৭ ডি.
বাংলাদেশ। ১৭৮ ও ৩১৮
ফল। শ্রীলঙ্কা ১৯২ রানে জয়ী

চট্টগ্রাম, ৩ এপ্রিলঃ শ্রীলঙ্কার দরকার ৩ উইকেট। চতুর্থ ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ৫১১ রানের অসম্ভব লক্ষ্যে খেলতে নামা বাংলাদেশের জয়ের জন্য চাই ২৪৩ রান। চট্টগ্রাম টেস্ট পঞ্চম দিনের সমীকরণটাই বলে দিচ্ছিল, শেষ দিনের খেলাটা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। শ্রীলঙ্কার নিশ্চিত জয়টাকে বিলম্বিত করা ছাড়া বাংলাদেশের চট্টগ্রাম টেস্টের পঞ্চম দিনে বেশি কিছু করার নেই। মেহেদী হাসান মিরাজ টেস্ট ক্রিকেটে ষষ্ঠ ফিফটি করে সেটাই করার চেষ্টা করলেন। তাঁর অপরাজিত ৮১ রানের লড়াকু ইনিংস বাংলাদেশের রানটাকে নিয়ে গেছে ৩ শর ওপারে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চম দিন ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ব্যাটিং করার পর ৩১৮ রানে থামে বাংলাদেশ দল। ১৯২ রানের বড় জয়ে চট্টগ্রাম টেস্ট জিতে নেয় শ্রীলঙ্কা। এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিল লঙ্কানরা। দিনের শুরুটা যেমন হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের ইনিংস এতটা দীর্ঘ হওয়ার কথা নয়। দিনের পঞ্চম ওভারেই মেন্ডিসের বলে থামে তাইজুল ইসলামের ইনিংস। ২৮ বল খেলে ১৪ রানে গালিতে ক্যাচ তোলেন তিনি। সেখানে দারুণ এক ক্যাচ নিয়েছেন নিশান মাদুশকা। তাতে ভাঙে তাইজুল-মিরাজের ৩৮ রানের অষ্টম উইকেট জুটি। তাইজুল আউট হলেও টিকে ছিলেন হাসান মাহমুদ। মিরাজহাসান জুটির সৌজন্যে

এই সিরিজে প্রথমবার বাংলাদেশ ৩০০ রান করে। টেস্টে এই নিয়ে পঞ্চমবার চতুর্থ ইনিংসে ৩০০ পেরোল বাংলাদেশ। চতুর্থ ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ৪১৩, ২০০৮ সালে মিরপুরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই। ৮৩তম ওভারে হাসানের ইনিংসের ইতি টানেন লাহিরু কুমারা। বাউন্সারের ফাঁদে পড়ে শর্ট লেগ ফিল্ডারের হাতে ক্যাচ তোলেন হাসান। তিনি ২৫ বল টিকে থেকে রান করেছেন ৬। কিন্তু মিরাজের সঙ্গে তাঁর জুটি ছিল ৬৫ বলে ৩১ রানের। শেষ ব্যাটসম্যান খালেদকে অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে দেননি কুমারা। ৮৫তম ওভারে ৮ বলে ২ রান করা খালেদকে ইয়র্কারে বোল্ড করেন এই ফাস্ট বোলার। তাতে ৩১৮ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস। মিরাজ ১১০ বল খেলে ১৪টি চারে ৮১ রানে অপরাজিত ছিলেন। শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন কুমারা।

দশবছর পরে ফের চালু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি২০

মুম্বই, ৩ এপ্রিলঃ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সবসময় জনপ্রিয়। ক্রিকেটেও একইভাবে শুরু করা হয়েছিল আসর। কিন্তু দশবছর আগেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। নাম ছিল সিএলটি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি২০ প্রতিযোগিতা। ২০১৪ সালে শেষবার ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হয়েছিল। এরপর

টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের আসরে অংশ নিয়েছিল ভারতের তিনটি দল, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুটি করে ও নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের একটি করে। ওই আসরের ফাইনালে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। এবার তিনটি বোর্ড একইসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। বিসিসিআই ছাড়াও ইংল্যান্ড এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও রয়েছে। আইপিএলের মতোই একটা সময় উন্মাদনা ছিল সিএলটির। কিন্তু তারপর আইসিসি-র কাছে এই টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক নিক কামিন্স টুর্নামেন্ট শুরু করার প্রস্তাবটি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, এই টুর্নামেন্ট ফের চালু করতে গেলে বছরের একটা ফাঁকা সময় দেখে টি২০ লিগ করতে হবে, যা সবসময় চ্যালেঞ্জের। তাও সামনের বার শুরু করতে পারব, সেই বিষয়ে একটা প্রাথমিক কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়েছে। ওই নামী কর্তা আরও জানিয়েছেন, আইসিসি সবটা খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। তবে এও হতে পারে, দশবছর পরে ওই টুর্নামেন্ট ফিরতে পারে মহিলা ক্রিকেটের হাত ধরেও। ছেলেদের টুর্নামেন্ট ২০২৬ সালে হবে ধরে নিয়ে তার আগেরবছর মেয়েদের দিয়েও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি২০ হতে পারে।

আইপিএল-এ নিয়ম ভাঙলেন ঈশান কিষাণ, বিরাট শাস্তি দিল এমআই

মুম্বই, ৩ এপ্রিলঃ ঈশান কিষাণকে এ বার শাস্তি দিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কি অবাক হচ্ছেন? মনে পড়ে যাচ্ছে কয়েকদিন আগের সেই অবাধ্য ঈশান কিষাণকে? যিনি বোর্ডের নির্দেশ মানেননি এবং রঞ্জি ট্রফিতে খেলেননি। এ বার নিয়ম ভেঙে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবির থেকে শাস্তি পেলেন টিমের তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটার ঈশান কিষাণ। কী নিয়ম ভাঙলেন তিনি? আর কী শাস্তিই বা পেলেন ঈশান? ঈশান কিষাণকে ৫ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিমের পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে কারণ তিনি টিমের মিটিংয়ে দেরিতে পৌঁছেছিলেন। যার ফলে তাঁকে একটি

সুপারম্যানের পোশাক পরতে দেওয়া হয়। সেই পোশাক পরে তাঁকে টিমের অন্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে বাসে করে এয়ারপোর্টে যেতে হয়েছে। অবশ্য শুধু ঈশান কিষাণকেই নয়, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের পক্ষ থেকে টিম মিটিংয়ে দেরি করে যোগ দেওয়ার জন্য একই শাস্তি দেওয়া হয়েছে কুমার কার্তিকেয়, শামস মুলানি ও নুয়ান থুশারাকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইন্সটাগ্রামে এক ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে ঈশান, কার্তিকেয়, শামস ও নুয়ানকে সুপারম্যানের পোশাকে দেখা গিয়েছে। এবং তাঁরা এই বিষয়ে কথা বলেছেন। ওই ভিডিয়োতে ঈশান জানান, তাঁদের শাস্তিস্বরূপ এই পোশাক পরতে দেওয়া হয়েছে। নুয়ান থুশারা আবার উল্টো পোশাক পরেছিলেন। তা নিয়ে হাসাহাসি করেন ঈশান। বলেন, 'এই যে লঙ্কান সুপারম্যান।' এই পোশাকে দেখে তাঁদের সতীর্থরা হাসাহাসি করতে থাকেন। কেউ কেউ আবার তাঁদের ছবি তুলতে থাকেন। ভিডিয়ো আবার নমন ধীরকে বলতে শোনা যায়, এই শাস্তির জন্যই বিশেষ করে তিনি কখনও টিমের মিটিংয়ে দেরিতে পৌঁছান না। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিমের পক্ষ থেকে প্রথম বার এই শাস্তি পেয়েছেন ঈশান তেমনটা নয়। কারণ এর আগেও ঈশান কিষাণ এই শাস্তি পেয়েছিলেন। ২০১৮ সালে টিম মিটিংয়ে দেরিতে পৌঁছনোর কারণে। সে বার তাঁর সঙ্গে এই শাস্তি পেয়েছিলেন, রাহুল চাহার ও অনুকূল রায়।

তিন দিনে দুই হ্যাটট্রিক 'বুড়ো' রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৩ এপ্রিলঃ 'উই আর নট স্লোয়িং ডাউন' কথাটা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। সৌদি প্রো লিগে গতকাল রাতে আবহার বিপক্ষে ৮-০ গোলের বড় ব্যবধানে জিতেছে আল নাসর। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথাটি লেখেন আল নাসর তারকা। সেটি সম্ভবত সতীর্থদের প্রেরণা জোগাতে। হাতে ৮ ম্যাচ রেখে শীর্ষস্থানীয় আল হিলালের সঙ্গে ১২ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দ্বিতীয় আল নাসর। হাল ছাড়া যাবে না-এ কথাটিই মনে করিয়ে দিয়েছেন রোনাল্ডো 'দ্য আলটিমেট ওয়াইন।' পর্তুগিজ কিংবদন্তির সঙ্গে ওয়াইনের তুলনাটা পুরোনো। তবে এই পুরোনো কথাটাই গতকাল রাত থেকে নতুন করে ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কারণ অবশ্যই পারফরম্যান্স। আবহার বিপক্ষে ৪২ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক, আরও দুটি গোলও বানিয়েছেন-প্রথমার্ধে আল নাসরের ৫-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ায় রোনাল্ডোর ভূমিকাটা একদম সরাসরি। আর গোলগুলো দেখলেও পুরোনো ওয়াইনের সঙ্গে তাঁর তুলনাটা যথার্থই লাগে! সেই তরুণ রোনাল্ডোকে যেমন দেখা যেত তেমন। ১১ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে যে গোলটি করলেন সেটি যে কোনও ফুটবলারের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হতে পারে। মানবদেয়াল তৈরি করে পেছনে একজন ডিফেন্ডারকে শুইয়েও রেখেছিল আবহা। তবু রোনাল্ডোকে ঠেকানো যায়নি। মানবদেয়ালের নিচ দিয়ে মেরেই বল জালে পাঠিয়েছেন। এর ১০ মিনিট পর আবারও ফ্রি কিক থেকে গোল! এবারে অবশ্য কোনও

সুযোগই দেননি আবহার রোমানিয়ান গোলকিপার সিপ্রিয়ান তাতারুসানুকে। সম্ভবত ওই গোল ঠেকানো সম্ভব না পৃথিবীর কোনও গোলকিপারের পক্ষেই। নিখুঁত ফ্রি কিকটি সিপ্রিয়ান শুধু দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দেখলেন! ৪২ মিনিটে সতীর্থের থ্রু পাস থেকে যে চিপটি করলেন সেটারও জবাব নেই। বল বাতাসে ভাসতে ভাসতে সিপ্রিয়ানের গ্লাভস ছুঁয়ে জালে। সৌদি প্রো লিগে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, গোল করা সহজ-এমন একটা কথা প্রচলিত আছে রোনাল্ডো সেখানে যাওয়ার পর থেকে। কিন্তু গতকাল রাতে রোনাল্ডো বক্সের বাইরে থেকে যে গোল তিনটি করলেন, সম্ভবত ইউরোপের কোনও লিগেই তা ঠেকানো সম্ভব না। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড এই মুহূর্তে ঠিক কেমন ফর্মে সেটাও বোঝা যায় তাঁর টানা দুই হ্যাটট্রিকে তাকিয়ে। আবহার মুখোমুখি হওয়ার ৭২ ঘণ্টা আগে গত শনিবার আল তাইয়ের বিপক্ষে আল নাসরের সর্বশেষ ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করেছেন রোনাল্ডো। চলতি লিগে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক। ৩৯ বছর বয়সী একজন মানুষ টানা দুই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন-ওয়াইনের বয়সের সঙ্গে নাকি স্বাদও বাড়ে, রোনাল্ডোও তেমন নয় কি! ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ৬৫ হ্যাটট্রিক করলেন। এর মধ্যে ৩০টি হ্যাটট্রিক বয়স ত্রিশের কোটা ছোঁয়ার আগে। বাকি ৩৫টি হ্যাটট্রিক ত্রিশ পার করে! এই পরিসংখ্যানে তাকিয়ে কি মনে হয় না, রোনাল্ডো ফুটবলে প্রমাণিত একটি ব্যাপার মিথ্যা প্রমাণ করে চলছেন! বলা হয়, ৩০ বছর বয়সের মধ্যে ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা দিয়ে দেন। রোনাল্ডোকে দেখুন, কথাটা মিথ্যে মনে হয়! সাদিও মানে ও আবু সুলাইহিমকে দিয়ে আরও দুটি গোল করিয়েছেন রোনাল্ডো। এরপর প্রথমার্ধ শেষেই তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেন আল নাসর কোচ লুইস কাস্ত্রো। তার আগেই ক্যারিয়ারে সপ্তমবার প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক তুলে নিয়েছেন। আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর এক ম্যাচে ন্যূনতম তিন গোল করলেন এ নিয়ে পঞ্চমবার। আল নাসরের হয়ে এই মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৫ ম্যাচে ৩৬ গোল হয়ে গেল রোনাল্ডোর। সর্বোচ্চ ২৯ গোল নিয়ে এবার সৌদি প্রো লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতাও রোনাল্ডো। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং ঘরোয়া কাপ প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে আল নাসর। লিগ শিরোপাও আল হিলালের জেতার সম্ভাবনাই বেশি। অর্থাৎ আল নাসরের হয়ে আরও একটি মরসুম ট্রফিশূন্যভাবে শেষ করার শঙ্কা রোনাল্ডোর সামনে। কিন্তু পর্তুগিজ তারকা হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। সে জন্যই সম্ভবত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে বুঝিয়েছেন, আল নাসরের দৌড়ের গতি কিন্তু কমবে না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com